উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সুশান্ত সিং রাজপুত মামলায় ইতি সিবিআইয়ের » ৭

নীল আকাশে হলুদ কাস্তে হাতুড়ি

শনিবার সন্ধের পর সিপিএমের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজের ডিপি হঠাৎই বদলে যায়। সেখানে লাল রংয়ের কোনও চিহ্ন নেই। বদলে নীল-সাদা রং সেখানে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন

রোহিতদের হারিয়ে দিলেন ধোনিরা » ১২

১০ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার ৫.০০ টাকা 24 March 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 303

সময়ের কথা

গুমরে মরছে দিনাজপুর ও মালদা

অভিজিৎ সরকার

উত্তরবঙ্গের নাম উচ্চারিত হওয়ামাত্রই পর্যটন প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবে আমাদের মনে চলে আসে। প্রকৃত অর্থেই উত্তরবঙ্গে পর্যটনশিল্পে রয়েছে বিস্তর সম্ভাবনা। গঙ্গা নদীর ওপার অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ মানুষই উত্তরবঙ্গ বলতেই বোঝেন ভ্রমণের জন্য এক উল্লেখযোগ্য ডেস্টিনেশন। আর উত্তরবঙ্গ বলতেই বোঝেন পাহাড়বেষ্টিত দার্জিলিং বা ঘন জঙ্গলে মোড়া ডুয়ার্স অথবা কোচবিহার রাজবাড়ি। এই ভাবনাতেই তৈরি হয়েছে যত সব সমস্যা।

শুধুমাত্র অন্য রাজ্যে নয়, আমাদের রাজ্যের অন্য প্রান্তেও কখনও নিজ জেলার নাম দক্ষিণ দিনাজপুর বললে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায় শ্রোতা বা প্রশ্নকর্তাকে। তখন বোঝাতে হয় আমি উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা আর এই উত্তরবঙ্গ মানেই সর্বত্র পাহাড়-পর্বত, জঙ্গলে মোড়া নয়। তবে হ্যাঁ, এ সবের বাইরেও রয়েছে অনেক ভ্রমণের স্থল যা পর্যটনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে পারে। তবে প্রশ্ন, 'হয়নি কেন'? কেন-'হতে পারে' শব্দটি বলতে হচ্ছে? যাঁরা উত্তরবঙ্গ বলতে শুধুমাত্র দার্জিলিং, ডুয়ার্স, কোচবিহারকে বোঝেন এ ক্ষেত্রে তাঁদের কী ত্রুটি? আসলে ত্রুটি পর্যটকদের নয়, ত্রুটি তাঁদের যাঁরা রয়েছেন এগুলোর দায়িত্বে। বিভাগীয় মন্ত্রী, কর্তা, আধিকারিক, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রতিনিধিদেরই ত্রুটির দায় নিতে হবে।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যেও মালদা বা দুই দিনাজপুর নিয়ে বড় কিছু পরিকল্পনার কথা শোনা যায় না। তাদের যা উদ্যোগ সেগুলো মূলত পাহাড় ও ডুয়ার্সকেন্দ্রিক। এর বড় কারণ হয়তো, যেভাবে পাহাড়ের ওপর কংক্রিটের নির্মাণ ও জঙ্গল কেটে রিসর্ট তৈরি করে তাঁরা লাভবান হবেন সেভাবে গৌড়বঙ্গের তিন জেলা থেকে খুব একটা অর্থসমাগম হবে না।

যাই হোক যেভাবে উত্তরবঙ্গের আর পাঁচটি জেলাকে পর্যটন মানচিত্রে তোলা গিয়েছে, সমগুরুত্ব দিয়ে প্রচেষ্টা করলে বাকি পাঁচ ভাইবোনের মতো মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরকেও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় ভ্রমণের গন্তব্যস্থল করে তোলা যেত। এমন তো নয় যে পর্যটকরা শুধুমাত্র পাহাড় ও জঙ্গল বেষ্টিত স্থানেই ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যান। রুক্ষ মরুভূমি বা সমতলেও পর্যটক যান যদি সেই জায়গা সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যাদি প্রদানের দ্বারা পর্যটকগণকে আকৃষ্ট ও আগ্রহী করে তোলা যায়। এর জন্য অবশ্যই দরকার প্রচার ও প্রসার। আর এই প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমেই যখন জায়গাটির মাহাত্ম্য অর্থাৎ গুরুত্ব তুলে ধরা সম্ভব।

এরপর দশের পাতায়

পড়ে নষ্ট হচ্ছে পুর অ্যাম্বুল্যান্স

সমস্যা সমাধানের আশ্বাস চেয়ারপার্সনের

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : এমনিতেই প্রয়োজনের তুলনায় অ্যাম্বুল্যান্সের সংখ্যা কম। তার ওপর জলপাইগুড়ি শহরে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে পুরসভার হাতে থাকা তিন-তিনটি অ্যাম্বুল্যান্স। পুরসভার স্যানিটারি বিভাগ ও পুর ভবনের সামনেই ফেলে রাখা হয়েছে তিনটি অ্যাম্বুল্যান্স। গোটা ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পুরসভার ভূমিকা। তবে এসব নিয়ে পুর প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। তবে অ্যাম্বুল্যান্স বিকল থাকার কথা মানতে না চাইলেও চালক নিয়ে যে সমস্যা আছে, তা মেনে নিয়েছেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল। অবশ্য সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

জলপাইগুড়ি শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পাশাপাশি বেশ কিছু নার্সিংহোমও রয়েছে। ফলে রোগীর চাপ থাকে সব সময়েই। কিন্তু শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় রোগীর তুলনায় অ্যাম্বুল্যান্সের সংখ্যা কম। এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি পুরসভার হাতে থাকা তিন-তিনটি অ্যাম্বুল্যান্স পড়ে থাকায় বিপাকে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। কারণ রোগীকে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে পৌঁছে দিতে রোগীর পরিজনদের বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার ওপর নির্ভর করতে হয়। এজন্য বেশি টাকা খরচ করতে হয়। সব মিলিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগের শেষ নেই। তবে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অ্যাম্বুল্যান্সও রোগীদের প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে কাজ করছে। তবে কিছু কারণে বাকি তিনটির পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। সব অ্যাম্বুল্যান্স বন্ধ থাকার অভিযোগ ঠিক নয়।

অযত্নে পড়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্স। -সংবাদচিত্র

> পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্সগুলো ঠিকঠাক পরিষেবা দিলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে। যে অ্যাম্বুল্যান্সগুলো অকেজো হয়ে রয়েছে, সেগুলো ঠিক করালে মানুষ সুলভমূল্যে পরিষেবা পাবেন।
>
> **সঞ্জয় চক্রবর্তী** *সমাজকর্মী*

যদিও সমাজকর্মী সঞ্জয় চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্সগুলো ঠিকঠাক পরিষেবা দিলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে। যে অ্যাম্বুল্যান্সগুলো অকেজো হয়ে রয়েছে, সেগুলো ঠিক করালে মানুষ সুলভমূল্যে পরিষেবা পাবেন।'

পান্ডাপাড়ার বাসিন্দা শ্রীবাস চক্রবর্তীর যুক্তি, 'হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্সের চাহিদা বেশি থাকায় অধিকাংশ সময়ই তা পাওয়া যায় না। তখন আমাদের বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের ওপর ভরসা করতে হয়। কিন্তু বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স নিলে ১০০০-১২০০ টাকার কমে পরিষেবা পাওয়া যায় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হয়। সেক্ষেত্রে পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্স যেভাবে করোনাকালে পরিষেবা দিয়েছিল, সেই পরিষেবা পুনরায় চালু করলে ভালো।'

অবশ্য জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালের বক্তব্য, 'শেষ বোর্ড মিটিংয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে, সবক'টি অ্যাম্বুল্যান্স দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু করবে। আমাদের বাজেটে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সদর্থক সিদ্ধান্ত নেব। গাড়িগুলোরও কোনও সমস্যা নেই। চালক নিয়োগের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে স্বল্পমূল্যে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা পান, সেদিকটাও আমরা খেয়াল রাখছি।'

সাধারণ মানুষ অবশ্য পুরসভার আশ্বাসে ভরসা করতে পারছেন না। অনেকেই বলছেন, পুরসভা যদি সত্যি বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যে পুনরায় অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা শুরু করবে, তাহলে সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।

জীবনকে পথ দেখাল মৃত্যু

ভারতীয় প্রেমিক-প্রেমিকার আত্মহত্যার প্রেক্ষাপটে ছয় বছর পর খুলল ভারত-পাক অধিকৃত কাশ্মীর সীমান্তের 'কামান' সেতু। কাশ্মীরে, নাটকীয় পরিস্থিতিতে। বিয়ে নিয়ে পারিবারিক আপত্তিতে হতাশ তরুণ-তরুণী ৫ মার্চ একসঙ্গে ঝাঁপ দেন ঝিলম নদীতে। তাঁদের দেহ পাওয়া যায় সীমান্তের ওপারে। ভারতীয় সেনা পাকিস্তান সেনার সঙ্গে আলোচনা চালায় মৃতদেহ ফেরত আনার ব্যাপারে। শেষপর্যন্ত দু'পক্ষের উদ্যোগে কামান সেতু খোলে। ওখান দিয়েই আনা হয় দুজনের দেহ। (খবর সাতের পাতায়)

বাংলাদেশে নির্যাতন, প্রতিবাদ সংঘের

হাসিনার এই পরিণতি জানতেন জয়শংকর

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৩ মার্চ : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শেখ হাসিনাবিরোধী ক্ষোভ ভারতের অজানা ছিল না। সব বুঝতে পেরেও তখন নয়াদিল্লি কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে শনিবার দাবি করলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

বিদেশমন্ত্রকের পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, হাসিনার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ভারতের নেই। কিছু পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে মাত্র। হাসিনাবিরোধী বিক্ষোভ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাকে না নামতে রাষ্ট্রসংঘের সতর্কবার্তাও কমিটিকে জানিয়েছেন জয়শংকর। বৈঠকে তিনি বলেন, সেনা নামানো হলে ভবিষ্যতে কোনও শান্তিরক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করত রাষ্ট্রসংঘ।

সাক্ষাৎ প্রস্তাব

- মোদির সঙ্গে ইউনূসের বৈঠক চেয়েছে বাংলাদেশ
- এপ্রিলের ২-৪ বিমস্টেক সম্মেলনের ফাঁকে ওই বৈঠকের প্রস্তাব
- ভারত সরকার ওই প্রস্তাবে সম্মতি বা প্রতিক্রিয়া জানায়নি এখনও
- বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর মন্তব্য করেননি পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে

পরামর্শদাতা কমিটির ওই বৈঠকে কংগ্রেসের কেসি বেণুগোপাল, মণীশ তিওয়ারি, শিবসেনা (ইউবিটি) প্রিয়াংকা চতুর্বেদী প্রমুখ হাজির ছিলেন। তাঁদের অনেকে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ করে এ ব্যাপারে ভারতের পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে বিদেশমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকারের দাবি, হিন্দুদের ওপর হামলাগুলি রাজনৈতিক। সংখ্যালঘু বলে ওই হামলা ঘটেনি।

বিদেশমন্ত্রী কমিটিকে জানিয়েছেন, বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির ঢাকা সফরের সময় থেকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে কেন্দ্র। সম্প্রতি মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ড ভারতে এসে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ওপর আমেরিকা নজর রেখেছে বলে বিবৃতি দেওয়ায় চাপে পড়েছে ঢাকা। সম্প্রতি সুর নরম করে ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখার বার্তা শোনা গিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের মুখে।

আগামী মাসের ২-৪ তারিখ বিমস্টেক সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ইউনূস বৈঠক করতে চান বলে ঢাকা থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে নয়াদিল্লিকে। ভারত সরকার এ ব্যাপারে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া বা সম্মতি জানায়নি।

জুলাই অভ্যুত্থানে আহতদের সম্মানে সেনাপ্রধানের উপস্থিতিতে ঢাকা সেনানিবাসে ইফতার।

সদ্য গঠিত দলে তীব্র মতবিরোধ

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৩ মার্চ : বাংলাদেশের আকাশে নতুন রাজনৈতিক সংকটের মেঘ। জুলাই অভ্যুত্থানের ছাত্র নেতাদের একাংশের সঙ্গে সেনার বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। পাশাপাশি ওই ছাত্র নেতারা জাতীয় নাগরিক পার্টি নামে যে নতুন দলের জন্ম দিয়েছেন, তার অন্দরেও চরম মতভেদ দেখা দিয়েছে। সেই মতভেদ সেনার সঙ্গে বৈঠক ও সংঘাতের আবহকে কেন্দ্র করেই।

আওয়ামি লিগের একটি গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী লাগাতার চাপ দিচ্ছে বলে জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লা সম্প্রতি যে দাবি করেছেন, তা খারিজ করে দিয়েছে সেনাবাহিনী। ঢাকায় সেনা সদরের এক বিবৃতিতে হাসনাত আবদুল্লার পোস্টটি রাজনৈতিক স্টান্টবাজি ছাড়া আর কিছু নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

বাংলাদেশে এই দ্বন্দ্বের আবহে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে কড়া অবস্থান প্রকাশ্যে আনল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। সংগঠনের সদ্যসমাপ্ত অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হিংসা, বলপ্রয়োগের নিন্দা তো করেছেই। রাষ্ট্রসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টির আর্জিও জানিয়েছে।

আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবলে বলেন, 'মৌলবাদী ইসলামিক শক্তির হাতে বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যে

সেনার সঙ্গেও সংঘাতের আবহ

নির্যাতন ভোগ করছে, আরএসএস তাতে ভয়ংকরভাবে উদ্বিগ্ন।' অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে মন্দির, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলায় আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি নির্ধারক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে অবশ্য সেনা ও ছাত্র নেতাদের মধ্যে বিরোধ দেশের ভবিষ্যৎকে নতুন বাঁকে দাঁড় করাতে হবে। সেনা সদরের বিবৃতিতে যেভাবে ২৭ বছর বয়সি ছাত্র নেতা হাসনাত আবদুল্লার বক্তব্যকে 'অত্যন্ত হাস্যকর এবং অপরিণত গল্পের সম্ভার' বলা হয়েছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন হাসনাত এবং সারজিস আলম।

কিন্তু দুজনের ফেসবুক পোস্টে বক্তব্য ভিন্ন। হাসনাতের বক্তব্যকে কার্যত খারিজ করেছেন সারজিস। যাতে জাতীয় নাগরিক পার্টির অন্দরে প্রবল অস্বস্তি শুরু হয়েছে। হাসনাতের কথা সমীচীন নয় বলে সারজিস মন্তব্য করেছেন। একে দলের অনেকে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অর্জনের রাজনীতি বলে দাবি করেছেন। দলের মধ্যে আলোচনা না করে এমন পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করায় প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুতে আরএসএসের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার পর সংগঠনের নেতা অরুণ কুমার ১৯৫১-এর ২২ শতাংশ থেকে হিন্দু জনসংখ্যা বাংলাদেশে এখন ৭.৯৫ শতাংশে নেমে আসার জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের উদাসীনতায় সমস্যা বাড়ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

এরপর দশের পাতায়

নিমতি দোমোহনি থেকে বাজেয়াপ্ত ভিনরাজ্যের মদ।

নেশার রমরমায় উড়তা উত্তরবঙ্গ

নিউজ ব্যুরো

২৩ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুরের বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্ত। অথবা কোচবিহার জেলার অসম সীমানা। সব জায়গায় মদ ও মাদকের কারবারে উড়ছে কোটি কোটি টাকা। শনিবার রাত থেকে শুরু করে রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ৩ জেলায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট ও মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক প্রায় ৩ কোটি।

শনিবার রাতে আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় পৌনে দু'কোটি টাকার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করেছে আবগারি দপ্তর। ঘটনায় ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খালাসি গা-ঢাকা দিয়েছে। ধৃত চালকের বাড়ি ত্রিপুরায়। তবে তদন্তের স্বার্থে তার নাম প্রকাশ করা হয়নি। অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন আবগারি দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন শেওয়াং ও দপ্তরের বীরপাড়া রেঞ্জের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি। সেই মদ নাগরাকাটায় যাচ্ছিল বলে সূত্রের খবর। অরুণাচলপ্রদেশ থেকে সেই মদবোঝাই ট্রাক এসেছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। আর চট করে যাতে কারও চোখে না পড়ে, সেজন্য মদের কার্টনগুলির চারপাশে সিমেন্টের ব্লক দিয়ে রীতিমতো ব্যারিকেড বানানো হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে আবগারি দপ্তর জানতে পেরেছে, ভিনরাজ্য থেকে মদ পাচারের সঙ্গে কালচিনির ৩ জন জড়িত রয়েছে। হাসিমারা ও নাগরাকাটার দুজন কারবারি ঘটনাস্থলে হাজির ছিল। যদিও তারা ধরা পড়েনি। আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে প্রায় ৬ কোটি টাকার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। টাকার অঙ্কে তার পরেই রয়েছে এই অভিযান। ওই ট্রাকে প্রায় ৬ হাজার লিটার মদ পাচার করা হচ্ছিল।

পাচারে পিছিয়ে নেই আলিপুরদুয়ারের প্রতিবেশী জেলা কোচবিহারও। রবিবার ভোরে বক্সিরহাট থানার অন্তর্গত জোড়াই মোড়ে অসম-বাংলা সীমানার নাকা চেকিং পয়েন্টে এসটিএফের

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের আলু চাষে গাঢ় হচ্ছে লোকসানের ছায়া

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৩ মার্চ : রাজ্য সরকার সহায়কমূল্য বেঁধে দিয়েছে কেজি প্রতি ৯ টাকা। অথচ মাত্র ৭ থেকে সাড়ে ৭ টাকা কেজি দরে সাদা জ্যোতি আলু বেচতে বাধ্য হচ্ছেন উত্তরের কৃষকরা। গত বছর এই সময়ে ১২ থেকে ১৪ টাকায় আলু বিক্রি হয়েছিল। যার তুলনায় এবারে দাম প্রায় অর্ধেক। একদিকে যেমন দক্ষিণবঙ্গ ও অসম সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে উত্তরবঙ্গের আলুর চাহিদা পড়ে যাওয়াকে কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে, তেমনই স্থানীয় বড় আড়তদার ও মজুতদারদের আলু কেনার অনীহাকেও অনেকে আলুর পড়তি বাজারদরের কারণ হিসেবে তুলে ধরছেন। মোটের ওপর দাম পড়ে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন লাখ লাখ আলুচাষি।

কৃষক ও ব্যবসায়ীদের তরফে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, চলতি মরশুমে আলুর অতিরিক্ত ফলন না হলেও গতবারের তুলনায় তেমন ঘাটতি নেই। তবে গতবছর দক্ষিণবঙ্গের বর্ধমান, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো জেলাগুলোতে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতির কারণে উত্তরবঙ্গ থেকে বিশাল পরিমাণ আলু কিনেছিলেন দক্ষিণবঙ্গের মজুতদার ও ব্যবসায়ীরা। এবার রাজ্যের দক্ষিণ অংশে আলুর ফলন ভালো হওয়ায় উত্তরের আলুর চাহিদা তলানিতে।

পাইকার ও ফড়েদের দাবি, উত্তরবঙ্গ থেকে গত বছর দক্ষিণের জেলাগুলোয় যে পরিমাণ আলু গিয়েছিল, এবার তার সিকিভাগ চাহিদাও নেই। একইভাবে দেশের সবথেকে বড় আলু উৎপাদক অঞ্চল উত্তরপ্রদেশের ফারুকাবাদ, আগ্রা, কানপুরের মান্ডিগুলোয় আলুর অধিক ফলন ও সেখানকার গ্রেড করা বাছাই আলু অসম সহ উত্তর-পূর্বে রপ্তানিও একটা বড় কারণ। উত্তরপ্রদেশের গ্রেডেড আলু প্রায় সমান দামে পাওয়ায় উত্তরবঙ্গের জমি থেকে প্যাকেট করা নন-গ্রেডেড আলুর প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন না উত্তর-পূর্বের মজুতদার ও ব্যবসায়ীরা। ফলে লোকসানের আশঙ্কায় উত্তরবঙ্গের মজুতদাররা আলু কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এনিয়ে উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরী বলেন, 'লগ্নি ফেরার ঝুঁকি সহ নানা কারণে ব্যবসায়ীরা আলু কেনায় আগ্রহী নন। কৃষকরাও বর্তমান দরে আলু বেচতে চাইছেন না। শুধু রাজ্য নয়, এই মুহূর্তে দেশের মধ্যে উত্তরবঙ্গে আলুর দর সবথেকে কম।'

ধূপগুড়ির এক জমি থেকে আলু তুলে বস্তাবোঝাই করা হচ্ছে। রবিবার।

গোদের ওপর বিষফোড়া হয়েছে, সরকারি দর ঘোষণা এবং আলু কেনার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও বাস্তবে আলু না কেনা। দাম পড়ে যাওয়ায় বিক্রির বদলে হিমঘরে আলু মজুত করতে চাইছেন কৃষকরা। তবে যাঁরা চাষের জন্যে ঋণ নিয়েছেন, তাঁরা সেই সুযোগও পাচ্ছেন না। ফলে এককথায় অভাবী বিক্রিতে বাধ্য হচ্ছেন একাংশ আলুচাষি। এনিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বাম কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি প্রাণগোপাল ভাওয়াল বলেন, 'কাগুজে নির্দেশিকা এবং জটিল পদ্ধতিতে আটকে না থেকে সরকার সমবায়গুলির মাধ্যমে নিজেদের ঘোষিত দরে সরাসরি চাষির থেকে আলু কিনুক। আলুচাষিদের ব্যাপক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে এপ্রিলের গোড়া থেকেই রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে ঝাঁপাব আমরা।'

আশঙ্কা করা হচ্ছে, আগামী এক-দুই সপ্তাহে বাইরে আলুর চাহিদা এবং স্থানীয় স্তরে দাম না বাড়লে, হিমঘরে আলু মজুতের চাহিদা তুঙ্গে উঠতে পারে। তার জেরে বন্ডের

এরপর দশের পাতায়

বালির নমুনা ফের পাঠানো হল পরীক্ষাগারে

রিপোর্ট দেখে ড্রেজিং তিস্তায়

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : তিস্তা নদীতে ড্রেজিং করলে কী ধরনের বালি পাওয়া যাবে, তা জানতে ফের নদীবক্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে বালির নমুনা পরীক্ষাগারে পাঠাল সেচ দপ্তর। গজলডোবা ব্যারেজের নীচু এলাকা থেকে ময়নাগুড়ির বাকালি পর্যন্ত ১১টি স্পট থেকে ওই নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে আসার পর নদীর কোন এলাকায় কী ধরনের উন্নত বালি, নুড়ি, মাটি রয়েছে তা বিস্তারিত জানা যাবে। বালির মূল্য নির্ধারণে যা ভূমিকা নেবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ড্রেজিং নিয়ে উদ্যোগী হবে রাজ্য।

তিস্তায় ড্রেজিংয়ের জন্য সেচ দপ্তর ডিপিআর করে বালির নমুনা পরীক্ষা করে রাজ্যকে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল গত বছরই। কিন্তু রাজ্য ড্রেজিং কাজ শুরুর আগে আরও বেশ কিছু এলাকার বালির নমুনা পরীক্ষা করে দেখতে চাইছে। এদিকে, তিস্তা থেকে ৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টন বালি উত্তোলন করার হিসেব কষেছে সেচ দপ্তর। রাজ্য সরকার নিজের খরচে ড্রেজিং না করে মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের মাধ্যমে বালি উত্তোলনের পারমিট দিয়ে নদীবক্ষ গভীর করার পরিকল্পনার দিকেই এগোচ্ছে।

এবার দ্বিতীয় দফায় ফের গজলডোবার নীচু এলাকা মিলনপল্লি, বীরেনবস্তি, রংধামালি, ধর্মপুর, চ্যাংমারি, টটগাঁও, চুমুকডাঙ্গি এসব এলাকা থেকে তিস্তা নদীবক্ষের বালির নমুনা সংগ্রহ করে কোচবিহারের পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। নদীবক্ষের এক ফুট নীচ থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা।

আগামী সপ্তাহেই এই নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট জমা পড়বে রাজ্য সেচ দপ্তরে। তারপরেই রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড অথবা ম্যাকিনটোস বার্ন এই সংস্থাকে দিয়ে তিস্তায় ড্রেজিং করার ব্যাপারে অগ্রসর হবে রাজ্য সেচ দপ্তর। সেচ দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, ২০২৩ সালে সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর তিস্তা নদীখাত বহু জায়গায় উঁচু হয়ে গিয়েছে। নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমেছে। তাই নদীর গভীরতা বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'ডিপিআর করার সময় তিস্তার বালির নমুনার পরীক্ষা করা হয়েছিল। এবার দ্বিতীয় দফায় নমুনা সংগ্রহ করে নিজেদের কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলেই রাজ্যকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

গজলডোবার কাছে তিস্তা নদীতে জমে থাকা বালি।

মিঠুনের হাত থেকে গোলাপ নিচ্ছে রিদ্ধি সরকার। রিয়েলিটি শো'তে।

উনিশবিশার রিদ্ধির নাচে মুগ্ধ বিচারকরা

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৩ মার্চ : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গার রিজু ও রাজদীপ এর আগে ডান্স বাংলা ডান্স রিয়েলিটি শোতে সুযোগ পেয়েছিল। এবার ডান্স বাংলা ডান্স রিয়েলিটি শোতে উনিশবিশার রিদ্ধি সরকারের পারফরমেন্সে মুগ্ধ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, যীশু সেনগুপ্ত, অঙ্কুশ হাজরা, কৌশানী মুখোপাধ্যায় সহ সকলে।

রিদ্ধির বাবা দীপঙ্কর সরকার অসমে বিভিন্ন স্থানে মেলায় কাপড়ের দোকান করেন। মা রূপা সরকার গৃহবধূ। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। তারপরেও তাঁরা ছেলের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি এগারো বছরের রিদ্ধিকে জয়গাঁয় দুই বছর রেখে নাচ শেখাচ্ছেন। সেই রিদ্ধি এবার ডান্স বাংলা ডান্সে সুযোগ পেয়েছে। জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো-র মঞ্চে রিদ্ধির প্রথম দিনের পারফরমেন্সে দেখে মুগ্ধ হন বিচারকরা।

রিদ্ধির মা রূপা ছেলের কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'সকলের ভালোবাসা ও আশীর্বাদে আজ ওখানে সুযোগ পেয়েছে। রিদ্ধি প্রথমে সুকান্ত বর্মনের কাছে নাচ শেখে। পরে ঘোকসাডাঙ্গা এবিসিডি ডান্স অ্যাকাডেমিতে নাচ শেখে। পাশাপাশি স্থানীয় ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চবিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে।' তাঁর আরও সংযোজন, বর্তমানে দুই বছর থেকে জয়গাঁয় ডেভিড রাইয়ের কাছে নাচ শিখছে রিদ্ধি। এবিসিডি ডান্স অ্যাকাডেমির কর্ণধার সৌরভ পাটোয়ারি বলেন, 'রিদ্ধিকে কোনও কিছু একবার দেখালেই তা শিখে নেয়। ওর সাফল্য কামনা করছি। সেখানে ও ভালো পারফরমেন্স করবে বলে দাবি তাঁর। বর্তমানে এখানে ৬০-৭০ জন ডান্স শেখে। তাদের মধ্যে অনেকেই ভালো ডান্স করে। তারাও সুযোগ পেতে পারে বলে দাবি করেন।

রিদ্ধির ডান্স শিক্ষক ডেভিড রাই-এর কথায় রিদ্ধির ডান্স দেখে গ্র্যান্ডমাস্টার মিঠুন চক্রবর্তী, যীশু সেনগুপ্ত, কৌশানী মুখোপাধ্যায় সহ সকলে মুগ্ধ হন।

রিদ্ধির সাফল্যে খুশি প্রতিবেশী তপন বর্মন, রাজু বিশ্বাস, তনুপ বর্মন, বিধান সরকার, স্বপন রায়, সৌরভ সরকার দে-রা। তাঁরা আশাবাদী, ঘোকসাডাঙ্গায় ফিরবে শিরোপা।

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

অসহায় বাবা, ছেলের পাশে প্রশাসন

কুশমণ্ডি, ২৩ মার্চ : জীর্ণ শরীর। আলো বিহীন ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে একই খাটে শুয়ে অর্ধাহারে কোনোদিন অনাহারে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাবা ও ছেলে। এমন পরিবারের দিকে পঞ্চায়েত ফিরে না তাকালেও শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন সহায়তার হাত বারিয়ে দিল। বাবা প্রদীপ সিংহ রায় (৫০), ছেলে রাহুল (২৮) কালিকামরা পঞ্চায়েতের আমিনপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁদের বাড়িটা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে।

থানার আইসির কাছে খবর পেয়ে বিডিও নয়না দে গিয়েছিলেন পরিবারটির কাছে। শোনেন, রাহুল মানসিক অবসাদে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এক সময় প্রদীপ বাবু সামান্য কিছু কাজ করলেও স্ত্রী না থাকায় অসুস্থ ছেলের জন্য কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তাতেই এই দুর্দশা। প্রতিবেশীরা দিলে খাওয়া জোটে নইলে নয়। শেষ পর্যন্ত বিডিওর হস্তক্ষেপে রাহুলকে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অ্যাফিডেভিট

গত 10/03/25 তারিখে শিলিগুড়ি E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Amal Paul থেকে Amal Chandra Paul নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি (79AB995311)
(C/115268)

কর্মখালি

রেস্টুরেন্টের জন্য রুটি করতে জানা হেল্পার চাই। বেতন-১২০০০/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। জায়গা-শিলিগুড়ি। 9832543559. (C/115273)

•

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়ার দোকানের জন্য স্থানীয় পুরুষ কর্মচারী চাই। M : 9641618231. (C/115272)

•

CE Foundation invites applications from individual Graduates as Volunteer trainers for schools. Interested candidates may apply online @ www.cefoundation.org.in (C/115684)

•

Required one ITI/Polytechnic qualified individual with 5 years experience (in any stream) for instructor. Vacancy in Gorubathan Mator Training School. Contact-9083090705, 9932192353. (C/115683)

•

Walk-in-Interview will held on 02.04.2025 at 2PM. for guest teacher (Science) of Kokna Jr. High School at S.I office (Itahar North). Willing retired teachers are requested to attend. For details - 8509558209.
(M/115320)

•

Applications are invited for the posts of Librarian & Asst. Prof. in English, Life Scienc, Physical Science, Pol. Sc., Maths, Sociology, Health & Physical Instructor, Commerce & foundation for B.Ed Course & Science, Maths & English for D.El.Ed Course in Pragati College of Education, Siliguri, (WB) Qualification & pay scale as per NCTE Norms. Send your resume in the email id. pcoesiliguirrecruitment@gmail.com (C/115272)

মায়ের সঙ্গে রশিদুল ইসলাম। মাদারিহাটে। -সংবাদচিত্র

ভিক্ষা করে মায়ের মুখে অন্নের জোগান

প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে কর্তব্য

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২৩ মার্চ : উচ্চতা টেনেটুনে সাড়ে তিন ফুট। এজন্য পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে পারেন না মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামের রশিদুল ইসলাম। ৪৩ বছর বয়সি রশিদুল দিনভর গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের কাছে হাত পেতে দু'পয়সা জোগাড় করেন। ওতেই মা ও ছেলের অন্ন জোটে। রেজিয়া বেগমের ৩ ছেলে। রশিদুল ছাড়া বাকি দুজন শক্তসামর্থ্য এবং স্বাভাবিক। তবে তাঁরা নিজেদের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। মায়ের ভরসা ছোট্ট চেহারার ছেলেটা। টিনের বেড়ার ছোট্ট একটা ঘরে দিন কাটে মা ও ছেলের। তবে গত বছর প্রকাশিত আবাস যোজনার তালিকায় ঠাঁই পায়নি ওঁদের নাম।

অবশ্য রশিদুল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং রেজিয়া বার্ধক্য ভাতা পান। রেজিয়া বলেন, 'মা ও ছেলে ভাতা হিসেবে মোট হাজার দুই টাকা পাই। ওই টাকায় তো সংসার চলে না। জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। আমার ভরসা ছেলেটা। সারাদিন ঘুরে ঘুরে এর-ওর কাছে হাত পাতে ও।'

একসময় জয়গাঁ পর্যন্ত ভিক্ষে করতে যেতেন রশিদুল। এখন আশপাশের গ্রামগুলিতেই ঘুরে বেড়ান। সম্প্রতি রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে ভিক্ষে করতে এসেছিলেন রশিদুল। লোকে ভালোবেসে পাঁচ-দশ টাকা দেন। কেউ আবার ৫০-১০০ টাকাও দেন। এভাবেই সারাদিনে যে কয়েকটা টাকা পান তাতেই ভাতকাপড় জোটাতে হয়। এলাকার টোটোচালকদের কেউ কেউ ভালোবেসে ভাড়া নেন না রশিদুলের কাছ থেকে। এতে কিছুটা বাড়তি সুবিধা পান তিনি। আগে বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ কিমি দূরে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে হেঁটে যেতে হত তাঁকে। এখন টোটোয় চেপে যান তিনি। অনেক সময় কারও মোটরবাইকে সওয়ার হন।

রশিদুলের জন্য নাকি পাত্রীও পাওয়া গিয়েছিল, বলছেন খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য সাজু হোসেন। তাঁর কথায়, 'প্রায় একই উচ্চতার পাত্রী পাওয়া গিয়েছিল। পাত্রীপক্ষ রশিদুলকে পছন্দও করেছিল। কিন্তু শাশুড়ি-বৌমায় ঝগড়াঝাঁটি হতে পারে ভেবে শেষমুহূর্তে বিয়ের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন রশিদুল। আকারে ছোট হলে কী হবে, তিনি বর্তমান সামাজিক অবস্থায় একটি দৃষ্টান্ত। অনেক শক্তসামর্থ্য ছেলে বাবা-মায়ের প্রতি ন্যূনতম কর্তব্যটুকু পালন করে না। এরকম নালিশ প্রায়ই পাই। কিন্তু রশিদুল তার ব্যতিক্রম।'

রাঙ্গালিবাজনা চৌপথির

> প্রায় একই উচ্চতার পাত্রী পাওয়া গিয়েছিল। পাত্রীপক্ষ রশিদুলকে পছন্দও করেছিল। কিন্তু শাশুড়ি-বৌমায় ঝগড়াঝাঁটি হতে পারে ভেবে শেষমুহূর্তে বিয়ের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন রশিদুল। আকারে ছোট হলে কী হবে, তিনি বর্তমান সামাজিক অবস্থায় একটি দৃষ্টান্ত। অনেক শক্তসামর্থ্য ছেলে বাবা-মায়ের প্রতি ন্যূনতম কর্তব্যটুকু পালন করে না।
>
> **-সাজু হোসেন** *সদস্য*
> *খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত*

ব্যবসায়ী বুদ্ধদেব সূত্রধরও রশিদুলের প্রশংসা করে বলেন, 'বর্তমান সমাজে রশিদুল একটি দৃষ্টান্ত। কারণ, অনেক সচ্ছল, শিক্ষিত ছেলে বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন করেন না। কিন্তু শারীরিক খামতি থাকলেও কর্তব্যে অবিচল রশিদুল।' অনেক সচ্ছল পরিবার আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর পেলেও রশিদুল না পাওয়ায় প্রশ্ন এলাকায়। এজন্য সাজু অবশ্য দোষ চাপিয়েছেন সমীক্ষকদের ওপর। পাশাপাশি তিনি জানান, 'দিদিকে বলো'র নির্দিষ্ট নম্বরে রশিদুলের বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার পর আলাদাভাবে সমীক্ষা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই ঘর পাবেন রশিদুল।

আবাস নিয়ে রশিদুল বলেন, 'আমি বামফ্রন্ট আমলে সুনীল সূত্রধর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য থাকাকালীন ঘর পেয়েছিলাম।'

অন্যকে সাহায্য বিশেষভাবে সক্ষমের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৩ মার্চ : কথায় আছে, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। কথাটি যে একশো শতাংশ সঠিক তা বছরভর নিজের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্পষ্ট করলেন কোচবিহার শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীবাড়ির বাসিন্দা বিশেষভাবে সক্ষম আসিফ ইকবাল। রবিবার রমজান ও ইদ উপলক্ষ্যে নিজ চেষ্টায় বিবেক স্মৃতির নামে তিনি কয়েকজন গরিব মানুষের হাতে খাবার ও নতুন জামাকাপড় তুলে দেন। এছাড়া বিশেষভাবে সক্ষম একজনের হাতে ক্রাচ তুলে দেওয়া হয়।

আসিফ ইকবালের একা উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। বছরভর তিনি হুইলচেয়ার ব্যবহার করেন। পারিবারিক আর্থিক পরিস্থিতিও তেমন নয়। কিন্তু ছোট থেকেই তিনি গরিব ও বিশেষভাবে সক্ষমদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন। তাঁদের সাহায্য করার বিষয়ে সবসময় ব্যাকুল হয়ে থাকেন। গরিবদের সাহায্য করার জন্য বাবা-মায়ের থেকে নানা সময় পাওয়া টাকা জমিয়ে রাখতেন। সে টাকায় তিনি তাঁদের সাহায্য করতেন। তাঁর এমন উদ্যোগের কথা জানতে পেরে সমাজের নানা ক্ষেত্রের বহু মানুষ তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে একাজ চালাতে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। সেইসব সহায়তা জমিয়ে ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন থেকে শুরু করে ইদ সহ বছরের নানা সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি নিজের বাড়ির সামনে বিবেক স্মৃতি কর্মসূচি পালন করেন। সেখানে গরিবদের জমাকাপড় দেওয়া থেকে খাবার সহ নানাভাবে সাহায্য করেন। বিশেষভাবে সক্ষম বেশ কয়েকজনকে কখনও হুইলচেয়ার, কখনও ক্রাচ, কানে শোনার যন্ত্র সহ নানা কিছু তুলে দেন। একজন বিশেষভাবে সক্ষম একক প্রচেষ্টায় বছরের পর বছর কোচবিহারে যেভাবে গরিবদের সহযোগিতা করছেন তা একেবারেই নজিরবিহীন।

রবিবারও তিনি দেবীবাড়িতে নিজের বাড়ির সামনে বিবেক স্মৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম ও বহু গরিব মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করেন। এদিন তাঁর হাত থেকে ক্রাচ পেয়ে আপ্লুত কোচবিহারের রেলগুমটির বাসিন্দা মামণি খাতুন। তার কথায়, 'ক্রাচের অভাবে আমার হাঁটতে খুবই সমস্যা হচ্ছিল। ক্রাচ পাওয়ায় খুবই সুবিধা হল। দীর্ঘদিনের সমস্যাও দূর হল।' এজন্য তিনি আসিফকে ধন্যবাদ জানান।

এদিন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল এমন কর্মকাণ্ডে অভিভূত। তিনি বললেন, 'আসিফ একক প্রচেষ্টায় যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন তা সবার কাছে শিক্ষণীয়।' এমন কার্মকাণ্ডের জন্য কোচবিহারবাসীর কাছে আসিফ বিশেষভাবে সুপরিচিত। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানেও তাঁকে প্রশাসন থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে লাজুক আসিফ বলেন, 'আমি আমার সামর্থ্যের মধ্যে যতটা সম্ভব গরিবদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।'

সভাপতিদের বাড়ি ঘেরাওয়ের হুমকি

সুবীর মহন্ত ও বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৩ মার্চ : আগামী নির্বাচনেও ভরাডুবি হলে বালুরঘাট ও হিলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও ব্লক সভাপতিদের বাড়ি ঘেরাও করে পদত্যাগ করাতে বাধ্য করা হবে। গঙ্গারামপুরে অনুষ্ঠিত তৃণমূলের জেলাস্তরের এক বৈঠক থেকে এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

গত লোকসভা নির্বাচনে বিপ্লব সামান্য ব্যবধানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কাছে হেরেছেন। তিনি ও তাঁর অনুগামীরা এই হারের জন্য বারবার দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ তুলে আসছেন। এনিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে বারবার রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনপর্ব মিটে যাওয়ার পর থেকে, আজ পর্যন্ত দলের কোনও স্তরেই কোনও পরিবর্তন করানো যায়নি। আর তাই কি ক্ষোভে ফুঁসছেন মন্ত্রীমশাই? সামনের বছরেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভূতুড়ে ভোটার চিহ্নিতকরণের কাজে কমিটি গড়তে শনিবার বিকালে তৃণমূলের বৈঠক বসে। ওই বৈঠকেই বক্তব্য দিতে উঠে নিজের হারের প্রসঙ্গ তোলেন মন্ত্রী। সেখানেই তিনি ফল খারাপ হওয়া নিয়ে গ্রামাঞ্চলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের দিকে কাজ না করার অভিযোগ তুলেছেন। বালুরঘাট, হিলির ব্লকের দলের সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের পাশাপাশি মন্ত্রী বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতাদেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বলে অভিযোগ। আর মন্ত্রীর এমন বেছে বেছে হুঁশিয়ারিতেই সরব হয়েছেন দলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতারা। বৈঠকে নেতারা সরাসরি মুখ খুলতে না চাইলেও, বর্তমান জেলা পরিষদের সদস্য মৃণাল সরকার ফেসবুকে লেখেন, 'ধমকি, হুমকি, স্বভাব পরিবর্তন করুন, না হলে পায়ের নীচের মাটি খুঁজে পাবেন না!'

ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত

ইটাহার, ২৩ মার্চ : নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিবেশী এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার একটি গ্রামে। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, শনিবার বাড়ির সদস্যরা কীর্তনের আসরে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে রাত ৮টা নাগাদ গ্রামেরই এক তরুণ বাড়িতে ঢুকে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে পালায়। পরে বাড়ি ফিরে মেয়ের কাছে সব শুনে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার অভিভাবক। পুলিশ পকসো আইনে মামলা রুজু করে ও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়।

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakimpara
Siliguri-734001
NOTICE INVITING BID No.21 of 2024-25 of Siliguri Mahakuma Parishad (3rd Call)

Sealed bids for lease/rent of "01 Stall situated at ground floor of Naxalbari Market Complex, Panighata More, Naxalbari" are hereby invited by the Siliguri Mahakuma Parishad from the intending bonafide bidders
Start date of submission of bid-24.03.2025
Last date of submission of bid - 04.04.2025
All other details will be available in SMP Notice Board & in the website, namely-www.smp.org.in for further details.

Sd/-
DE
SMP

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আস্থার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

ফ্রোজেন প্ল্যানেট বিকেল ৩.১৭ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ভাই আমার ভাই, ১০.০০ মধুর মিলন, দুপুর ১.০০ সূর্য, বিকেল ৪.০০ জন্মদাতা, সন্ধে ৭.৩০ তুলকালাম, রাত ১০.৩০ মান মর্যাদা, ১.০০ নিশাচর

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ স্বামীর ঘর, বিকেল ৪.৩০ অরুন্ধতী, সন্ধে ৭.১৫ চ্যাম্প, রাত ১০.১০ অন্যায় অবিচার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অনুতাপ, দুপুর ২.৩০ দেয়া নেয়া, বিকেল ৫.০০ বাবা কেন চাকর, রাত ১০.০০ মানুষ কেন বেইমান, ১২.৪৫ শিবপুর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জননী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ খোকাবাবু

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৫ এন্টারটেইনমেন্ট, দুপুর ১.৫৪ মঙ্গলবার, বিকেল ৪.৪২ খলনায়ক, রাত ৮.০০ জওয়ান, ১১.৩৭ ১৯২০ লন্ডন

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৫৩ রাঞ্ঝনা, বিকেল ৪.১৪ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.৩৪ বার বার দেখো, রাত ৯.০০ সত্য প্রেম কি কথা, ১১.২৮ গুড বাই

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ২.০০ কলঙ্ক, বিকেল ৪.৪৫ ভাগ জনি, সন্ধে ৬.৪৫ পঙ্গা, রাত ৯.০০ গুড লাক জেরি, ১১.০০ সুপার সে উপর

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৩৭ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.৩৫ মেই, ৫.৪৩ ছত্রপতি, রাত ৮.০০ হিম্মতওয়র, ১০.৫৫ পুলিশ পাওয়ার

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.৪৫ সাইরেন, বিকেল ৩.৫৮ অ্যাঞ্জেল, রাত ৮.৩২ গট্টা কুস্তি, ১১.৪২ মিশন ১১৮

দেয়া নেয়া দুপুর ২.৩০
জি বাংলা সিনেমা

খলনায়ক বিকেল ৪.৪২
অ্যান্ড পিকচার্স

অ্যালভিন অ্যান্ড দ্য চিপমাঙ্কস : দ্য রোড চিপ বিকেল ৫.৫৪ রমেডি নাউ

গুড লাক জেরি রাত ৯.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাজনীতির জন্যে সমস্যা হতে পারে। শারীরিক সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। বৃষ : বহুদিন আগের কোনও ফেলে রাখা কাজ শুরু করে সাফল্য পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। মিথুন : কেউ আপনাকে প্রায় অকারণেই অপমান করতে পারে। ছেলের চাকরির সংবাদে আনন্দ। কর্কট : দীর্ঘদিনের ইচ্ছাপূরণ। চুরি যেতে পারে মূল্যবান কিছু। পিঠের ব্যথা ভোগাবে। সিংহ : কোনও ব্যাপারে মানসিক কষ্ট। বাবার কথা শুনে সংসারের সমস্যা মিটিয়ে নিন। কন্যা : ভোগবিলাসে অহেতুক খরচ করে অনুশোচনা। ছেলের পরীক্ষার ফলে আনন্দ। তুলা : বাড়ির কোনও সদস্যের জন্যে বেশি টাকা খরচ হবে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝবেন। বৃশ্চিক : কোনও কারণে মানসিক আঘাত পাবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। ধনু : কোনও রাজনীতির আলোচনায় যাবেন না। আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। মকর : স্ত্রীর সহযোগিতায় কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি। বোনের চাকরির সংবাদে আনন্দ। কুম্ভ : শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে ব্যয় বাড়বে। মীন : নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ চৈত্র ১৪৩১, ভা ৩ চৈত্র, ২৪ মার্চ, ২০২৫, ১০ চ'ত, সংবৎ ১০ চৈত্র বদি, ২৩ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৩, অঃ ৫।৪৬। সোমবার, দশমী রাত্রি ১২।৩৬। উত্তরাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১২।২৯। পরিঘযোগ দিবা ১।৮। বণিজকরণ দিবা ১২।৪৫ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১২।২৬ গতে ববকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ৬।১৪ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১২।২৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১২।২৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ১২।৩৬ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।১৩ গতে ৮।৪৪ মধ্যে ও ২।৪৫ গতে ৪।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৫ গতে ১১।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১২।২৯ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে, উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।৩৬ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১২।৪৫ মধ্যে নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১১।১৫ গতে ২।২০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

যৌথ সমীক্ষার আগে প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিলে চেল বস্তির বাসিন্দারা। রবিবার।

চেল নদীর চরে জমি কার, মালিক খুঁজতে যৌথ সমীক্ষা

আদালতের নির্দেশ

ওদলাবাড়ি, ২৩ মার্চ : চেল নদী চরের পতিত জমির বিষয়ে যৌথ সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। রানিচেরা চা বাগান ও ওদলাবাড়ির চেল বস্তিবাসীর বিবাদ সংক্রান্ত মামলায় এবার এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে রিট পিটিশন ৩৭৬/২০২৫ মামলায় আজ, সোমবার সকাল এগারোটা থেকে দু'পক্ষের উপস্থিতিতে জমির প্রকৃত দাবিদার খুঁজতে এমন সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আদালত। আদালতের নির্দেশে মালবাজারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে এ ব্যাপারে উভয়পক্ষের কাছে নোটিশ পাঠিয়েছে।

ওই নোটিশে রানিচেরা মৌজার জেএল নম্বর-৩৪, খতিয়ান নম্বর-২'এর এলআর প্লট নম্বর- ৬৭৫/৬৭৪ / ৬৭৩ / ৬৭২ / ৬৭১ / ৬৭০ / ৬৬৯ / ৬৬৮ / ৬৬৭ / ৬৬৬ / ৬৬৫ / ৬৬২ / ৬৬০ / ৬৫৯ / ৬৫৮ -এই ১৫টি ভূখণ্ডের প্রকৃত দাবিদার খুঁজে বের করতেই যৌথ সমীক্ষা করা হবে বলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। এরই মধ্যে যৌথ সমীক্ষার নির্দেশ জারি হতেই ফের একবার আন্দোলনে নামতে চলছে চেল বস্তির প্রায় ৯০টি পরিবার। বিভিন্ন দাবিদাওয়া সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁরা পরিবার-পরিজন নিয়ে মিছিল করেন।

ওই বস্তির সুদন শর্মা, প্রকাশ বিশ্বকর্মা বলেন, 'বিগত প্রায় ৬০-৭০ বছর ধরে আমরা নদীপাড়ের ওই জমিতে বাস করছি। এখন ওখান থেকে আমাদের উচ্ছেদের চক্রান্ত শুরু করেছে রানিচেরা চা বাগান কর্তৃপক্ষ। এটা কোনওমতেই মানা হবে না।' প্রয়োজনে তাঁরা বড়সড়ো আন্দোলনে নামার হুমকি দিতে শুরু করেছেন।

যেহেতু আদালতের নির্দেশে যৌথ সমীক্ষা করা হবে তাই, বিচারাধীন বিষয়ে এদিন কোনও মন্তব্য করতে রানিচেরা চা বাগান কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করে। ইতিপূর্বে বহুবার ওই চা বাগান কর্তৃপক্ষ দাবি জানিয়েছে, নদীচরে বহুদিন ধরে ফাঁকা পড়ে থাকা জমি চা বাগানের লিজহোল্ড জমি। তাঁদের কাছে এ সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র রয়েছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে আজ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি।

জাল ওষুধের বিরুদ্ধে মিছিল

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৩ মার্চ : জলপাইগুড়ি, মালবাজার, ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়িতে রবিবার সচেতনতামূলক মিছিল করল বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। জাল ওষুধের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে এই মিছিল বলে জানান সংগঠনের জলপাইগুড়ি শাখার সম্পাদক সন্দীপ মিশ্র। জলপাইগুড়িতে মিছিলটি কদমতলা মোড় থেকে থানা মোড় পর্যন্ত, মাল শহরে টাউন স্টেশন থেকে পম্পা হল পর্যন্ত যায়। ময়নাগুড়িতেও র‍্যালি হয়।

সংগঠনের ময়নাগুড়ি জোনের সম্পাদক মানব দাস বলেন, 'একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী বেশি ছাড় দিয়ে জাল ওষুধ বিক্রি করছে। তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এই কর্মসূচি।' ধূপগুড়ি শহরে বিআর কমপ্লেক্স মোড়ে পথসভার পর পদযাত্রা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিসিডিএ'র ধূপগুড়ির সভাপতি সুদীপ্ত সাহা, জোন সম্পাদক সুদীপ বসাক সহ শতাধিক ওষুধ ব্যবসায়ী।

বসন্ত উৎসব

বানারহাট ও ধূপগুড়ি, ২৩ মার্চ : একদিনে দুই বসন্ত উৎসব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রবিবার ওই উৎসব হল বানারহাট ও ধূপগুড়িতে। বানারহাটে বসন্ত কার্নিভালের আয়োজক কমিটির পক্ষে অনিমিতা চৌধুরী জানান, প্রতি বছর এই উৎসব হয়। এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় অনুষ্ঠানটি দেরিতে করা হল।

ধূপগুড়িতে উৎসবটি হয় বৈরাতিগুড়ি ২ নম্বর সিএস প্রাইমারি স্কুলের উদ্যোগে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মানস চক্রবর্তী বলেন, উচ্চমাধ্যমিকের জন্যে কিছুটা দেরিতে হলেও প্রতিবারের ঐতিহ্য মেনে এই বসন্ত উৎসবে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেছেন।

রাজগঞ্জ ব্লকে পানীয় জলের হাহাকার, ভোগান্তি চরমে

গরমে শুকিয়েছে কুয়ো

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২৩ মার্চ : ফি বছর মাঝ চৈত্রে রাজগঞ্জ ব্লকের নানা এলাকায় জলাভাব দেখা যায়। কিন্তু এবার চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ থেকেই জলের সমস্যা শুরু হয়ে গিয়েছে। চলতি বছর অক্টোবর থেকে এখন অবধি তেমন বৃষ্টি না হওয়ায় এই অবস্থা তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের জমাদারগছ, ঘোষপাড়া, নবগ্রামে পানীয় জলের জন্য 'জলস্বপ্ন' প্রকল্পে পাইপলাইন বসানো হলেও এখনও জলের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে এই এলাকার মানুষ কুয়োর জল ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু এবার চৈত্রের শুরুতে জলস্তর নেমে যাওয়ায় এলাকাবাসীর ভোগান্তি বেড়েছে। একই সমস্যায় পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাঞ্জুপাড়া, বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছত্তরপাড়া, পাঘালুপাড়া, তেলানিপাড়ায়ও।

ছত্তরপাড়ার রবীনা রায় বলেন, 'কিছুটা দূরে পাইপলাইন বসানো হলেও এখনও অবধি

তীব্র গরমে শুকিয়ে গিয়েছে কুয়োও। -সংবাদচিত্র

জল আসেনি। আমাদের পাড়ায় এখনও পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরুই হয়নি। কুয়োর জল বাড়ি নিয়ে ফিল্টার করে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করছি। টিউবওয়েলের জল দিয়ে বাড়ির অন্যান্য কাজকর্ম করা হয়। কিন্তু এবার চৈত্রের শুরুতেই কুয়োর জল শুকিয়ে গিয়েছে। কখনো-কখনো অনেক দূর থেকে সোলার সিস্টেমের ট্যাংকের জল বয়ে আনতে হচ্ছে।'

সমাধানসূত্র

- চলতি বছরের শেষার্ধে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানোর কাজ শেষ হবে
- ইতিমধ্যে ব্লকের বহু জায়গায় সৌরবিদ্যুৎচালিত ট্যাংক বসেছে
- আরও বহু জায়গায় পঞ্চায়েত সমিতি এমন ট্যাংক বসাবে

ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, চলতি বছরের শেষার্ধে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছানোর কাজ শেষ হবে। ইতিমধ্যে ব্লকের কিছু জায়গায় সৌরবিদ্যুৎ চালিত পানীয় জলের ট্যাংক বসানো হয়েছে। আরও বহু জায়গায় এমন ট্যাংক বসানো হবে।

রাজগঞ্জ ব্লকের ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বত্রই কমবেশি জলসংকট দেখা দিয়েছে। কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের জামাদারপাড়া, নাওয়াপাড়া, বৈরাগীপাড়ায়ও জলসমস্যা শুরু হয়েছে। শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নর্থবেঙ্গল ফার্ম শিকারপুর চা বাগানের মানুষ কুয়োর ওপর নির্ভরশীল। মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহারাজঘাট, ২ নম্বর টাকিমারি, ধূপগুড়ি বস্তির মানুষ পাইপলাইনের জল পাচ্ছেন না। কুয়োর জলই তাঁদের ভরসা। চৈত্রের রোদে কুয়োও শুকিয়ে গিয়েছে। সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলাপাড়া, চড়িয়াপাড়া, সাহেবপাড়া, গোঁসাইখাড়ার মানুষ টিউবওয়েলের জলে ঘরের কাজ সারছেন। যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা জল কিনে আনছেন। গরিবরা কেউ ৫০০ মিটার, কেউ এক কিলোমিটার দূর থেকে বাড়িতে পানীয় জল বয়ে আনছেন।

এই প্রসঙ্গে রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার বলেন, 'ইতিমধ্যে ব্লকে সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের ট্যাংক বসানো হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) দপ্তরকে দ্রুত পানীয় জল সরবরাহের কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে।'

দেদারে চুরি

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২৩ মার্চ : মেরামত করা সম্ভব না হওয়ায় শিকারপুরের বিবেকানন্দ কলোনির টিউবওয়েলটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিএইচই'র দপ্তর। নতুন টিউবওয়েল বসানোর প্রক্রিয়া শেষ হতে কমপক্ষে এক মাস লাগবে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এর জেরে বাবুপাড়া, বটতলা, হাসপাতালপাড়া, বড়বাড়ি এলাকার বাসিন্দারা ভোগান্তিতে পড়েছেন।

বড়বাড়ির রামু দাসের বক্তব্য, দশদিন ধরে তাঁরা পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন। এমনটা দীর্ঘদিন চললে গরমে চরম বিপদে পড়তে হবে।একই কথা জানালেন বটতলার গোপাল চাকি, বাবুপাড়ার কবিতা দাসেরা। তাঁরা বিকল্প ব্যবস্থা এবং জল সরবরাহের সময় বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

পিএইচই'র ইঞ্জিনিয়ার অশোক দাস বলেন, 'ফিল্টার খারাপ হয়ে গিয়েছে। টিউবওয়েল বালি ভর্তি হয়ে আছে। নতুন টিউবওয়েল বসানোর জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে।' এক্ষেত্রে কমপক্ষে এক মাস সময় লাগবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

স্ট্যান্ডপোস্টের মুখে পাইপ ঢুকিয়ে জল চুরি চলছেই।

বর্তমানে দশ হর্সপাওয়ারের যে পাম্প রয়েছে, তা দিয়ে ট্যাংকে জল তুলে জল সরবরাহ করা হবে।

অন্যদিকে, স্টেশন কলোনি, পণ্ডিতেরবাড়ি, সারিয়াম কালীবাড়ি এলাকায় স্ট্যান্ডপোস্টের মুখে পাইপ ঢুকিয়ে দেদার জল চুরি চলছে বলে অভিযোগ।

এর ফলে দূরবর্তী এলাকায় জল ঠিকঠাক পৌঁছাচ্ছে না। শিকারপুরের উপপ্রধান রজনীকান্ত রায় বলেছেন, 'পিএইচই দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করা হবে।'

জোড়া দুর্ঘটনায় নিহত ১, আহত ১০

ইন্টারভিউ আর দেওয়া হল না রাখির

ময়নাগুড়ি ও বানারহাট, ২৩ মার্চ : ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার পথে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক তরুণীর। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ির উল্লাডাবরি এলাকার মহাসড়কে। মৃতের নাম রাখি দে (৩২)। তাঁর বাড়ি খারিজা বেরুবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুরে। অন্যদিকে, বাইক ও ছোট চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন ১০ জন। এদিন বিকেলে বানারহাটের দেবপাড়া চা বাগানের চৌপথিতে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে স্কুটারে চেপে রাখি ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্র লাগোয়া দোমোহনি এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, উল্লাডাবরি এলাকায় ফ্লাইওভারে ওঠার মুখে একটি ডাম্পার পেছন থেকে তাঁর স্কুটারে ধাক্কা মারে। এতে ওই তরুণী গুরুতর জখম হন। তাঁকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়িতে পাঠিয়েছে। ডাম্পারটি আটক করা হয়েছে।

এদিন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি থেকে রাখির পরিবারের লোকেরা ময়নাগুড়িতে আসেন। মৃতের কাকু পরিমলচন্দ্র দে বলেন, 'চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল রাখি। কিন্তু কাজের খোঁজে যাওয়ার পথে ওর এমন মৃত্যু আমরা মেনে নিতে পারছি না।'

অন্যদিকে, দ্রুতগতির বাইকের সঙ্গে ছোটগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ১০ জন। দেবপাড়া চা বাগানের ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে রয়েছে দু'মাসের এক শিশুও। ছোটগাড়িতে থাকা আটজনের বাড়ি নাগরাকাটার জিতি চা বাগানে। বাইক আরোহী দুজন বানারহাট ব্লকের আমবাড়ি বাগানের বাসিন্দা।

ময়নাগুড়িতে দুর্ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের জটলা। (নীচে) দেবপাড়ায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি। ছবি দুটি তুলেছেন অভিরূপ দে ও গোপাল মণ্ডল।

স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন নাগরাকাটার দিক থেকে আসছিল ছোটগাড়িটি। দেবপাড়া চৌপথিতে ডানদিকে বাঁক নেওয়ার সময় বানারহাটের দিক থেকে আসা দ্রুতগতির একটি বাইক গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। বাইক ও ছোটগাড়ির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলে আসে বানারহাট থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের বানারহাট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর একাংশকে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল ও বাকিদের মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা মহেশ গোস্বামী বললেন, 'বাইকের গতি এতটাই বেশি ছিল যে ধাক্কা মারার পর বাইকে থাকা একজন ছোটগাড়ির সামনের কাচ ভেঙে ভিতরে ঢুকে যান। আমরা এসে বাইক আরোহীদের উদ্ধার করি।'

বানারহাট থানা জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ছোটগাড়ির চালকের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

নজরদারি

ধূপগুড়ি, ২৩ মার্চ : জলপাইগুড়ি সদরের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার ধূপগুড়িতে হিমঘরের সামনে নজরদারি বাড়াল ট্রাফিক গার্ড। হিমঘরে আলু রাখার জন্য ধূপগুড়ির এশিয়ান হাইওয়ে এবং জাতীয় সড়কে লম্বা লাইন দেখা যাচ্ছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকছে আলুবোঝাই ট্রাক, ট্র্যাক্টর সহ নানা যান। যার জেরে যানজট হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে ট্রাফিক গার্ড। মূলত এশিয়ান হাইওয়ে এবং জাতীয় সড়কের সাদা বর্ডার লাইনের বাইরে গাড়ি না দাঁড় করানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে আলুবোঝাই একটি লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে জেলাজুড়ে নজরদারি শুরু হয়েছে। ধূপগুড়িতে ওসি ট্রাফিক বসন্ত পাখরিন লামা বিষয়টি তদারকি করছেন।

বস্ত্র বিলি

রাজগঞ্জ, ২৩ মার্চ : কয়েকদিন পরে ইদ। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের মধ্যে নতুন বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করল কামারভিটা মহিলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। উপস্থিত ছিলেন আসমাত খাতুন, শিক্ষক নৌশাদ আলি, বাসেত আলি প্রমুখ। বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গধেয়াগছ ইদগাহ মাঠে ৬০ জন দুঃস্থ মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

জনপ্রতিনিধিদের মহুয়ার নিদান

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৩ মার্চ : প্রতিটি বুথের কতজন বাসিন্দা কী কী সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন, তার হিসেব রাখতে হবে জনপ্রতিনিধি এবং বুথ সভাপতিদের। এমনই নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। রবিবার লাটাগুড়িতে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে একটি বৈঠকে এই নির্দেশ দেন তিনি। এদিন ভুয়ো ভোটার খোঁজা ও এ সংক্রান্ত বিষয় দেখভালের জন্য দলের ক্রান্তি ব্লক কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইলেক্টোরাল রোল সুপারভাইজারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বর্ষিয়ান নেতা আফিজউদ্দিন আহমেদকে।

এদিকে, ঘাসফুল শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার কতজন বাসিন্দা সরকারি সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন, সেই খবর তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি বা বুথ সভাপতিরা অনেকেই রাখেন না। শুধু ভোট এলেই নাকি তাঁদের তৎপরতা দেখা যায়। এদিন বিষয়টি নিয়ে সরব হন খোদ জেলা সভানেত্রী। কাউকেই রেয়াত করেননি তিনি।

মহুয়া বলেছেন, 'জনপ্রতিনিধিরা জানেনই না বুথে কতজন বিধবা ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা, কৃষি পেনশন সহ অন্য সরকারি সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন। ভোট এলে জনপ্রতিনিধি, বুথ সভাপতিদের তৎপরতা দেখা যায়।'

তিনি জানিয়েছেন, সংশোধিত ভোটার তালিকা ২০২৬-এর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হবে। তার আগে বুথ সভাপতি, জনপ্রতিনিধিরা বুথে বুথে গিয়ে সমীক্ষা করবেন। পাশাপাশি বাসিন্দারা কে কোন সুযোগসুবিধা

ভুয়ো ভোটার খুঁজতে কমিটি

পাচ্ছেন সেই তালিকা তৈরির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

এদিনের সভায় মহুয়া ছাড়াও তৃণমূলের ক্রান্তি ব্লক সভাপতি মহাদেব রায়, সহ সভাপতি জগবন্ধু সেন, দলের ছটি অঞ্চলের সভাপতি ও শাখা সংগঠনের পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

মহাদেব জানান, ২৫ জনকে নিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের ব্লক কমিটি গঠন করা হয়েছে। নির্দেশ মোতাবেক তাঁরা কাজ করবেন। অন্যদিকে মহুয়া জানিয়েছেন, জেলার প্রতিটি ব্লকেই এই কমিটি গঠন করা হবে। ১৬ এপ্রিল থেকে কমিটি কাজ শুরু করবে।

রাত হলেই আতঙ্কের গ্রাসে শালবাড়ি

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ২৩ মার্চ : নেই পর্যাপ্ত পথবাতি। ফলে, আলোর অভাবে চূড়ান্ত সমস্যায় ভুগছেন বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোরাঘাট জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা। গ্রাম পঞ্চায়েতের চারদিক ঘিরে রয়েছে জঙ্গল। বন্যপ্রাণীর আক্রমণ এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বারোমাস্যা। মূলত খাবারের খোঁজে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের চানাডিপা, মধ্য শালবাড়ি, মেলাবস্তি, খুট্টিমারি বস্তি, মোগলকাটা বনবস্তি, কেরানিপাড়া, পূর্ব শালবাড়ি ইত্যাদি এলাকায় হাতি নিয়মিত হানা দেয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই এলাকাগুলির কোথাও পর্যাপ্ত পথবাতি নেই। তাই বন্যপ্রাণীর আক্রমণে সবাই দিশেহারা হয়ে পড়েন। বন্যপ্রাণী উপদ্রুত এলাকাগুলিতে পর্যাপ্ত পথবাতি বিশেষত হাইমাস্ট আলোর দাবি জানান তাঁরা। ব্লকজুড়ে আলো লাগানোর কাজ চলছে। সমস্যা

পর্যাপ্ত পথবাতি নেই বানারহাটের শালবাড়ি-১'এর জঙ্গল লাগোয়া এলাকায়।

মেটাতে কিছুটা সময় দরকার বলে বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জানানো হয়েছে।

মোরাঘাট জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চানাডিপা ও মধ্য শালবাড়িতে হাতি সবচেয়ে বেশি হানা দেয়। হাতির হানায় ওইসব এলাকায় জীবনহানি সহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে রাতের খাবার শেষে ঘরের বাইরে এসে হাতির সামনে পড়ে মারা যান উত্তর চানাডিপার মণি ওরাওঁ নামে এক বৃদ্ধ। আলো না থাকায় তিনি হাতিটিকে দেখতে পাননি। দিনকয়েক আগে ঘরের ভিতর হাতিকে শুঁড় ঢোকাতে দেখে মূর্ছা গিয়েছিলেন চানাডিপার এক মহিলা। স্বামী কোনওক্রমে চ্যাংদোলা করে তাঁকে ওপরের ঘরে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। নোনাই পাড়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ফজরুল রহমানের কথায়, 'দোকান সেরে রাতে দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরি। রাতে রাস্তায় আলো না থাকায় চার কিমি ঘুরপথে দুরামারি হয়ে ফিরতে হয়। অন্ধকার রাস্তায় যাওয়া মানেই হাতির মুখে পড়া।' মোগলকাটা বনবস্তির বিজয় মারান্ডির সংযোজন, 'পাশেই জঙ্গল। যখন তখন হাতি ঢুকে পড়ে।

আলোর দাবি

- শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোরাঘাট জঙ্গল লাগোয়া এলাকা
- বন্যপ্রাণীর আক্রমণ এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বারোমাস্যা
- স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে পর্যাপ্ত পথবাতি নেই
- বন্যপ্রাণী উপদ্রুত এলাকাগুলিতে হাইমাস্ট আলোর দাবি উঠেছে

পর্যাপ্ত পথবাতি না থাকায় অনেক সমস্যা হয়।' সমস্যা সমাধানে তিনি হাইমাস্ট আলো লাগানোর দাবি তোলেন।

মোরঘাট বন দপ্তর জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় হাইমাস্ট লাইট লাগানো হলে সমস্যা অনেকটা মিটবে বলে মনে করে। ইতিমধ্যে ওই দপ্তর থেকে এ ব্যাপারে ওপরমহলে জানানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়। শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নবীন রায়ের কথায়, 'আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর বেশ কিছু জায়গায় পথবাতি লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির কাছেও এ ব্যাপারে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।'

বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুমন্তি মুন্ডা বলেন, 'ব্লকজুড়ে এব্যাপারে কাজ চলছে। সমস্যা মেটাতে কিছুটা সময় দরকার। বেশ কিছু জায়গায় সার্চলাইট লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে।'

অসমের গুয়াহাটির ওয়াটার সেন্টারে ফ্লাড জোনিং ম্যাপ পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক।

ফ্লাড জোনিং ম্যাপ না হলে টাকা নয়

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : বিগত এক দশকে বেশ কয়েকটি রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। বন্যাপ্রবণ এলাকায় উত্তরোত্তর বেড়ে ওঠা নির্মাণ সেই সমস্যা আরও বাড়িয়েছে। তাই এবার বন্যা নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা করে কাজ করতে চাইছে কেন্দ্র সরকার। কোনওরকম দায়সারা মনোভাব যে বরদাস্ত করা হবে না তা সম্প্রতি সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন ও ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে হওয়া বৈঠকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। গত ১৮ মার্চে অসমের বৈঠকে এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে কড়া দাওয়াই দিল কেন্দ্র সরকার। ফ্লাড জোনিং ম্যাপ তৈরি থেকে শুরু করে নদীর ধারের নির্মাণ ভাঙা নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা না মানলে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য মিলবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়।

এখনও পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ, মণিপুর ও অরুণাচলপ্রদেশ কাগজেকলমে ফ্লাড জোনিং ম্যাপ তৈরি করেছে। অন্য রাজ্যগুলি উদ্যোগ নেয়নি বলে বৈঠকে জানানো হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ রণবীর সিং বলেন, 'ফ্লাড জোনিং জাতীয় পলিসি। বন্যা অধ্যুষিত উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্ত রাজ্য ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম রাজ্যকেও কর্মশালায় ডাকা হয়েছিল। ফ্লাড জোনিং ম্যাপ করে পরিকল্পনা দ্রুত রূপায়িত করবে রাজ্যগুলি বলে আশা রাখছি।'

কেন্দ্র সরকার বন্যাকবলিত সমস্ত রাজ্যে ফ্লাড জোনিং ম্যাপ তৈরি করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে চাইছে। সেইমতো উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি সহ পশ্চিমবঙ্গকে ফ্লাড জোনিং ম্যাপ বানাতে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের তরফে। এরপর সেখানে বন্যা অধ্যুষিত এলাকা চিহ্নিত করতে হবে।

পাশাপাশি বন্যাপ্রবণ এলাকায় নদীর ধারে নির্মাণকাজে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি পুরোনো নির্মাণ থাকলে সেগুলিও ভেঙে ফেলতে বলা হয়। পাহাড়ের ঢালে, ঝোরার সামনে, সমতলে নদীর দুই ধার এমনকি নদীর মাঝে চর এলাকাতেও বসতি রয়েছে দীর্ঘ বছর ধরে। অনেক বাড়িঘর বর্ষার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাণহানিও ঘটছে। সেক্ষেত্রে ফ্লাড জোনিং পরিকল্পনা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে বৈঠকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। একই সমস্যা পশ্চিমবঙ্গেও। তিস্তা, মহানন্দা থেকে একাধিক নদী চর এলাকায় কংক্রিটের নির্মাণ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সরকারি স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রও রয়েছে।

লক্ষ্য কী

- বিগত ২৫ বছরে বন্যায় কতটা ক্ষতি, প্রাণহানি ঘটেছিল কি না, সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে ফ্লাড জোনিং ম্যাপ করতে হবে
- বন্যাকবলিত এলাকা ও সংলগ্ন নদীগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে
- বন্যাপ্রবণ এলাকায় নদীর ধারে নির্মাণকাজে নিষেধ
- এমনকি পুরোনো নির্মাণ থাকলে সেগুলিও ভেঙে ফেলতে বলা হয় রাজ্যগুলোকে

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'আমি অসমে বৈঠকে গিয়েছিলাম। যা জানানোর রাজ্যকে জানাব।'

সম্প্রতি আসাম ওয়াটার সেন্টারে ফ্লাড জোনিং ম্যাপ নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি ছাড়াও সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গকে জরুরি বৈঠকে ডাকা হয়। এরপরই কেন্দ্রের তরফে ওই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিগত ২৫ বছরে বন্যাকবলিত এলাকায় সবচেয়ে ভয়ানক বন্যা পরিস্থিতি, নদীর দু'ধারে কতদূর পর্যন্ত প্লাবিত হয়েছিল, তাতে কতটা ক্ষতি হয়েছিল, প্রাণহানি ঘটেছিল কি না, নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে কি না- ওই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে ফ্লাড জোনিং ম্যাপ করতে হবে বন্যা অধ্যুষিত রাজ্যগুলিকে। তাতে বন্যাকবলিত এলাকা ও সংলগ্ন নদীগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে।

মণ্ডল সভাপতি হওয়ার দৌড়ে চর্চায় ১৫

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৩ মার্চ : এর আগে জলপাইগুড়ির ১৯টি মণ্ডল কমিটির সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। বাকি ১৫টি সাংগঠনিক মণ্ডল কমিটির সভাপতিদের নামের তালিকা চূড়ান্ত করার পথে বিজেপি নেতৃত্ব।

শনিবার রাতে নাগরাকাটা দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে মণ্ডলপিছু তিনটি নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তারপর সেটি পাঠানো হয়েছে জেলা কমিটিকে। সেখান থেকে তালিকা রাজ্য কমিটির কাছে গেলে বেছে নেওয়া হবে একজনকে।

মণ্ডল সভাপতির ক্ষেত্রে গেরুয়া শিবির সাংগঠনিক দক্ষতার পাশাপাশি বয়সকেও প্রাধান্য দিচ্ছে। বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেন, 'আর কয়েকটি মণ্ডল সভাপতি বেছে নেওয়া বাকি রয়েছে। দ্রুত সেই নাম রাজ্য কমিটি ঘোষণা করে দেবে।'

নাগরাকাটা বিধানসভা এলাকায় দলের পাঁচটি মণ্ডল কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে ২ এবং ৫ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি পদে আগেই মান্না

দে এবং অমিত ছেত্রীকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এবারে ১, ৩ এবং ৪ নম্বর মণ্ডল কমিটির সম্ভাব্য সভাপতিদের নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। নাগরাকাটা ব্লক সদরের ১ নম্বর মণ্ডল কমিটির সম্ভাব্য সভাপতি পদে নাম রয়েছে তন্ময় নার্জিনারি, বিষ্ণু মাহালি এবং ওমপ্রকাশ রায়ের। এবার কার ভাগ্যে শেষপর্যন্ত শিকে ছেঁড়ে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন বিজেপির স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরা।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ির ১৯টি মণ্ডল কমিটির নয়া সভাপতিদের নাম ঘোষণা করে বিজেপি। নতুন জেলা সভাপতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয় শ্যামল রায়কে।

শহিদ স্মরণ

মালবাজার ও জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির মাধ্যমে রবিবার স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিংকে স্মরণ করা হয়। এদিন মালবাজার অবিভাবক মঞ্চ ও সশস্ত্র সীমা বলের ৪৬ নম্বর বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। আদর্শ বিদ্যা ভবনে আয়োজিত ওই শিবিরে এসএসবি জওয়ানরা ছাড়াও স্থানীয় প্রচুর মানুষ রক্তদান করেন। মোট ৯৪ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে শিবিরে।

সংগৃহীত রক্ত পাঠানো হয়েছে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে। সংস্থার সভাপতি সঞ্জীব ঘোষ বলেন, '১০০ ইউনিট লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তবে যে পরিমাণ রক্ত সংগ্রহ হয়েছে, তাতে আমার খুশি।' এদিকে, বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শানুপাড়ায় সকালে শহিদ ভগৎ সিংকে স্মরণ করা হয়। শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়।

প্রশ্নের মুখে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র

ভরসা সাইবার ক্যাফে

পরিষেবা শিকেয়

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৩ মার্চ : মালবাজার মহকুমায় মোট ২২টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র আছে। অথচ প্রচারের অভাবে মালের গ্রামাঞ্চলে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র বা বিএসকে-র পরিষেবা শিকেয় উঠেছে। অনেক গ্রাম পঞ্চায়েতে আবার সহায়তা কেন্দ্রের পরিকাঠামোই তৈরি হয়নি। ফলে অনলাইন কাজের জন্য ভরসা সেই সাইবার ক্যাফে। এই পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি মাল মহকুমার রিভিউ মিটিংয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল বাংলা সহায়তা কেন্দ্র। কাঠগড়ায় তুলেছিলেন খোদ জেলা প্রশাসনের কর্তারাই।

মালবাজার শহরে পুরসভায়, মহকুমা শাসকের দপ্তরে, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে বিএসকে আছে। তবে পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে একমাত্র ওদলাবাড়ির মানুষই এই পরিষেবা পাচ্ছেন। মাল ব্লকের বাগ্রাকোট, রাঙ্গামাটি, তেশিমলা, কুমলাই পঞ্চায়েতে সহায়তা কেন্দ্র তৈরিই হয়নি। বাগ্রাকোটের মানুষকে যে কোনও অনলাইন কাজ করতে ওদলাবাড়ি অথবা মালবাজারের বিএসকে-তে আসতে হয়। ফলে যাতায়াতের জন্য ৫০-১০০ টাকা বেশি খরচ হয়। কুমলাই পঞ্চায়েতের নেওড়া চা বাগান থেকে অনলাইনের যে কোনও কাজ করতে ১৫-২০ কিমি পথ পেরিয়ে মাল শহরে আসতে হয়। একই অবস্থা ক্রান্তির। নাগরাকাটা ব্লকে ৫টি বিএসকে সক্রিয় আছে। তবে আংরাভাসা-১, চম্পাগুড়ি পঞ্চায়েতে এখনও বিএসকে-র পরিষেবা পৌঁছায়নি। বিনামূল্যে এই পরিষেবা নিতে তাঁদের নাগরাকাটা ব্লক অফিসে আসতে হয়। মেটেলিতে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের সংখ্যা ৭। যার মধ্যে শুধুমাত্র মেটেলি হাট গ্রাম পঞ্চায়েতে বিএসকে নেই।

ক্রান্তির মৌলানি পঞ্চায়েত কার্যালয়ে চলা বাংলা সহায়তা কেন্দ্রটি সবথেকে পুরোনো। এছাড়া

ক্রান্তি পঞ্চায়েত, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতি ও ক্রান্তি স্কুল পরিদর্শক কার্যালয়ে এই কেন্দ্রগুলি চলছে। লাটাগুড়ির প্রধান কৃষ্ণা রায় বর্মন জানান, 'মাস দুয়েক আগে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র তৈরির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। শীঘ্রই কেন্দ্রটি চালু হবে।'

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়ের বক্তব্য, 'চালু থাকা সহায়তা কেন্দ্রগুলি থেকে সব রকম সুযোগসুবিধাই পাচ্ছেন উপভোক্তারা। আগামীদিনে ব্লকের বাকি পঞ্চায়েতগুলিতেও এই পরিষেবা চালু হবে।'

আবার অনেক বিএসকে-র বিরুদ্ধেই কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠছে। অভিযোগ, বিএসকে ডেটা এন্ট্রি অপারেটররা অনেকে ১২টার আগে অফিসে আসেন না। আবার ৩টে বাজতেই বাড়ি চলে যান কেউ কেউ। কিছু কিছু অপারেটরের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও উঠছে। মাস তিনেক আগে মেটেলির দুই বিএসকে ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে শোকজ করেছিল জেলা প্রশাসন। একইভাবে ক্রান্তি ব্লকের দুজনকেও শোকজ করা হয়। তবে তাঁদের বেতন বন্ধ করা হয়নি।

অবশ্য মাল মহকুমার বিএসকে কোঅর্ডিনেটর লেমন ইসলামের কথায়, 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে অনলাইনে কিছু বিল পেমেন্ট করলে ১% রিবেট পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে সচেতন নন অনেকেই। এসব পরিষেবা নিয়ে প্রচার বাড়ানোর চেষ্টা করছি।'

তবে মাল মহকুমার মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডলের বক্তব্য, 'যে সব পঞ্চায়েতে বিএসকে তৈরি হয়নি, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিওদের সব তথ্য সহকারে জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করতে হবে।'

এ বিষয়ে সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তের বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচার করছে না। যাতে প্রকল্পের গুরুত্ব কমে যাবে এবং ধীরে ধীরে এই প্রকল্প তুলে নেবে।' বিজেপির মাল বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দীর মতে, 'রাজ্য সরকার নামেই নতুন নতুন জনমুখী প্রকল্প চালু করে। কিছুদিন পরই সেটা মুখ থুবড়ে পড়ে।'

মেটেলি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের বাইরে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র।

> যে সব পঞ্চায়েতে বিএসকে তৈরি হয়নি, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিওদের সব তথ্য সহকারে জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করতে হবে।
>
> **শুভম কুন্ডল**, মহকুমা শাসক, মাল মহকুমা

পরিকাঠামো নেই

- মালবাজারে ২২টি বিএসকে'র অনেকগুলিরই পরিকাঠামো নেই
- প্রচারের অভাবে বিএসকে-র পরিষেবা সম্পর্কে সচেতন নন অনেকে
- বিএসকে-র বিরুদ্ধেই কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ
- ডেটা এন্ট্রি অপারেটররা অনেকে ১২টার আগে অফিসে আসেন না
- অপারেটরের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে

প্রচারের চেষ্টা

> বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে অনলাইনে কিছু বিল পেমেন্ট করলে ১% রিবেট পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে সচেতন নন অনেকেই। এসব পরিষেবা নিয়ে প্রচার বাড়ানোর চেষ্টা করছি।
>
> **লেমন ইসলাম**
> বিএসকে কোঅর্ডিনেটর

একরাশ মুগ্ধতা।। *জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন হীরক চক্রবর্তী।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জয় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

রাজগঞ্জ, ২৩ মার্চ : রবিবার রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের তিওয়ারিপাড়া কৃষি সমবায় সমিতির ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ৯টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত ৯ জন প্রার্থী ছাড়া আর কোনও প্রার্থী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন তৃণমূলের প্রার্থীরা।

নমিনেশন দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি। স্ক্রুটিনি এবং প্রত্যাহারের শেষ সময় ছিল ৪ মার্চ। ৯টি আসনে ৯ জন তৃণমূল প্রার্থী থাকায় ২৩ মার্চ ভোট হওয়ার কথা থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই ৯ জন প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। রবিবার প্রার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, তৃণমূল নেতা মোশারফ হোসেন প্রমুখ।

উদ্বোধনই সার, চালু হয়নি আয়ুষ ভবন

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৩ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৪ সালের ২৫ এপ্রিল ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছিলেন ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই আদর্শ আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবনের। এরপর প্রায় এক বছর হতে চললেও ভবনটি চালু হয়নি। তার বদলে রামশাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলছে। কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন এবং তার পাশে পাকা শৌচাগার নির্মাণ করার পরেও ভবনটি চালু না হওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক (আয়ুষ) ডাঃ কল্যাণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নতুন ভবনে কিছু সামগ্রী রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। বাকিটা আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

ময়নাগুড়ি রামশাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ময়নাগুড়ি হাসপাতাল থেকে প্রায় ২০ কিমি দূরে অবস্থিত। স্বাভাবিকভাবেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর রোগীদের চাপ রয়েছে যথেষ্ট। রামশাই এলাকা ছাড়াও পানবাড়ি ও আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। রামশাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যেই কয়েক বছর থেকে রামশাই আদর্শ আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চলছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থান সংকুলানের কারণে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কয়েক লক্ষ

> নতুন ভবনে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। বিষয়টি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে জানানোর পরেও কাজ হয়নি। সমস্যা মিটিয়ে আগামী মাসের মধ্যে নতুন ভবন থেকে পরিষেবা দেওয়া হবে।
>
> **ডাঃ সিতেশ বর**
> বিএমওএইচ

টাকা ব্যয়ে ভবন তৈরির পাশাপাশি সেখানে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে শৌচাগার করা হয়। গত বছর মুখ্যমন্ত্রী ভবনটির ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন। এরপর এক বছর কাটতে চললেও ভবনটি থেকে পরিষেবা শুরু না হওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এব্যাপারে ময়নাগুড়ির বিএমওএইচ ডাঃ সিতেশ বর বলেন, 'নতুন ভবনে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। বিষয়টি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে জানানোর পরেও কাজ হয়নি। সমস্যা মিটিয়ে আগামী মাসের মধ্যে নতুন ভবন থেকে পরিষেবা দেওয়া হবে।'

রামশাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চলা রামশাই আদর্শ আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বর্তমানে একজন মেডিকেল অফিসার এবং একজন কর্মী রয়েছেন। এর মধ্যে ওই অফিসার রামশাইতে তিনদিন পরিষেবা দেন। বাকি তিনদিন পরিষেবা দেন আমগুড়িতে। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, নতুন ভবন থেকেই আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা চালু হোক।

রামশাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে আসা বিবেক রায় বলেন, 'আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ভবন বানানো হলেও সেখানে কেন কাজ শুরু হচ্ছে না, তা আমাদের অজানা। এমনটা বাঞ্ছনীয় নয়।' স্থানীয় বাসিন্দা বাপি মণ্ডলের বক্তব্য, 'নতুন ভবন থেকে কাজ শুরু না হলে ভবনটি নষ্ট হবে।' রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশ্বজিৎ ওরাওঁ জানান, নতুন ভবনটি থেকে যাতে পরিষেবা শুরু হয় সে ব্যাপারে তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরে আবেদন জানাবেন।

সদ্যোজাতর মুণ্ডু-হাত উদ্ধার

ক্রান্তি, ২৩ মার্চ : রবিবার বিকেলে চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোচিমারি এলাকায় চা বাগানের কাছে এক সদ্যোজাতের রক্তমাখা মুণ্ডু ও দুটি হাত উদ্ধার হয়। শিশুর দেহটি কুকুর খুবলে খেয়েছে বলে ধারণা স্থানীয়দের। এদিন বিষয়টি নজরে পড়তেই সকলে ভিড় জমায় সেখানে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি বুদ্ধদেব ঘোষ বলেন, 'শিশুটির দেহ সোমবার ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত এই বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

গোচিমারি

এদিকে, ওই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। নির্জন জায়গা দেখে বাইরের কোনও লোক শিশুটির দেহ জঙ্গল এলাকা দেখে ফেলে দিয়ে গিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

গ্রামে এই ধরনের ঘটনা আগে কোনওদিন ঘটেনি বলে জানিয়েছেন চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুল সামাদ।

এ ব্যাপারে মালবাজার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ বলেন, 'চা বাগানের ঝোপের পাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা সদ্যোজাত শিশুটির দেহাংশ উদ্ধার করা হয়েছে।'

ছাগলের টোপে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

পাদ্রিকুঠি এলাকায় খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। রবিবার।

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২৩ মার্চ : গত কয়েকদিন ধরে চিতাবাঘের আতঙ্কে ত্রস্ত মাটিয়ালি ব্লকের চালসার পাদ্রিকুঠি এলাকা। বাড়িতে ঢুকে ছাগল, শুয়োর, মুরগি নিয়ে যাচ্ছিল চিতাবাঘ। ভয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরোতে পারছিলেন না এলাকার বাসিন্দারা।

অবশেষে বন দপ্তরের পাতা ফাঁদে পা দিল চিতাবাঘটি। খাঁচায় ছাগলের টোপ দেওয়া হয়েছিল। রবিবার সেখানেই ধরা পড়ে। এদিন ভোরে স্থানীয় বাসিন্দারা চিতাবাঘের আওয়াজ শুনতে পান। কাছে গিয়ে দেখেন একটি বড় চিতাবাঘ খাঁচার ভেতরে দাপাদাপি করছে।

খবর চাউর হতেই বহু মানুষ ভিড় জমান এলাকায়। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডে। খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা এসে খাঁচা সহ চিতাবাঘ উদ্ধার করে নিয়ে যান। সেটিকে এদিনই গরুমারা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'এদিন চিতাবাঘটি সুস্থ থাকায়

> এদিন চিতাবাঘটি সুস্থ থাকায় সেটিকে গরুমারার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সংলগ্ন এলাকায় পুনরায় খাঁচা বসানো হবে।
>
> **সজলকুমার দে**
> রেঞ্জ অফিসার, খুনিয়া স্কোয়াড

সেটিকে গরুমারার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সংলগ্ন এলাকায় পুনরায় খাঁচা বসানো হবে।'

চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ায় কিছুটা স্বস্তিতে এলাকাবাসী।

গত কয়েকদিন ধরে ওই এলাকায় চিতাবাঘের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। কিছুদিন আগে ওই এলাকা সংলগ্ন চালসা পিডব্লিউডি এলাকায় চিতাবাঘের দেখা মেলে। সেখানে চালসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চিতাবাঘের আতঙ্কে পড়ুয়াদের উপস্থিতিও কমছিল।

এলাকাটির পাশেই রয়েছে কিলকোট চা বাগান। পাদ্রিকুঠি এলাকায় প্রায় ২০ দিন আগে বন দপ্তরের তরফে ওই খাঁচা বসানো হয়। এতদিন ধরা না পড়লেও এদিন পূর্ণবয়স্ক মাদি চিতাবাঘটি খাঁচাবন্দি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা দিবস রাই বলেন, 'ওই এলাকায় আরও চিতাবাঘ রয়েছে। পুনরায় যাতে বন দপ্তরের তরফে ওই এলাকায় খাঁচা বসানো হয় সেই আবেদন জানানো হয়েছে।'

টুকরো খবর

আহত

ক্রান্তি, ২৩ মার্চ : রবিবার সন্ধ্যায় পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন এক বাইকচালক। আহত ওই তরুণের নাম রতন সিংহ। শিলিগুড়ির বিধাননগর এলাকার বাসিন্দা তিনি। ক্রান্তি ব্লকে ধনতলা বাজার সংলগ্ন কাঠ মিল এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ডাম্পারে পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারেন ওই বাইকচালক। জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক করিমুল হক। এরপর রতনকে চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।

ছিনতাই

রাজগঞ্জ, ২৩ মার্চ : এক মহিলার সোনার চেন ছিনতাই করে পালাল দুষ্কৃতী। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়ির রাজীবনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন রাত নয়টা নাগাদ বাসনা সাহা নামে এক মহিলা ফুলবাড়ি থেকে বাজার করে রাজীবনগরে তাঁর বাড়িতে ফিরছিলেন। ওই সময় আচমকা এক তরুণ পেছন থেকে তাঁর গলার সোনার চেন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। ওই মহিলা চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে।

সভা

ক্রান্তি, ২৩ মার্চ : ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হল রবিবার। ক্রান্তি দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ওই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ, ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহাদেব রায় ও ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয়টি অঞ্চল সভাপতি, জনপ্রতিনিধি ও কর্মীরা। মহাদেব বলেন, 'দলের নির্দেশে ভোটার তালিকা চিহ্নিতকরণের জন্য এদিন সভা হয়েছে।'

স্বাস্থ্য শিবির

ময়নাগুড়ি, ২৩ মার্চ : জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নির্দেশে এবং ময়নাগুড়ি থানার ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হয়। রবিবার ময়নাগুড়ি থানায় ওই শিবিরের উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশের ডিএসপি (ক্রাইম) শান্তিনাথ পাঁজা। এছাড়া ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন শিবিরে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়।

ছোট্ট তারা

বামনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু টিজি থ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র দেব ওরাওঁ এবছর জলপাইগুড়ি জেলা আন্তঃপ্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লংজাম্পে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

জন্মমহোৎসব

রাজগঞ্জ, ২৩ মার্চ : শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯০তম আবির্ভাব মহোৎসব পালিত হল সাহুডাঙ্গি রামকৃষ্ণ আশ্রমে। রবিবার থেকে প্রভাতি কীর্তন, ভক্তিগীতি, প্রার্থনা, সমবেত স্তোত্রবন্দনা, বিশেষ পুজোপাঠ ও রামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন নিয়ে আলোচনা হয়। দুপুরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আশ্রমের তরফে স্বামী বিনয়ানন্দ বলেন, 'বর্তমান সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এই সময় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের বাণী বেশি করে অনুসরণ করা প্রয়োজন।

জল স্বাভাবিক

টানা চারদিন পর রবিবার বিকালে উত্তর হাওড়ায় পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হল। এদিনই পাইপলাইন জোড়ার কাজ হয়।

ধৃত ২

ঋণের টাকা শোধ করতে না পারায় এক ব্যক্তিকে কিডনি বিক্রির প্ররোচনার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করল অশোকনগর থানার পুলিশ।

তাপমাত্রা কমল

শুক্র ও শনিবার বৃষ্টির পর রবিবার সকাল থেকেই শীতের অনুভূতি পেলেন কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গবাসী। তাপমাত্রা একধাক্কায় নেমেছে ৯ ডিগ্রি।

কোহলির ফ্যান

ইডেনে খেলা দেখতে এসে গ্রেপ্তার হন বর্ধমানের ঋতুপর্ণ পাখিরা। নিজেকে কোহলির ফ্যান বলে অকপটে স্বীকার করতেই বিচারক জানালেন, ভবিষ্যতে তাঁর মতো হওয়ার চেষ্টা করতে।

আজ তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক

কলকাতা, ২৩ মার্চ : বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলাকালীন বুধ ও বৃহস্পতিবার দলের সব বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে হুইপ জারি করেছিলেন তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ। কিন্তু এই দু'দিন ধরে প্রায় ৫০ জন বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতির ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের অনুপস্থিতির কারণ জানতে তিনি পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নির্দেশ দেন। সেই মতো প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেন শোভনদেববাবু। এরপরই তাঁদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হবে, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সোমবার দলের বিধানসভার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি বৈঠকে বসছে। বৈঠকে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত থাকবেন। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে তাঁদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ করা না হলেও চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দেওয়া হবে। অনুপস্থিত থাকা বিধায়কদের আগামী বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পাওয়া অনিশ্চিত বলেও মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা তাঁদের দিয়ে দেবেন শোভনদেববাবুরা।

শোভনদেববাবু বলেন, 'বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন বিধায়কদের উপস্থিত থাকতে বারবার সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তা সত্ত্বেও অনেক বিধায়কের উপস্থিতির হার অত্যন্ত খারাপ। তাই তাঁদের সতর্ক করা হবে। যেসব বিধায়ক অধ্যক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ছুটি নিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অবশ্য কোনও পদক্ষেপ হবে না।' তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা আক্রমণের ঝাঁঝ যেভাবে বাড়াচ্ছেন তাতে সব বিধায়কের উপস্থিত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিধানসভার আগামী বাদল অধিবেশনে বিজেপি বিধায়করা আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়াবেন। তাই বাদল অধিবেশনে শাসকদলের বিধায়করা যাতে উপস্থিত থেকে ওই আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারেন তাই চাইছে দল।

আদালতের দ্বারস্থ মেয়ে

কলকাতা, ২৩ মার্চ : নবতিপর মাকে দেখতে চান মেয়ে। দু'বছর পেরিয়েছে, অথচ মাকে দেখতে দেননি মুর্শিদাবাদের রহড়া থানা এলাকার বাসিন্দা তাঁর বড় দিদি। তাই পুলিশি সহযোগিতায় মাকে দেখার আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ছোট মেয়ে। আবেদনকারীর অভিযোগ, ২০২৩ সাল থেকে মাকে আটকে রেখেছেন তাঁর দিদি ও দিদির পরিবার। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, আবেদনকারী পুলিশের সহযোগিতায় মাকে দেখতে পারবেন। পুলিশ সেই ব্যবস্থা করে দেবে। তবে তার আগে বৃদ্ধার সম্মতির প্রয়োজন।

জমজমাট ইদের বাজার। রবিবার নাখোদা মসজিদের সামনে। ছবি : আবির চৌধুরী

প্রথা ভাঙছে সিপিএম, ডিপিতে উধাও লাল

নীল আকাশে হলুদ কাস্তে হাতুড়ি

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ মার্চ : চিরাচরিত প্রথা ভাঙছে সিপিএম। লাল রং ও সিপিএমকে সমার্থক হিসেবে মনে করেন আমজনতা। কিন্তু সেই দলেরই সমাজমাধ্যমের ডিপি থেকে উধাও লাল রং। তার বদলে নীল-সাদা শরতের আকাশে জ্বলজ্বল করছে হলুদ রঙের কাস্তে-হাতুড়ি। আর এই বিষয়টি নিয়েই সমাজমাধ্যমে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। এমনকি কভার ফোটোতেও ২০ এপ্রিল ব্রিগেড কর্মসূচির বিষয়টি উল্লেখ রেখে নীল-সাদা রং ব্যবহার করা হয়েছে। বিরোধীরা কটাক্ষ করতেও ছাড়েনি। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় রং নীল-সাদা। মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের রং নীল-সাদাকে রাজ্য সরকার কার্যত এই রাজ্যের থিম রং করেছে। বিভিন্ন কর্মসূচিতে, সরকারি বাড়ি ও সম্পত্তিতে নীল-সাদা রং করা হয়। ফলে হঠাৎ করে আদর্শ ও নীতিগত দিক থেকে কঠোর সিপিএম রং বিন্যাসের ক্ষেত্রেও বদলের পথে হাঁটতে চলেছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শনিবার সন্ধের পর হঠাৎই বদলে যায় সিপিএমের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজের ডিপি। কভার ফোটোতেও লাল রঙের চিহ্নমাত্র নেই। এর আগে যে কোনও ডিপিতেই লাল রঙের স্পর্শ থাকত। কিন্তু এবার ভোল বদলের ফলে চর্চা শুরু হয়েছে। সাত বছর আগে সিপিএমের ফেসবুক ডিপি ছিল লাল রংবিহীন। তখন একটি কাঠের আসবাবের ওপর কাস্তে ও হাতুড়ি ছবি ছিল। কিন্তু তাতে অন্য কোনও রং ছিল না। কিন্তু এবার যেন প্রথা ভেঙে সিপিএমের পদক্ষেপ। যা নিয়ে নেট মাধ্যমেও কটাক্ষের শিকার হয়েছে আলিমুদ্দিন। বিরূপ মন্তব্যে ভরে উঠেছে কমেন্ট বক্স। কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল নেতারাও। তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে প্রশ্ন করেছেন, 'নীল-সাদায় মিশে গেল সিপিএম, রূপমের গান ধার করে আজ নীল রঙে মিশে গেছে লাল। মহাশূন্যে ভাসমান সিপিএম আজ তার অফিশিয়াল ডিসপ্লে পিকচার রিলিজ করল।' তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও কটাক্ষ করে জানান, নীল রং আনলে কি রায়গঞ্জে, চণ্ডীতলায় জামানত জব্দ হবে না? সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'কোনও রং কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তাই এটা নিয়ে কিছু বলার নেই।' সিপিএম ডিজিটালের দায়িত্বে থাকা এক প্রধান সদস্যের কথায়, 'নীল-সাদা রং কারও সম্পত্তি নয়। আসলে লাল রং মানে ধরে নেওয়া হত সিপিএমের রং। এই ধারণাটাই বদল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কোনও রং কোনও দলের একচ্ছত্র অধিকার নয়।' শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'রং পরিবর্তনের মাধ্যমে সিপিএম নিজেদের আসন সংখ্যারই প্রতিফলন দেখিয়েছে।' তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, দীর্ঘদিন ধরে প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করে চলার থেকে ব্যতিক্রমী পথে চলতে চাইছে সিপিএম। সম্প্রতি তাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ সেই ইঙ্গিতই দিয়েছে। বিশেষ করে দলের তরুণ সদস্য বা বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষ যাঁরা কঠোরভাবে দলীয় নিয়মকানুন মেনে চলার সপক্ষে নন, তাঁদের ধরে রাখাই মূল উদ্দেশ্য সিপিএমের।

রং বদল

- সাত বছর আগে সিপিএমের ফেসবুক ডিপি ছিল লাল রংবিহীন
- তখন একটি কাঠের আসবাবের ওপর কাস্তে ও হাতুড়ির ছবি ছিল, অন্য কোনও রং ছিল না
- শনিবার সন্ধের পর হঠাৎই বদলে যায় সিপিএমের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজের ডিপি
- কভার ফোটোতেও লাল রংয়ের চিহ্নমাত্র নেই

মেরুকরণেই জোর শুভেন্দুর

হলদিয়ায় দলত্যাগী তাপসীকে হারানোর চ্যালেঞ্জ

কলকাতা, ২৩ মার্চ : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ফের জিতলে এরাজ্য বাংলাদেশ-২ হবে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে হলদিয়ার সভা থেকে এদিন ফের হিন্দু ভোট মেরুকরণের সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি সম্প্রতি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডলকে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে হারানোর চ্যালেঞ্জ জানান তিনি।

তবে প্রার্থী হিসেবে তাপসীকে আলাদা করে কোনও গুরুত্ব দিতে চাননি তিনি। তা বোঝাতেই এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'ওঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় কোনও কার্যকর্তা বা ভূমিপুত্র বা ভূমিকন্যা হলেই যথেষ্ট। ওঁকে কাউন্সিলার নির্বাচনে হারিয়েছি। বিধানসভায় প্রার্থী করলে আবারও হারাব।' এই প্রসঙ্গেই স্থানীয় মানুষের সহানুভূতি উসকে দিতে কলকাতা ও জেলার সম্পর্কে তুলনা টেনে শুভেন্দু বলেন, 'কেন দক্ষিণ কলকাতার লোকেরা আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাবে? হলদিয়ায় কলকাতা রাজ না জেলা রাজ?' '২৪-এর লোকসভা ভোটে '২১-এর বিধানসভার ফলের চেয়েও এগিয়ে শুভেন্দুর জেলা। দুই লোকসভা আসন সহ ১৬টি বিধানসভার মধ্যে ১৫টিতেই এগিয়ে বিজেপি। সেই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে হলদিয়ার মঞ্চ থেকে '২৬-এর ভোটে রাজ্য থেকে তৃণমূলের সরকারকে উৎখাৎ করার জন্য ফের ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, '২৬-এ রিগিং করে ছাপ্পা দিয়ে মুসলিম ভোটকে এক করে আমাদের ভোট এদিক-ওদিক করে যদি কোনওভাবে তৃণমূল আবার জিততে পারে, তাহলে জেনে রাখবেন এরাজ্যও বাংলাদেশ-২ হবে।' আর সেই প্রশ্নেই শুভেন্দুর

> পিসি-ভাইপোকে উপড়ে ফেলতে হবে, এই কাজে পূর্ব মেদিনীপুর অনেক এগিয়ে গিয়েছে। বাকিটা ভোটের সময় পাঁচ শতাংশ অতিরিক্ত হিন্দু ভোট জোগাড় করতে পারলেই সম্ভব হবে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

দাবি, তৃণমূলকে উৎখাত করতে হলে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এদিন হলদিয়ার ক্ষুদিরাম স্কোয়ার থেকে নিউটাউন পর্যন্ত মিছিল করে হেঁটে আসেন শুভেন্দু। 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, ২৬-এ বিজেপিকে চাই' লেখা প্ল্যাকার্ড এদিনও ছিল তাঁর মিছিলে। সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'পিসি-ভাইপোকে উপড়ে ফেলতে হবে, এই কাজে পূর্ব মেদিনীপুর অনেক এগিয়ে গিয়েছে। বাকিটা ভোটের সময় পাঁচ শতাংশ অতিরিক্ত হিন্দু ভোট জোগাড় করতে পারলেই সম্ভব হবে।' শুভেন্দুর দাবি, রাজ্যের হিন্দু জনসংখ্যা যেভাবে কমছে, তাতে এখন আর টিকে থাকা নয়, অস্তিত্বের লড়াই। অথচ রাজ্যের সরকার একটি সম্প্রদায়কে তুষ্ট করতে হিন্দুদের ধর্মাচরণের অধিকারকে কেড়ে নিচ্ছে। শুভেন্দু বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, দিল্লি, প্রতিবেশী ওড়িশা যদি পারে তাহলে বাংলা পারবে না কেন?' আসন্ন রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে হিন্দুত্বের হাওয়া তুলতে এদিনও সভা থেকে সুর চড়িয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে, 'বাঁচতে যদি চাও, রাজনীতি দূরে সরাও', 'ঔরঙ্গজেবের চামড়া, গুটিয়ে দেব আমরা'-এর মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদী স্লোগান।

ভোটের লক্ষ্যে এখন থেকেই উদ্যোগী ফ্যাম

কলকাতা, ২৩ মার্চ : অন্যান্য বিধানসভা নির্বাচন থেকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করছে বিজেপি। এই অবস্থায় রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে তৃণমূলের সামাজিকমাধ্যমকে আরও সক্রিয় হতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিল 'হ্যাশট্যাগ ফ্যাম ফর টিএমসি'। রবিবার বিকেলে দক্ষিণ কলকাতার কলতান ভবনে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে একটি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বিজেপির আইটি সেল যেভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে পোস্ট করছে, তার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। বহু ক্ষেত্রে অন্য জায়গার ভিডিও এই রাজ্যের বলেও প্রচার করা হচ্ছে। ওই ফেক ভিডিও চিহ্নিত করে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের গত ১৪ বছরের উন্নয়নের ফিরিস্তিও তুলে ধরা হবে।

তৃণমূলের আলাদা আইটি সেল রয়েছে। কিন্তু এই সংগঠন পৃথকভাবে সামাজিকমাধ্যমে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছে।

শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতায় 'অধিনায়ক অভিষেক' লেখা হলুদ রঙের পতাকায় ছেয়ে যায়। শনিবার মমতার ছবি দেওয়া 'সর্বাধিনায়িকা জয়তু' লেখা বড় বড় ব্যানার ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে টাঙানো হয়। এদিন বৈঠকের মঞ্চেও মমতার পাশাপাশি অভিষেকের ছবি দেওয়া ছিল। এই সংগঠন যে পৃথকভাবে তৃণমূলের সমর্থনে রাস্তায় নামছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছে।

আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থানের ১০০০ দিন। রবিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ইটের বদলে পাটকেল, বার্তা পদ্ম সভাপতির

রামনবমী উপলক্ষ্যে অশান্তির আশঙ্কা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ মার্চ : রামনবমীতে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার সোদপুরের সভা থেকে এই অভিযোগ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রামনবমীর দিন আক্রান্ত হলে ইটের বদলে পাটকেল দেওয়ার নিদানও দিলেন তিনি। এদিন সুকান্ত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী রামনবমীতে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছেন। কেউ অশান্তি পাকাতে এলে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। প্রয়োজনে ইটের বদলে পাটকেল দিতে হবে।'

সম্প্রতি পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান হয়েছেন সোমনাথ দে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, আরজি করের নিগৃহীতা 'অভয়ার' দেহ সঠিকভাবে ময়নাতদন্তের আগেই তড়িঘড়ি দাহ করে দেওয়া হয়। অভিযুক্ত সোমনাথকে চেয়ারম্যান করার পরই আরজি কর ইস্যুকে স্থানীয় রাজনীতিতে আবার প্রাসঙ্গিকতা পেতে এদিন সোদপুরের ঘোলা মোড় থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল করেছে বিজেপি। মিছিলের শেষে অস্থায়ী সভামঞ্চ থেকে সুকান্ত বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডে প্রকৃত সত্য যাতে বেরিয়ে না আসে, তার জন্য 'অভয়ার' বাবা-মায়ের থেকে কার্যত ছিনিয়ে নিয়ে তড়িঘড়ি মৃতদেহ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এই সোমনাথ। সবাই জানে সেই নির্দেশ কার ছিল। নিজেকে বাঁচাতেই সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। চেয়ারম্যান করে সোমনাথকে তারই পুরস্কার দেওয়া হল।' সোমনাথের সঙ্গেই তথ্য লোপাট কাণ্ডে অভিযুক্ত পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ এবং সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়কে নিশানা করে এদিন সুকান্তর হুঁশিয়ারি, 'রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে তিন মাসের মধ্যে এঁদের জেলে ভরব।'

আরজি কর কাণ্ডে সেভাবে দাঁত ফোটাতে পারেনি বিজেপি। আন্দোলনের রাশ ছিল বরাবরই সিপিএম তথা বামেদের হাতে। বিজেপির অভিযোগ, অভিযুক্ত সোমনাথকে চেয়ারম্যান করার পরও তা নিয়ে সেভাবে সুর চড়াতে দেখা যাচ্ছে না সিপিএমকে।

সিপিএমের এই ভূমিকাকে এদিন কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেন, 'এখানে বিজেপিকে হারিয়ে তৃণমূলের সৌগত রায়কে জেতাতে সাহায্য করেছে সিপিএম। সিপিএম হল ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুচতুরভাবে হিন্দু-মুসলিম ভোট ভাগ করে তারই সুযোগ নিচ্ছেন।' তাঁর মতে, হিন্দুরা ধর্মনিরপেক্ষ। তার জন্যই হিন্দুদের বারবার উদ্বাস্তু হতে হয়। বরাবরই হিন্দু ভোট বিভাজন করে তৃণমূলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য সিপিএমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বিজেপি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোটের সেই বিভাজনকে রুখে দিয়ে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করাই লক্ষ্য বিজেপির। রামনবমীকে কেন্দ্র করে সেই হিন্দু ভোট একজোট করার পরিকল্পনা নিয়েছে গেরুয়া শিবির। সোদপুরের মঞ্চ থেকে এদিন সেই বার্তাও দিয়েছেন সুকান্ত। রামনবমীর দিনে আইপিএল ম্যাচ কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতে চলে যাওয়াকে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা হিসেবে দাবি করে এদিন সুকান্ত বলেন, 'গুয়াহাটিতে কি রামনবমী হবে না? সেখানকার সরকার যদি রামনবমীর দিনে ম্যাচ করতে পারেন, তাহলে কলকাতা পারবে না কেন? এজন্য অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীই দায়ী।'

যদিও তৃণমূলের মতে, রামনবমীতে মিছিল যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয়, তাই কলকাতায় আইপিএল ম্যাচের দিন বদলের দাবি জানিয়ে সরব হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষরা। এখন কলকাতা থেকে ম্যাচ গুয়াহাটিতে সরে যেতেই তাকে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা হিসেবে তুলে ধরে হাওয়া গরম করতে চাইছে বিজেপি।

মৌজাভিত্তিক ভূ-মানচিত্র তৈরি শুরু

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ মার্চ : নতুন মৌজাভিত্তিক ভূ-মানচিত্র তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রথম পর্যায়ে ড্রোনের মাধ্যমে রাজ্যের পুরসভা এলাকাগুলির মানচিত্র তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা বা জিআইএসের মাধ্যমে সমস্ত পুরসভার মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রায় ১০০ বছর পর এই মৌজাভিত্তিক ভূ-মানচিত্র তৈরির কাজ করছে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গের ফালাকাটায় ড্রোন ব্যবহার করে জমি জরিপের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন সেখানে জিও রেফারেন্সের কাজ চলছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হয়ে যাবে। এছাড়াও ব্যারাকপুর মহকুমা ও বিধাননগর পুরসভা এলাকার কাজও দ্রুত তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পুরদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি, বৈদ্যবাটী এলাকায় জিআইএস ভিত্তিক ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও ডানকুনি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, শ্রীরামপুর এলাকায় প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯২৫ সালে ভূ-মানচিত্র তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারপর ভৌগোলিক অবস্থার অনেক বদল হয়েছে। ভারত ভাগের পর বেশ কিছু অংশ বাংলাদেশে চলে গিয়েছে। ফলে সীমান্ত এলাকায় মানচিত্র সঠিক না থাকায় জমি বেচাকেনার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। এছাড়াও অনেক জলাভূমি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথবা নতুন করে জলাভূমি তৈরি হয়েছে। আবার নদীর গতিপথও বদল হয়েছে। এই অবস্থায় দ্রুত ভূ-মানচিত্র তৈরি করা না হলে আগামী দিনে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। সেই কারণে রাজ্য মন্ত্রীসভা নতুন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ভূ-মানচিত্র তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়।

২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে গোটা রাজ্যের ভূ-মানচিত্র তৈরির কাজ শেষ করে ফেলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তবে মানচিত্রে যাতে কোনওরকম ভুল না হয়, তার জন্য একাধিকবার পরীক্ষা করে দেখতে বলা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও খড়্গপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞদেরও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন ম্যাপ তৈরি হয়ে গেলে জমির মাপজোক করা আরও সহজ হবে। সেক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার দপ্তরেরও কাজে গতি আসবে। এখন নতুন ম্যাপ না থাকায় পুরোনো ম্যাপের ওপর ভরসা করতে হচ্ছে। কিন্তু তাতে অনেক ভুলের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এপ্রিল মাসের শুরু থেকেই কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, ইংলিশবাজার পুর এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে ম্যাপিংয়ের কাজ শুরু হবে।

সদস্য সংগ্রহ থমকে

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ মার্চ : বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তবে এখনও নয়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দায়িত্বে আসার পর নতুন কমিটি ঘোষণা করতে পারেনি বিধান ভবন। এই কারণে থমকে রয়েছে তাদের সদস্য সংগ্রহ অভিযান। সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নির্ধারণে হাইকমান্ডের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন প্রদেশ নেতৃত্ব। তখনই নতুন কমিটি ঘোষণার প্রসঙ্গ উঠেছে। সূত্রের খবর, চলতি মাসেই কমিটি ঘোষণা করে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে এখনই সমূলে পুরোনো কমিটিতে বিশেষ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে নতুন মুখ ও পুরোনো অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে কমিটি তৈরি হবে। সেই প্রক্রিয়া চলছে। তবে এর জন্য সদস্য সংগ্রহের কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতার কথায়, 'নতুন কমিটি ঘোষণা না হলে কে কমিটিতে থাকছে, আর কে থাকবে না তা বোঝা যাচ্ছে না। ফলে লক্ষ্য অনুযায়ী সদস্য সংগ্রহের বিষয়টিও পিছিয়ে যাচ্ছে। তবে এই মাসেই নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণা করে দেওয়া হবে।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'দলের অভ্যন্তরীণ কাঠামো অনুযায়ী কাজ চলছে। আমাদের মূল লক্ষ্যই এখন সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করা।'

উত্তরের মিনুর প্রশিক্ষণে স্বনির্ভরতা দক্ষিণে

চিত্ত মাহাতো

মেদিনীপুর, ২৩ মার্চ : মেদিনীপুরের মেয়ে-বৌদের কেক বানানো শিখিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছেন উত্তরবঙ্গের মেয়ে মিনু ছেত্রী। মিনুর বড় হয়ে ওঠা, স্কুল-কলেজে পড়াশোনা সবই দার্জিলিংয়ে।

১৬ বছর আগে বিবাহসূত্রে মেদিনীপুর শহরে এসেছেন তিনি। স্বামী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। শ্বশুরবাড়িতে এসে এই পাহাড়ি মেয়েটি চুপচাপ বসে থাকতে পারেননি। নিজে কিছু করার পাশাপাশি যাতে অন্য মহিলারাও উপকৃত হন সেজন্য কলকাতার একটি সংস্থায় কেক তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে মেদিনীপুরে ঘরে বসেই কেক তৈরি করে উপার্জন করা শুরু করেন। মিনুর কথায়, 'মেরি কমকে দেখে শিখেছি মেয়েদের কখনও থেমে যেতে নেই। সাফল্য অর্জন করা এবং সেটা ধরে রাখার কৌশল অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হবে।' মিনু কেক তৈরি করে একাধিক প্রতিযোগিতায় যেমন পুরস্কার জিতেছেন, তেমনই জনপ্রিয় রিয়েলিটি শোয়ে যাওয়ারও সুযোগ পেয়েছেন।

মিনু চাইতেন তাঁর মতো এখানকার গৃহবধূরাও কেক তৈরি করে উপার্জন করুন। প্রথমে পাড়াপ্রতিবেশীদের ধরে এনে শেখাতেন। শুরুর দিকে তাঁর শিক্ষার্থী ছিলেন ১০ জন মহিলা। তারপর আর কাউকে ডেকে আনতে হয়নি। প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ক্রমে ভিড় বাড়তে থাকে। এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে প্রায় দুই হাজার মহিলা কেক তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা সকলেই এখন সফলভাবে জন্মদিন, রিসেপশন বা ছোট কোনও অনুষ্ঠানের অর্ডার নিয়ে কেক তৈরি করে বিক্রি করছেন।

মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন মিনু ছেত্রী। মেদিনীপুরে।

শুধু মেদিনীপুর শহরই নয়, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, খড়্গপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা থেকেও মহিলারা কেক তৈরির প্রশিক্ষণ নিতে মিনুর কাছে আসছেন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও আসছেন। মিনুর প্রশিক্ষণকেন্দ্রের অন্দরমহল রীতিমতো স্কুলের শ্রেণিকক্ষের মতো। কেক তৈরির সরঞ্জামে ঠাসা। মিনু জানান, তাঁদের তৈরি কেকে কোনও প্রিজারভেটিভ দেওয়া হয় না। স্বাস্থ্যকর সব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। তবে দু'দিনের মধ্যে খেতে হবে।

কেক তৈরির পাশাপাশি মিনু এখন আরও একটি জিনিস শেখাচ্ছেন তা হল রেজিন আর্ট। বরকনের বিয়ের মালা, ফুল, কনের মুকুট রেজিন নামে এক রাসায়নিকে ডুবিয়ে রাখা হয়। এরপর তা দম্পতির বিয়ের ফোটোফ্রেমের চারপাশের আঠা দিয়ে লাগানো হয়, যা বছরের পর বছর একইভাবে থেকে যাবে। শোকেসে বা টেবিলে শোভা পাবে। হাত থেকে পড়লেও ভাঙবে না।

আটকে রেলপ্রকল্প

কলকাতা, ২৩ মার্চ : জমির অভাবে রাজ্যে চালু থাকা রেল প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করা যাচ্ছে না। সেই কারণে ওই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে দ্রুত জমি অধিগ্রহণ করে রেলের হাতে হস্তান্তর করার জন্য নবান্নকে চিঠি দিল কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক।

চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজ্যে এই মুহূর্তে ৪৩টি রেলপ্রকল্প চালু রয়েছে। তার জন্য ৪০৯৩ হেক্টর জমির প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত ১০৮৬ একর জমি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে। বাকি জমির ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছে রেলমন্ত্রক। যদিও রাজ্য জমি দিতে পারেনি বলে কেন্দ্রীয় সরকার যে দাবি করেছে তা সঠিক নয় বলেই মনে করছে নবান্ন।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৩ সংখ্যা, সোমবার, ১০ চৈত্র ১৪৩১

সর্বব্যাপী নীতিহীনতা

রাজনীতিতে দলবদলের প্রসঙ্গ উঠলে 'আয়ারাম গয়ারাম' কাহিনী আসবেই। বহুলপ্রচলিত শব্দবন্ধনীটি এখনও সমান প্রাসঙ্গিক। ১৯৬৭ সালে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী নির্দল প্রার্থী গয়া লাল একইদিনে প্রথমে যোগ দেন কংগ্রেসে, তারপর সংযুক্ত মোর্চায়, শেষে ফের কংগ্রেসে। ৯ ঘণ্টায় তাঁর তিন-তিনবার দলবদলের রেকর্ড আজও কেউ ভাঙতে পারেনি। সেই থেকে দলবদলুদের 'আয়ারাম গয়ারাম' বলার চল।

সম্প্রতি হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল যেরকম নাটকীয়ভাবে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন, সেটা চমকপ্রদ। তাপসী সিপিএম ছেড়ে বিজেপির বিধায়ক হন। সম্প্রতি বাজেট অধিবেশন চলাকালীন বিধানসভায় এসে বিরোধী দলনেতার ঘরে বাকি বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে সময় কাটান। তারপর তাঁদের সঙ্গে লাঞ্চ করেন এবং তারপর সোজা তৃণমূল ভবনে গিয়ে নাম লেখান ঘাসফুলে।

২০২১-এর নির্বাচনে বাংলায় ৭৭ বিজেপি বিধায়ক নির্বাচিত হলেও খসতে খসতে এখন সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৬৫। বিধানসভা ভোটের এখনও বছরখানেক দেরি। ততদিনে সংখ্যাটা আরও কমবে কি না, তা ভবিষ্যৎই বলবে। রাজনীতিতে সততা, দায়বদ্ধতা, আনুগত্যের অত্যন্ত অভাব বলে এই সমস্যা। সিপিএম ছেড়ে বিজেপি, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল, তৃণমূল থেকে কংগ্রেস, কংগ্রেস থেকে তৃণমূল- দৃষ্টান্ত অজস্র। এ যেন মিউজিক্যাল চেয়ার!

রাজনীতিতে দলবদলের মতোই গুরুত্বপূর্ণ সৌজন্য ও কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। বিধানচন্দ্র রায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ছিলেন জ্যোতি বসু। একদিন বিধান রায়ের অনুপস্থিতিতে জ্যোতিবাবু সরকারপক্ষের মুণ্ডপাত করছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর বিধানবাবু সভায় ঢুকেই তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার বাবা গুরুতর অসুস্থ, আমি দেখে এসেছি। তুমি এখনই বাড়ি চলে যাও।' আবার বহু পরে জ্যোতিবাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী, তখন প্রাক্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব এবং সৌজন্যের অজস্র গল্প আছে।

বাবুল সুপ্রিয় তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন। ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় বাবুলকে দেখেই তাঁর গাড়িতে উঠতে অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌজন্য বজায় রেখে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওই গাড়িতে ওঠেন। তারপর ভিক্টোরিয়ার সামনে ঝালমুড়ি খান দুজনে। দশ-বারো বছর আগেও শাসক-বিরোধী পক্ষের এই সৌজন্য সম্পর্কের আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

সভার মধ্যে পরস্পরকে আক্রমণে তৃণমূল ও বিজেপি উভয়পক্ষ শালীনতা, শোভনীয়তা ছাড়াচ্ছে। যেটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। এতে সৌজন্য বলে কিছু থাকছে না। যা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বিরাট বাধা। হিন্দু ভোট টানতে কখনও মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, 'আমি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান।' কখনও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, 'তৃণমূলের সংখ্যালঘু বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে।' তৃণমূলের হুমায়ুন কবীর ও সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীরা আবার মুর্শিদাবাদে ঢুকতে না দেওয়া এবং ঠ্যাং খোঁড়া করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

হুমায়ুনকে অবশ্য দল শোকজ করেছে। সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের মন্তব্যও। তৃণমূলের কিছু বিধায়কও সভায় এবং বাইরে অপরিষদীয় ও বিদ্বেষমূলক কথা বলছেন। অথচ অভব্য আচরণের অভিযোগে বিরোধী বিধায়কদেরই শুধু সাসপেন্ড করেন অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত সবসময় নিরপেক্ষ থাকে বলা যাবে না। সব মিলিয়ে বিধানসভার পরিবেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ থাকছে না।

অথচ জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব অনেক। তাঁদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। বাকসংযম থাকাও জরুরি। এ রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস। সংবেদনশীল বিষয়ে অনেক ভেবেচিন্তে মুখ খোলা দরকার। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সেই কাণ্ডজ্ঞানের অভাব চোখে পড়ছে। শাসক-বিরোধী, দু'তরফেই একই সমস্যা। পরিষদীয় রাজনীতির মান নিম্নমুখী। অদূরভবিষ্যতে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটবে, এমন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত। **-ভগবান**

ঘুম নেই, ঘুম নেই নারীদের চোখে

নোটে স্বামীকে লিখেছেন স্ত্রী। 'তোমার জন্য রান্না রেখেছি। খেয়ে নিও প্লিজ।' ভাত নয়, এটা মহিলাদের চিতার ভস্ম।

মৌমিতা আলম

"আহার নিদ্রা ভয়, যতই বাড়াবে ততই হয়..."

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলে, নানি সবসময় তাই বলতেন। তারপর জুড়ে দিতেন, 'মুই দশটা ছাওয়ার মাও, নিন্দিবার সারাজীবন সময়ে পাও নাই' - বলেই এক তৃপ্তির হাসি হাসতেন। যেন না ঘুমোতে পারাটাই তাঁর স্বাভাবিক ছিল, আর না ঘুমোতে পেরে তিনি এক মহান কাজ করেছেন! সবকিছুর মতো ঘুমও ত্যাগ করবে নারীরা-- পিতৃতন্ত্র নামক শোষণযন্ত্র আমার নানির মাথায় গুঁজে দিয়েছিল এই ধারণা।

আমায় যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, শেষ কবে ভালো করে ঘুমিয়েছেন, আমি উত্তরের খোঁজে মাথা চুলকাব। তারপর হয়তো উত্তর দেব, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

শান্তির ঘুম ঘুমোনো সম্ভব কেমন করে! একজন একাকিনী মা, সঙ্গে রুটিরুজির জন্য যুদ্ধ- সময় দরিদ্রতার চরম শিকার আমি। চব্বিশ ঘণ্টার বিরামহীন যুদ্ধ। চোখে কালি, রিক্ত ক্লান্ত শরীর। না পাওয়া যায় আমার অনুপস্থিতিতে বাচ্চা দেখাশোনার প্রশিক্ষিত লোক, না আছে কাছেপিঠে তেমন কোনও বাচ্চা দেখার মতো সরকারি পরিকাঠামো। আর বড় বড় শহরে কিছু প্রতিষ্ঠান থাকলেও, সেসবের সুবিধে নিতে গেলে যা আয় করা দরকার, তাও করেন না বেশিরভাগ নারী।

আরএসমেড নামক একটি সংস্থা মানুষের ঘুম নিয়ে করা সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানিয়েছে, ভারতীয়রা প্রতি সপ্তাহে তিনদিন 'রেস্টোরেটিভ স্লিপ' থেকে বঞ্চিত। রেস্টোরেটিভ স্লিপ অর্থাৎ যা সহজ করে বললে বোঝায় গভীর ঘুম। যে ঘুম থেকে উঠে চনমনে লাগবে মন ও শরীর। আর প্রত্যাশামতোই এই সমীক্ষা আরও জানাচ্ছে, পুরুষদের থেকে নারীদের ঘুম কম হয়। নারীরা পুরুষদের থেকে বেশি ঘুম সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগেন।

হরমোনাল সমস্যা, মেনোপজ নারীদের জন্য সমস্যা আরও জটিল করে তোলে। বিশ্বে মেনোপজ পিরিয়ডে থাকা ৪৪% নারী সপ্তাহে অন্তত তিনবার নিদ্রাহীনতায় ভোগেন। নন-মেনোপজ মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা ৩৩%। সমীক্ষায় পড়লাম, ভারতে নিদ্রাহীনতায় ভোগার জন্য মহিলারা (১৭%) পুরুষদের (১২%) থেকে বেশি অসুস্থতাজনিত ছুটি নেন।

ভারতীয় পরিবারে বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও বাচ্চা দেখার প্রাথমিক দায়িত্ব আজও নারীদের। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর নারীদেরও মুক্তি নেই। টাইম ইউজ সার্ভে ২০২৪-এর সমীক্ষা (যা মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিটিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন প্রকাশ করে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) অনুযায়ী, নারীরা যখন বিনা বেতনের গৃহস্থালির কাজে সময় খরচ করে ২৮৮ মিনিট, পুরুষরা সেখানে খরচ করে ৮৮ মিনিট!

নব্য উদারীকরণের অর্থনীতিতে যখন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম, তখন বাড়ির অতিরিক্ত অর্থের চাহিদা মেটাতে নারীকে বাইরে বেরিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে পরিবার আগের মতো বাধা হয়তো দেয় না। তবে বাইরে কাজ করছে বলে অফিস ফেরত নারীর হাতে কেউ চায়ের কাপ তুলে দেয় না। যেমন পরিবারের পুরুষটির ক্ষেত্রে হয়। বাড়ির সমস্ত কাজ, সন্তানপালনের দায়িত্ব সামলেই বাইরের কাজ করতে হয় নারীদের। আর এতে মানসিক চাপ বাড়ছে নারীদের। একেই কর্মস্থলের চাপ আর তারপর গৃহস্থালির চাপ।

আর মানসিক চাপ হল নিদ্রাহীনতার এক প্রধান কারণ। সারাক্ষণ ঘড়ির কাঁটা কানের সামনে টিকটিক করলে নারীরা ঘুমোবেন কখন? নারীরা আয় করছেন, কিন্তু খরচ করে কে? পরিবারের সমস্ত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেন তো পুরুষরা।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা নারীদের অবস্থা আরও মারাত্মক। যাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত মূলধারার আলোচনায়, তাঁদের সম্পর্কে কোনও তথ্য খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। A Study On Problem Faced By The Women Workers In The Unorganised (construction) Sector In Trichy District, । Dec Special Issue ২০১৪)-এ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা নারীদের কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তার শিকার হতে হয় বেশি। তাঁরা বাড়িতেও গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হন বেশি। এত চাপ নিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা একটি নারীর সুখের ঘুম আসবে কী করে?

পরিবেশ দূষণ থেকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নারীদের জন্য সমস্যা আরও জটিল করে তুলছে। অত্যধিক গরমে এক ঝুপড়িতে থাকা নারী-- যাঁকে সকাল হলেই দু'ক্রোশ হেঁটে জলের খোঁজে বেরোতে হয় অথবা জলের লাইনে দাঁড়াতে হয়, কারণ পাশের নদীটির জল হয় দূষিত, নয় শুকিয়ে গেছে, তাঁর সারারাত কাটে অনিশ্চয়তায়। নিশ্চিন্ত ঘুমে নয়। এই গিগ ইকনমির যুগে, মেয়েদের কম ঘুমের জন্য বন্ধ্যাত্ব থেকে আলজাইমার্স রোগের শিকার হতে হচ্ছে বেশি করে। দক্ষিণপন্থী রাজনীতির হাত ধরে শক্ত হচ্ছে কর্পোরেটদের একচেটিয়া আধিপত্য। সারাদিন কম পয়সায় শপিং মলে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা কর্মীর না আছে চাকরির নিশ্চয়তা, না আছে তার ন্যায্য অধিকার। তার আবার শান্তির ঘুম? পাঠক কল্পনা করুন।

আমরা প্রতিদিন শুনতে পাই, নারী ক্ষমতায়নের গালভরা শব্দ, নেতাদের ভাষণ। আমরা কন্যাসন্তানদের শেখাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে, আর্থিক স্বনির্ভর হতে। কিন্তু একজন নারী যখন বাইরে কাজে বেরোবেন, তাঁর জন্য যোগ্য পরিকাঠামো নির্মাণের কথা বলি না। আমরা আমাদের পুত্রসন্তানদের শেখাই না গৃহস্থালির কাজ। বাইরে এবং ঘরে – দু'ক্ষেত্রে কাজ করতে করতে হাঁফিয়ে উঠছেন নারীরা। ক্ষমতায়ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে শোষণ।

মায়ের উপরেই ভারতীয় পরিবারগুলোতে ন্যস্ত বাচ্চা বড় করার দায়িত্ব। সেই মা বাচ্চা রেখে বাইরে কাজে বেরোলে বাচ্চা দেখবে কী? দরকার ক্রেশের। কিন্তু ক্রেশ কোথায়? কাগজে-কলমে কোথাও থাকলেও, বাস্তবে ক্রেশের উপস্থিতি নেই। এই ক্ষেত্রে বাইরে কাজ করতে যাওয়া নারীদের প্রথম ভরসা বাড়ির লোকজন বা আয়ামাসি। মা হওয়ার প্রথম কিছু বছর তো শুধুই ঘুমহীন রাত- মাতৃদুগ্ধ পান করানো থেকে বাচ্চার অসুস্থতা সামলানো।

ওই যে নানি বলতেন, মায়েদের ঘুম কীসের!

সব কর্মক্ষেত্রের মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ সমান নয়। কিছু কিছু রাজ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাইল্ড কেয়ার লিভ চালু হলেও, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ পুরুষ বা পুরুষালি মানসিকতার ধারক-বাহক। সেখানে সিসিএল চাইতে গেলে মনে হয় ছুটি নয়, তাঁদের হৃৎপিণ্ড চাইছি। এই অভিজ্ঞতা যে কোনও প্রতিষ্ঠানে কর্মরতা নারীর। পুরুষ সহকর্মী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মনে করেন মহিলা কর্মী বাড়তি সুযোগ পাচ্ছেন। না আছে আমাদের সমাজে পুরুষদের কোনও লিঙ্গসমতার পাঠ, না আছে জেন্ডার সেনসিটিভ মন।

পুঁজিবাদ নিজের স্বার্থেই বাঁচিয়ে রাখে পিতৃতন্ত্র, তা নারীদের অবস্থা জটিল করে তুলছে ক্রমশ। আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের আবার ক্ষমতায় আসার পর যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, তা বিপন্ন করে তুলেছে আমাদের দেশ থেকে ওই দেশে কাজ করা নারীদের। এইচওয়ানবি ভিসায় কাজ করা ডেটা সায়েন্টিস্ট জ্যোতি (নাম পরিবর্তিত) বলছিলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সবসময় পারফরমেন্সের চাপ, একাকিত্ব তাকে নিদ্রাহীন রাখে বহু রাত। সে ভুগছে ফাইব্রোমেলজিয়া বলে এক রোগে। যে রোগের এক মূল কারণ চাপ।

কবে পারবে নারীরা একটু শান্তিতে ঘুমোতে? নাকি এই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় শুধুই নারীদের ভবিতব্য গাজিয়াবাদের কেন্দ্রীয় স্কুলের শিক্ষক অন্বিতা শর্মার মতো? যিনি গত সোমবার আত্মহত্যা করে রেখে গিয়েছেন একটি দীর্ঘ সুইসাইড নোট। তিনি হাঁফিয়ে উঠেছিলেন, "চাকরিজীবী এক পরিচারিকা স্ত্রীর" রোল পালন করতে করতে। চাকরিজীবী গৃহকর্মে সুনিপুণা পাত্রী চাইয়ের- পিতৃতান্ত্রিক দাবির শিকার অন্বিতা। স্বামীর উদ্দেশে তাঁর সুইসাইড নোটের শেষ লাইনটা, পাঠক পড়ে দেখুন বারবার - "গৌরব কৌশিক, তোমার জন্য রান্না করে রেখেছি। খেয়ে নিও প্লিজ।" এটা ভাত নয়, এটা পিতৃতন্ত্রের জন্য বেড়ে রাখা মহিলাদের চিতার ভস্ম।

খেয়ে নাও পিতৃতন্ত্র প্লিজ।

(লেখক ময়নাগুড়ির শিক্ষক। সাহিত্যিক)

আজ

২০২২

অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

২০০৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি যন্ত্রসংগীতশিল্পী ভি বালসারা।

আলোচিত

ব্যাকরণ ঠিক রাখো। ভাষাটা শিখে যাবে। তৃণমূলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই নেত্রী। অভিষেক সেনাপতি। এব্যাপারে কারও কোনও সন্দেহ আছে? দিদিই অভিষেকের হাতে ব্যাটন দিয়েছেন। এখানে আসল তৃণমূল দলটা। মমতা বনাম অভিষেক নয়, মমতা ও অভিষেক।

- বাবুল সুপ্রিয়

ভাইরাল/১

সম্প্রতি অক্টোপাসকে হাঙরের পিঠে চড়ে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। বিস্মিত গবেষকরা। ওই অক্টোপাস সমুদ্রের নীচে থাকে। আর হাঙর থাকে ওপরে। কীভাবে অক্টোপাস হাঙরের পিঠে উঠল তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলছে 'শার্কটোপাস'।

ভাইরাল/২

কুকুরছানাকে নিয়ে গাছে উঠে পড়ে বাঁদরটি। ছানাকে জাপটে ধরে এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। সবাই ভেবেছিল ছানার ক্ষতি করবে বাঁদর। কিন্তু কিছু পরে নীচে এসে বাচ্চাটিকে ছেড়ে দেয়। অবাক নেটনাগরিকরা।

জনমন জনমত

আইপিএলে টিকিটের দাম এত কেন

২০২৫ সালে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) ম্যাচগুলির টিকিটের মূল্য বেড়েছে, যা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইডেন গার্ডেন্সের কেকেআরের ম্যাচগুলির সর্বনিম্ন টিকিটের দাম ৯০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১৫০ টাকা বেশি। অন্যদিকে, সর্বোচ্চ টিকিটের মূল্য ৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে খেলা উপভোগ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

ক্রিকেট সবসময় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে সমানভাবে জনপ্রিয় এবং ইডেন গার্ডেন্সের মতো ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়ামে খেলা দেখার ইচ্ছে সকলেরই থাকে। তবে টিকিটের উচ্চমূল্যের কারণে অনেকের পক্ষে সেই ইচ্ছে পূরণ করা সম্ভব হয় না।

কেকেআর কর্তৃপক্ষের উচিত টিকিটের মূল্য নির্ধারণে সাধারণ দর্শকদের আর্থিক সক্ষমতাকে বিবেচনা করা। টিকিটের মূল্য কমিয়ে বা বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের জন্য খেলা দেখার সুযোগ বাড়ানো যেতে পারে। এতে স্টেডিয়ামে দর্শকের সংখ্যা বাড়বে এবং দলও সমর্থকদের থেকে আরও উৎসাহ পাবে। তাই টিকিটের মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা উচিত, যাতে সবাই এই খেলা উপভোগ করতে পারেন এবং আমাদের ক্রিকেট সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হয়।

রীতম হালদার, সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

বাঙালি মিষ্টির দোকান কমছে

শিলিগুড়িতে কয়েক বছর আগেও বাঙালি মিষ্টির ব্যবসার রমরমা ছিল। এখন বাঙালি মিষ্টির দোকান অনেক কমে গিয়েছে। স্বাদ, গন্ধ, বর্ণই হোক কিংবা প্যাকেজিং- কোনওটাতেই বাঙালি মিষ্টির দোকান পেরে উঠছে না। নতুন প্রজন্ম মিষ্টি বিশেষ করে রসালো মিষ্টি একদমই পছন্দ করে না। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের পছন্দ একাধিক অবাঙালি দোকানের মতিচুর লাড্ডু, কাজু বরফি, মিল্ক কেক ইত্যাদি। এইসব দোকান থেকে অনলাইনেও মিষ্টি ও নমকিন কেনা যায়।

বাঙালি দোকান মার খাচ্ছে আধুনিকীকরণের অভাবে আর সঠিক প্যাকেটজাত-পদ্ধতি না মানার জন্য। প্যাকেজিং একটা শিল্প। প্যাকেট ভালো না হলে বাসে, ট্রেনে বা বিমানে পরিবহণে বিরাট অন্তরায় তৈরি হয়।

অসীমকুমার ভদ্র, শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আর কবে ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের কাজ

পরিবেশগত বিষয়কে উপেক্ষা করে ভুটানে পরপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হচ্ছে কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায়। সবাই নিশ্চুপ।

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য্য

ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন সংক্রান্ত কোনও আলোচনা সাম্প্রতিক সংসদ অধিবেশনে হয়নি। বিগত ইন্দো-ভুটান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে সভাতেও আলোচনার সূত্রায়ন হয়নি।

উত্তরবঙ্গের তিন প্রাক্তন সাংসদ তারিণী রায়, জিতেন দাস ও মিনতি সেন, এই বিষয়ে সংসদে একসময় প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক থাকাকালীন দেবপ্রসাদ রায় এই নিয়ে প্রবলভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন। বর্তমান আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এই বিষয়ে বিধানসভায় ধারাবাহিকভাবে সরব। রাজ্য বিধানসভায় যৌথ নদী কমিশন গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। রাজ্য থেকে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল বিষয়টি নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করবে বলে জানা গেলেও এখনও পর্যন্ত ফলপ্রসূ কর্মসূচি নেই।

ভারত সরকার ভুটানের সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত যে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করেছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ চলছে। সেক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টের শর্তাবলি কতদূর মানা হয়েছে, তা নিয়েও জিজ্ঞাসা আছে।

প্রসঙ্গগুলো যাঁদের যে স্থানে তোলা উচিত, তাঁরা নির্বাক! কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের ২০২৩-'২৪ এর রিপোর্টেরও কোথাও যৌথ নদী কমিশন স্থাপন করার ইঙ্গিত পর্যন্তও নেই। এই বছর ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের ৮৩তম সভায়ও এই প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনাও হয়নি। সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটিও এখনও পর্যন্ত নির্বাক। ইন্দো-ভুটান জয়েন্ট টেকনিকাল টিমের সপ্তম

বৈঠকেও (৬ অক্টোবর ২০২৩) ফলপ্রসূ কোনও সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসেনি। যা পরিস্থিতি, তাতে খুব সত্বর এই কমিশন গঠিত হচ্ছে না!

মাঝে মাঝে এই সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কথা সুকৌশলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অনেকটা 'ললিপপ' দেখানোর মতো! এই বছরের ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে ইন্দো-ভুটান নদী বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের দশম বৈঠকেও যৌথ নদী কমিশনের কোনও প্রসঙ্গ আলোচিত হয়নি। ভুটানে একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায়। যৌথ নদী কমিশন তৈরি হলে পরিবেশগত বিষয়কে যেভাবে উপেক্ষা করে ওই প্রকল্পগুলো গড়ে উঠছে, তা সম্ভব হওয়া কঠিন!

১৯৮০ সালে গঠিত ব্রহ্মপুত্র বোর্ড থেকে আজ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাত্র ৯১ কোটি টাকা পাওয়া গেছে! এই নিয়ে সংসদে আওয়াজ কবে উঠবে? ইন্দো-ভুটান জয়েন্ট টেকনিকাল টিমের প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের উপর ভিত্তি করে আজ পর্যন্ত ভারত ও ভুটানের মধ্যে ৩৬ হাইড্রো মেট্রোলজিক্যাল স্টেশন বসানো গিয়েছে। পাহাড়ি নদীর অন্যতম বিশিষ্টতা 'হড়পা'। সেই তথ্য আদানপ্রদানেরও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি। ১৯৪৯-এর ইন্দো-ভুটান বন্ধুত্ব চুক্তি ও ১৯৫০-এর ইন্দো-নেপাল চুক্তিরও পুনর্মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি। বিষয়টি নিয়ে সব দিক থেকে ভেবেই এগোতে হবে।

ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশন কবে বাস্তবতার মুখ দেখবে, তার কোনও ঠিক নেই! উত্তরবঙ্গের মানুষের 'জল-যন্ত্রণা'র নিদারুণ কষ্ট কবে ঘুচবে, কেউ জানে না! ড্রেজিং আর যত্রতত্র বাঁধ দিয়ে এই সমস্যা মিটতে পারে না। এই সহজ-সরল সত্যটি যথাযথভাবে বুঝে যত তাড়াতাড়ি যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়, ততই মঙ্গল!

(লেখক বানারহাটের স্কুল শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯৬

১		২	☆	৩	☆	☆	☆
	☆	৪			☆	৫	৬
৭			☆		☆	☆	
☆	☆	☆	☆	৮			
৯			১০	☆	☆	☆	☆
	☆	☆		☆	১১		১২
১৩		☆	১৪			☆	
☆	☆	☆		☆	১৫		

পাশাপাশি : ১। উত্তর ভারতে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের দরবারি নৃত্য শৈলী ৪। মূল চারটি দিকের অন্যতম ৫। পূর্ণিমা তিথি, প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ৭। চাঁদ ৮। পেটের রোগের পক্ষে উপকারি শাকবিশেষ ৯। প্রয়াত, লোকান্তরিত ১১। সহায়তা, উৎসাহ ১৩। শরীর, বিশাল মোটাসোটা চেহারা ১৪। আকাশ, শূন্য ১৫। নয় ফোঁটাওয়ালা তাস।

উপর-নীচ : ১। কখন, কোনও সময়ে ২। কদম ফুলের মতো দেখতে মিঠাইবিশেষ ৩। বিয়েতে অর্থ ও যৌতুক দেওয়ার রীতি ৬। গল্প, উপন্যাস ৯। প্রভু, কর্তা ১০। কল্পিত, অবাস্তব ১১। মনের যা কাজ, ভাবনাচিন্তা ১২। চামড়ায় ছাওয়া এক ধরনের তালবাদ্যযন্ত্র।

সমাধান ■ ৪০৯৫

পাশাপাশি : ১। গলিঘুঁজি ৩। ধনিক ৫। তত্ত্বতালাশ ৭। জিগির ৯। তকমা ১১। বাজারদর ১৪। শতক ১৫। ইন্দিবর।

উপর-নীচ : ১। গলাবাজি ২। জিরাত ৩। ধলতা ৪। কপিশ ৬। লাজুক ৮। গিরিজা ১০। মাতব্বর ১১। বাগীশ ১২। রক্ষক ১৩। রসুই।

বিন্দুবিসর্গ

হাস্যকর-অবিশ্বাস্য, দাবি বিচারপতি ভার্মার

পোড়া টাকার স্তূপের ছবি প্রকাশ্যে

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : গুদামঘরে পোড়া নোটের স্তূপ! সেই ছবি আপলোড করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে। সঙ্গে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়ের তদন্ত রিপোর্ট। তারপরেও নিজের সরকারি বাসভবন থেকে টাকা উদ্ধারের কথা অস্বীকার করেছেন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মা। তাঁর দাবি, তিনি পুরোপুরি নির্দোষ। আগুন লাগার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। স্ত্রীর সঙ্গে ভোপাল গিয়েছিলেন। ছবিতে যে পোড়া নোটের স্তূপ দেখা যাচ্ছে সেই সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই। ওইসব টাকার বান্ডিল তিনি কোনওদিন দেখেননি। শুধু তাই নয়, তাঁর গুদাম থেকে যে বস্তা বস্তা টাকা উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা নাকি বাড়ির কর্মীরাও বুঝতে পারেননি। গোটা ঘটনাকে 'ষড়যন্ত্র' বলে উল্লেখ করেছেন বিচারপতি ভার্মা।

তিনি বলেন, 'আমাকে যেটা অবাক করেছে তা হল, পুড়ে যাওয়া নোটের একটি বস্তাও নজরে আসেনি। যেগুলি উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। আমি স্পষ্টভাবে জোর দিয়ে বলছি, আমার মেয়ে, ব্যক্তিগত সহায়ক বা বাড়ির কর্মীদের কাউকে এই তথাকথিত পোড়া নোটের বস্তা দেখানো হয়নি।' বিচারপতি আরও বলেন, 'আমার কর্মীরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে পাওয়া নোট সরানো হয়নি।' তাঁর কথায়, 'এই নগদ টাকা আমাদের, এমন ধারণা পুরোপুরি হাস্যকর। গৃহকর্মীদের থাকার জায়গার কাছে অবস্থিত গুদামঘরে টাকা পাওয়া গিয়েছে। ওই ঘরটিতে যে কেউ ঢুকতে পারে। এরকম একটি জায়গায় নগদ রাখা অবিশ্বাস্য।' স্পষ্টতই টাকা উদ্ধারের ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন তিনি বলেছেন, তাঁর সম্মানহানির জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

তিনি নিজের পক্ষে যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করলেও ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নগদ কাণ্ডের তদন্ত করেছেন তিনি। তাঁর রিপোর্টটি ইতিমধ্যে পোড়া নোটের ছবির সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'পুলিশ কমিশনার তাঁর ১৬ মার্চের প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বাসভবনের নিরাপত্তাকর্মীর বয়ান অনুসারে, ১৫ মার্চ সকালে যে ঘরে আগুন লেগেছিল সেখান থেকে ধ্বংসাবশেষ এবং অন্যান্য পোড়া জিনিসপত্র আংশিকভাবে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমার তদন্তে বাংলোর কর্মী, মালি এবং পূর্তকর্মীরা বাদে অন্য কোনও ব্যক্তির প্রবেশের সম্ভাবনার বিষয়টি উঠে আসেনি।... আমার মতে এ ব্যাপারে আরও তদন্তের প্রয়োজন।'

বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার গুদামে আগুনে পুড়ে যাওয়া নোটের বান্ডিলের সেই ছবি প্রকাশিত।

> এই নগদ টাকা আমাদের, এমন ধারণা পুরোপুরি হাস্যকর। গৃহকর্মীদের থাকার জায়গার কাছে অবস্থিত গুদামে টাকা পাওয়া গিয়েছে। ওই ঘরটিতে যে কেউ ঢুকতে পারে। এরকম একটি জায়গায় নগদ রাখা অবিশ্বাস্য। আমার সম্মানহানির জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।
>
> **যশবন্ত ভার্মা**
> *দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি*

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং রাজধানী শহরের পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় অরোরা ছবিগুলি সংগ্রহ করেছেন। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই কলেজিয়ামের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। কলেজিয়ামের সিদ্ধান্ত অনুসারে রিপোর্টটি আপলোড করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে। এদিকে বিচারপতি ভার্মার বাড়ির কাছে আবর্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে বেশ কিছু ৫০০ টাকার পোড়া নোট তাঁদের নজরে এসেছে বলে দাবি করেছেন জনাকয়েক সাফাইকর্মী। তবে সেগুলি কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

কনকনে ঠান্ডার মধ্যে লন্ডনে মমতা

ভারতীয় হাইকমিশনের অনুষ্ঠানে থাকছেন আজ

দুবাই থেকে লন্ডনগামী বিমানে মমতাকে কেক উপহার বিমান কর্তৃপক্ষের।

লন্ডন ও কলকাতা, ২৩ মার্চ : পৃথিবীর বৃহত্তম এয়ারবাস এ৩৮০ যখন লন্ডনের আকাশে প্রবেশ করছে তখন বাইরে তুমুল বৃষ্টি। তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রির কাছাকাছি। রবিবার ভারতীয় সময় বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ হিথরো বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমানের চাকা ছুঁল। শনিবার সন্ধ্যায় দুবাই হয়ে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেন মমতা। সঙ্গে রয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, শিল্পসচিব বন্দনা যাদব, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব গৌতম সান্যাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা পীযূষ পান্ডে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে লন্ডন সফরে গিয়েছেন মমতা। সোমবার তিনি ভারতীয় হাইকমিশনের আমন্ত্রণে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরে থাকা দেবী দুর্গার কপালে টিপও পরালেন মমতা। দুবাই বিমানবন্দরে লাউঞ্জে যখন তিনি বসেছিলেন, তখন তাঁর চোখে পড়ে দুই গুজরাটি তরুণী মেহেন্দি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নাচছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে উৎসাহ দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দফায় দফায় চলে সেলফি তোলার হুজুগ।

বণিকসভার বৈঠকেও মমতা যোগ দেবেন মঙ্গলবার। তাই সময় নষ্ট না করে বিমানে যাওয়ার সময় প্রতিটি ফাইলে চোখ বুলিয়ে নেন। প্রয়োজনমতো ডেকে নেন মুখ্যসচিব ও শিল্পসচিবকে। প্রশাসনের এই শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে তিনি দফায় দফায় বৈঠকও করেন। আগামী সাতদিনের কর্মসূচিতে তিনি বুধবার একটি বাণিজ্য সম্মেলনেও যোগ দেবেন। বৃহস্পতিবার 'বাংলার নারীর ক্ষমতায়ন ও সাফল্য' শীর্ষক আলোচনায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেবেন। শুক্রবার কলকাতার উদ্দেশে তিনি রওনা দেবেন। আগামী কয়েকদিন ঠাসা কর্মসূচিতে বাংলার শিল্প, বাণিজ্য থেকে শুরু করে অর্থনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই তুলে ধরা হবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে।

হিথরো বিমানবন্দর থেকে কিছুটা দূরে বাকিংহাম প্যালেস। সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী সেন্ট জেমস কোর্ট হোটেল। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীরা উঠেছেন। দুবাইয়ের লন্ডনগামী বিমানে ওঠার পর তাঁর সম্মানে একটি বিশাল কেক উপহার দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। ওই কেক বিমানের অন্যান্য বিমানযাত্রীর মধ্যেও ভাগ করে দেওয়া হয়। দুবাই বিমানবন্দরের লাউঞ্জে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। বিদেশ সফর থেকে লগ্নি টানাই মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান লক্ষ্য। তাই সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে লন্ডনের যে প্রতিনিধি দল এসেছিল, তাঁদের দেওয়া প্রস্তাবগুলি বিমানেই খতিয়ে দেখেন মমতা। সেই মতো পদক্ষেপ করতে তিনি মুখ্যসচিবকে নির্দেশও দেন।

কেরলে বিজেপি সভাপতি বদল

তিরুবনন্তপুরম, ২৩ মার্চ : বিধানসভা ভোটের একবছর আগে কেরলে সভাপতি পদে রদবদল ঘটালেন বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। কে সুরেন্দ্রনকে সরিয়ে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি হচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। রবিবার দলের কোর কমিটির বৈঠকে সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দেন তিনি। সোমবার বিজেপির রাজ্য কাউন্সিলের বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করা হবে।

আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপি যাতে গোষ্ঠীকোন্দলকে দূরে সরিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে পারে, সেজন্য আগাগোড়াই নতুন মুখের সন্ধানে ছিল গেরুয়া শিবির। যেহেতু সামনে বিধানসভা ভোট তাই এই পরিস্থিতিতে সভাপতি পদে রদবদলের ঝুঁকি নিতে চাইছিল না বিজেপি। কিন্তু শেষমেশ সেই ঝুঁকি নিয়ে মোদি-শা-রা বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেরলে আপাতত সংগঠনকে এককাট্টা করাই তাঁদের লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, কেরলকে নিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যে ভিন্ন পরিকল্পনা কাজ করছে, সেটাও স্পষ্ট। রাজীব চন্দ্রশেখর সেই অর্থে বিজেপির কট্টর মুখ বলে কোনওদিনই পরিচিত ছিলেন না।

কর্ণাটক থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ গতবছর লোকসভা ভোটে তিরুবনন্তপুরমে কংগ্রেসের শশী থারুরের কাছে মাত্র ১৬০৭৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন। কেরল বিজেপিতে বর্তমানে দুটি গোষ্ঠী রয়েছে-একটি বিদায়ি সভাপতি কে সুরেন্দ্রনের নেতৃত্বাধীন এবং অপরটি বর্ষীয়ান নেতা পিকে কৃষ্ণদাসের নেতৃত্বাধীন। চন্দ্রশেখর এই গোষ্ঠীদুটির থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে চলেন।

ভার্জিনিয়ায় খুন বাবা-মেয়ে

রিচমন্ড, ২৩ মার্চ : মার্কিন মুলুকে মর্মান্তিক মৃত্যু হল অনাবাসী ভারতীয় বাবা ও মেয়ের। ভার্জিনিয়ার অ্যাকোম্যাক কাউন্টির একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এক ব্যক্তি বচসার জেরে গুলি চালালে প্রৌঢ় বাবা (৫৬) ও তাঁর তরুণী মেয়ে (২৪)-র মৃত্যু হয়। ওই স্টোরের কর্মী ছিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার সকালে দোকান খোলার পরই এই হামলার ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি জর্জ ফ্রেজিয়ার ডেভন ওয়ার্টন (৪৪) ওইদিন সকালে দোকানে আসেন মদ কিনতে। তিনি জানতে চান কেন দোকান রাতভর বন্ধ ছিল। এরপর তিনি বন্দুক বের করে বাবা-মেয়েকে তাক করে গুলি চালান। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান প্রদীপ প্যাটেল। তাঁর মেয়ে ঊর্মি হাসপাতালে মারা যান। পুলিশ অভিযুক্ত ওয়ার্টনের বিরুদ্ধে 'প্রথম ডিগ্রি হত্যা' সহ বিভিন্ন গুরুতর অপরাধে মামলা দায়ের করেছে। ৬ বছর আগে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁরা।

সুশান্ত মৃত্যু মামলায় ইতি টানল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : অবশেষে যাবতীয় জট কাটল অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে। রাজপুতের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বছর পর সিবিআই দুটি পৃথক মামলা বন্ধের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। দুটি মামলার একটি ছিল 'আত্মহত্যায় প্ররোচনা', অন্যটি 'ভুল ওষুধের প্রেসক্রিপশন' সংক্রান্ত। প্রথম মামলা পাটনার বিশেষ আদালতে এবং দ্বিতীয়টি মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতে চলছিল। তদন্ত শেষে সিবিআই জানিয়েছে, 'আত্মহত্যার জন্য কাউকে দায়ী করার মতো কোনও প্রমাণ মেলেনি। ফরেন্সিক রিপোর্টে মেলেনি বিষ প্রয়োগ বা শ্বাসরোধের কোন ইঙ্গিতও।'

২০২০ সালের ১৪ জুন অভিনেতার মৃত্যুর পর তোলপাড় হয় গোটা দেশ। এরপর প্রায় পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। আত্মহত্যা নয়, সুশান্তকে খুন করা হয় বলেই অভিযোগ জানান অভিনেতার বাবা। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিলেন সুশান্তের প্রেমিকা অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী। সেই সময় হাজতবাসও হয় রিয়া ও তাঁর ভাইয়ের। শনিবার মুম্বই আদালতকে সিবিআই এই মামলার অন্তিম রিপোর্ট জমা দেয়। প্রাথমিকভাবে, মামলাটি আত্মহত্যা বলেই জানানো হয়েছিল। চূড়ান্ত রিপোর্টে সেটাই নিশ্চিত করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

সুশান্তের মামলা বন্ধ হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই নিজের মক্কেল রিয়ার হয়ে সুর চড়ানোর পাশাপাশি সিবিআইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আইনজীবী সতীশ মানেশিন্ডে। তিনি বলেন, 'আমরা সিবিআইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা এই মামলার প্রতিটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে তারপর মামলাটি বন্ধ করেছে।' মানেশিন্ডে তীব্র নিন্দা করেন গণমাধ্যমের ভূমিকারও। তাঁর কথায়, 'সমাজমাধ্যম এবং গণমাধ্যমে যে পরিমাণে মিথ্যা ছড়ানো হয়েছে তা ভয়াবহ।'

ওয়াকফ বিল সংবিধানের ওপর আঘাত কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলকে ভারতীয় সংবিধানের ওপর আঘাত বলে আক্রমণ শানাল কংগ্রেস। রবিবার দলের প্রচার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমাদের বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত সমাজের শতাব্দীপ্রাচীন সামাজিক সম্প্রীতির বাঁধনের ক্ষতি করার যে লাগাতার প্রয়াস বিজেপি করে যাচ্ছে, সেই রণকৌশলের অংশ হল ওয়াকফ সংশোধনী বিল। এই বিল সংবিধানের ওপর আঘাত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজেপির রণকৌশলের অংশ হল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালানো এবং তাদের সম্পর্কে একটি মিথ্যা ধারণা তৈরি করা। এই বিল ভুলে ভর্তি।' ওয়াকফ বিল নিয়ে ইতিমধ্যে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসি। রমেশের অভিযোগ, ওই কমিটিতে নতুন বিল

নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোনও আলোচনা করাই হয়নি। এমনটা সংসদীয় রীতিনীতির পরিপন্থী।

সংশোধিত বিলটি কেন ভুলে ভরা তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ বলেন, পুরোনো আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ সম্পত্তির দেখভাল করার জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল সেগুলির মর্যাদা, গঠনকাঠামো এবং কর্তৃত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ওই সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি ও বিষয়গুলি নিয়ে নিজেদের পদক্ষেপ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তিনি জানান, ওয়াকফের উদ্দেশ্যে কারা জমি দান করতে পারবেন তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে ধোঁয়াশা তৈরি করার পাশাপাশি ওয়াকফের সংজ্ঞাতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

নীতীশের ইফতার আমন্ত্রণ নাকচ মুসলিম সংগঠনের

পাটনা, ২৩ মার্চ : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁর ইফতার আমন্ত্রণ খারিজ করে দিল ইমারাত শাহরিয়া নামে একটি মুসলিম সংগঠন। ওয়াকফ সংশোধনী বিলে নীতীশ সমর্থন করায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই সংগঠনটি। বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশায় তাদের অনুগামীর সংখ্যা যথেষ্ট। রবিবার পাটনার ১ নম্বর অ্যানে মার্গে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে ইফতার পার্টির আয়োজন করেছিলেন নীতীশ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান, উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, বিধানসভার স্পিকার নন্দকিশোর যাদব প্রমুখ।

মুসলিম সংগঠনটির তরফে বলা হয়েছে, ২৩ মার্চের সরকারি ইফতারে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওয়াকফ বিলে আপনার সমর্থনের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইমারাত শাহরিয়ার অভিযোগ, ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের যে প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন, সেটাই এখন আর মানছেন না তিনি। সংগঠনটি বলেছে, 'আপনি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা এবং সংখ্যালঘু অধিকারের কথা বলে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। কিন্তু বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে এবং অসাংবিধানিক, বেআইনি একটি বিলে সমর্থন জানিয়ে আপনি আপনার নিজের অবস্থান বদলে দিয়েছেন।'

এদিকে ভোটকুশলী তথা জনসুরজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর তথা পিকে মুখ্যমন্ত্রীকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে তোপ দেগেছেন। এদিকে বিহারের নবনিযুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার এবং এআইসিসির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা কৃষ্ণ আলাভারুকে নিয়ে রবিবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন কংগ্রেসের মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান পবন খেরা।

সম্ভাল হিংসায় গ্রেপ্তার হলেন মসজিদের প্রধান

সম্ভাল, ২৩ মার্চ : আদালতের নির্দেশে গত ২৪ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের শাহি জামা মসজিদে সমীক্ষার কাজে গিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। সেখানে হামলা চালান স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়। ২৯ জন পুলিশকর্মী ও বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হন। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে রবিবার শাহি জামা মসজিদের প্রধান জাফর আলিকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)।

এর আগে তাঁকে একাধিকবার তদন্তকারীদের সামনে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবার হাজিরা এড়িয়ে যান জাফর আলি। শেষপর্যন্ত রবিবার হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রাফা ছাড়তে চাপ প্যালেস্তিনীয়দের

গাজা, ২৩ মার্চ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুরে সুর মিলিয়ে প্যালেস্তিনীয়দের গাজার প্রতিবেশী আরব দেশগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এবার সেই বার্তা কার্যকর করার ইঙ্গিত মিলল। রবিবার দক্ষিণ গাজার সবচেয়ে বড় শহর রাফার একাংশ থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সরে যেতে বলেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। বাহিনীর মুখপাত্র আভিচায় আদ্রেই এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'আমাদের সেনা রাফার তাল-আল-সুলতান এলাকায় জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে আক্রমণ করেছে। সেখানকার বাসিন্দাদের বিপজ্জনক যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে গাজার উত্তরে নিরাপদ অঞ্চলে চলে যেতে বলা হয়েছে।'

হামাসের সঙ্গে প্রথম পর্বের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে গাজায় সেনা অভিযানে গতি এনেছে ইজরায়েল। তাদের হামলায় গত এক সপ্তাহে ৬০০-র মারা গিয়েছেন। গাজার একমাত্র ক্যানসার হাসপাতালটিও ইজরায়েলি হামলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

বিনা দোষে কাতারে আটক ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : কাতারে তিন মাস ধরে অমিত গুপ্ত নামে এক ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে আটকে রাখা হয়েছে। টেক মাহিন্দ্রার কাতার শাখার প্রধান ওই তরুণ গুজরাটের বাসিন্দা। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, বিনা দোষে বন্দি করে রাখা হয়েছে অমিতকে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। যোগাযোগ করেছেন বিদেশমন্ত্রক এবং কাতারের রাজধানী দোহায় ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গেও।

অমিতের বাবা-মা থাকেন গুজরাটের ভদোদরায়। পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী অমিত বহুজাতিক সংস্থা টেক মাহিন্দ্রার কর্মী। তিনি কাতারে বসবাস করছেন ২০১৩ সাল থেকে। আটক তরুণের মা পুষ্পা গুপ্ত জানিয়েছেন, গত ১ জানুয়ারি কোনও অভিযোগ ছাড়াই অমিতকে আটক করে সে দেশের পুলিশ। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত হেপাজতেই অমিত। অমিতের বাবা-মা ভদোদরার সাংসদ হেমাঙ্গ যোশির সঙ্গেও এ বিষয়ে কথা বলেছেন।

পরিবারের দাবি, গত ১ জানুয়ারি কাতারের এক রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন অমিত। সেখানেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর ৪৮ ঘণ্টা কিছু খেতে না দিয়ে তাঁকে থানায় বসিয়ে রাখা হয়। কী কারণে ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা সে দেশের প্রশাসন স্পষ্টভাবে জানায়নি। অমিতের আটক হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁর মা বলেন, 'কোম্পানির কেউ হয়তো কিছু করেছে, কিন্তু তিনি (অমিত) যেহেতু সংস্থার স্থানীয় প্রধান, তাই তাকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

অমিতের স্ত্রী-ও কাতারেই থাকেন। অমিতের বাবা জানান, পুত্রবধূ কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করেছেন। ভারতীয় দূতাবাস ইতিমধ্যে এই বিষয়ে সহযোগিতা শুরু করেছে।

কেন্দ্রের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির আটক হওয়ার বিষয়টি কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের নজরে রয়েছে। দূতাবাস থেকে ওই তরুণের পরিবারকে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী কেন্দ্রের আধিকারিক জানিয়েছেন, একটি মামলার তদন্ত সংক্রান্ত বিষয়ে আটক করা হয়েছে ওই তরুণকে। তবে মামলাটি কী নিয়ে এবং অমিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী, তা স্পষ্ট নয়।

যুগলের মৃত্যুতে খুলল সীমান্তের সেতু

শ্রীনগর, ২৩ মার্চ : ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে যুক্ত করেছে কামান সেতু। দীর্ঘ ৬ বছর বন্ধ থাকার পর শনিবার খোলা হল সেই সেতু।

তবে সামরিক কারণে বা বাণিজ্যের জন্য নয়, সেতুটি খোলা হল লাশ পরিবহণের জন্য। ৫ মার্চ ঝিলম নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বাসগ্রানের এক তরুণ এবং কামালকোটের একজন তরুণী। জলের তোড়ে তাঁরা ভেসে যান। শেষপর্যন্ত পাক অধিকৃত কাশ্মীরের চিনারি থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার করা হয়। দেহ ২টি ফেরত পেতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ভারতীয় সেনা। দু-পক্ষের আলোচনায় ঠিক হয় কামান সেতু দিয়ে দেহ ২টি ভারতে নিয়ে আসা হবে। সেই মতো এদিন কামান সেতুতে পাক প্রশাসনের তরফে দেহগুলি ভারতীয় সেনার হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মৃতদের পরিবারের সদস্যরা।

চোকসিকে ফেরানোর চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ : পিএনবি জালিয়াতি কাণ্ডের অন্যতম মূল পান্ডা মেহুল চোকসিকে বেলজিয়াম থেকে ফেরানোর চিন্তাভাবনা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ওই জালিয়াত বর্তমানে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বেলজিয়ামের অন্তরীপে বাস করছেন। সেদেশের রেসিডেন্সি কার্ডও রয়েছে মেহুলের। বেলজিয়াম সরকার যাতে চোকসিকে প্রত্যর্পণ করে তার জন্য ভারত সরকারের তরফে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মাদকের দাবি সাহিল, মুসকানের

লখনউ, ২৩ মার্চ : জেল বড় কঠিন ঠাঁই। বাইরে যতটা খোশমেজাজে থাকা যায়, জেলের পাঁচিলের ওপারের পরিস্থিতি তার চেয়ে একেবারেই আলাদা। মিরাটে স্বামী সৌরভ রাজপুত হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত স্ত্রী মুসকান ও তার প্রেমিক সাহিল জেলের ভিতর পড়ে গিয়েছে মহাসংকটে। দু'জনই মাদকাসক্ত এবং জেলে থাকার পর থেকে তীব্রভাবে মাদকের জন্য আকুল হয়ে পড়েছে তারা। গাঁজার ছিলিমে টান দেওয়ার সুযোগ না পেলে খাবারদাবার মুখে তুলবে না বলে তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষকে।

দু'জনকেই আপাতত মিরাটের চৌধুরী চরণ সিং জেলা কারাগারের মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, স্বাভাবিক হতে দুই অভিযুক্তের কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ দিন সময় লাগবে। মুসকানের

পাশে নেই পরিবার, আইনজীবী চেয়ে আর্জি

পরিবারের অভিযোগ, সাহিলই তাদের মেয়েকে মাদক সেবনের পথে ঠেলে দিয়েছে।

জেল সুপার বীরেশরাজ শর্মা জানিয়েছেন, কারাগারে সমস্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুবিধা রয়েছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে সৌরভ হত্যায় অভিযুক্তদের। তাদের মাদক ছাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। এরপর কাউন্সেলিং করা হবে।

অন্যদিকে পরিবার পাশে না থাকায় মামলা লড়তে সরকারি আইনজীবী চেয়ে আবেদন করেছে মুসকান। জেল সুপার জানিয়েছেন, জেল এক হলেও মুসকান এবং সাহিলকে আলাদা ব্যারাকে রাখা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'শনিবার মুসকান আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁর ব্যারাকে ফোন করে যোগাযোগ করি। তখন তিনি আমাকে জানান, তাঁর পরিবার বিরক্ত। তাঁর হয়ে মামলা লড়বে না। তাই তাঁকে যেন সরকারের তরফে কোনও আইনজীবীর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। আমরা আদালতে সেই কথা জানিয়ে একটি আবেদন পাঠিয়েছি। প্রত্যেক অভিযুক্তেরই আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।'

সুস্থ থাকুন

প্যারাসিটামল নিয়ে আতঙ্ক নয়

ভারতের ডিপার্টমেন্ট অফ ড্রাগ কন্ট্রোল থেকে বহু সংখ্যক ওষুধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই অবস্থায় অনেকের মনেই দ্বিধা দেখা দিয়েছে যে, প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যথা ও জ্বরে ব্যবহৃত নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং আপাত নিরাপদ প্যারাসিটামলও কী এই গোত্রের মধ্যে পড়ে? সেই দ্বিধার নিরসনে কলম ধরলেন জেনারেল ফিজিশিয়ান

ডাঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য

সরকারের তরফে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ এবং ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন-এর (যেখানে বিভিন্ন উপাদানের ওষুধকে যুক্ত করে একটি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়) যে তালিকা আছে সেখানে ৩৮ নম্বরে বলা হয়েছে, 'Fixed dose combination of Metoclopramide with systemically absorbed drugs except fixed dose combination of metoclopramide with aspirin/paracetamol.' (বমি কমানোর ওষুধ মেটোক্লোপ্রামাইড অ্যাসপিরিন বা প্যারাসিটামলের সঙ্গে যৌগ ছাড়া অন্য সব ওষুধের ক্ষেত্রে যৌগ নিষিদ্ধ হয়েছে)। যাইহোক, যেসব ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণের জন্য যে কেউ এই লিংকটি অনুসরণ করতে পারেন, বিস্তৃত বিবরণ পেয়ে যাবেন – https://drugs.delhi.gov.in/drugs/banned-drugs.

প্যারাসিটামলের ইতিহাস

প্যারাসিটামল ওষুধটির (অণুটিরও বটে) জন্ম আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে, ১৮৭৮ সালে এক আমেরিকান রসায়নবিদের হাতে। কোনও কোনও তথ্য থেকে অনুমান করা হয়, ১৮৫২ সালেই এ ওষুধটি আবিষ্কৃত হয়েছিল এক ফরাসি রসায়নবিদের হাতে। আবিষ্কারের গোড়া থেকেই এই সরল চেহারার অণুটি ডাক্তারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকটি কারণে– (১) এটা এমন একধরনের ওষুধ যা কোনওরকম নির্ভরশীলতা তৈরি করে না, (২) জ্বর কমানোর ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য, (৩) স্বাভাবিক ডোজে ও সুস্থ শরীরে এর কোনও ক্ষতিকারক প্রভাব নেই, এবং (৪) মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের ব্যথার ক্ষেত্রেও এই ওষুধ যথেষ্ট কার্যকরী।

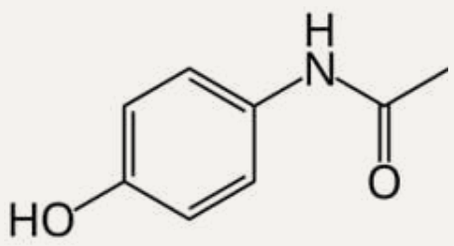

(প্যারাসিটামল অণুর গঠন)

সমগ্র বিশ্ব একে প্যারাসিটামল হিসেবে জানলেও আমেরিকায় এর নাম অ্যাসিটামিনোফেন। এই ওষুধকে মাইগ্রেনের ব্যথায় ব্যবহার করা যায়। ব্যবহার করা যায় বিভিন্ন ধরনের টেনশনজনিত মাথাব্যথার উপশমকারী ওষুধ হিসেবে। ১৯৫০ সাল নাগাদ প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধের দোকান থেকে বিপুল হারে এই ওষুধ বিক্রি শুরু হয়, কারণ সাধারণভাবে এ ওষুধের ব্যবহারে কোনও ক্ষতি নেই।

২০২২ সালের হিসেব বলছে, আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি যেসব ওষুধ প্রেসক্রাইব করা হয় তার মধ্যে ১১৪তম স্থানে রয়েছে প্যারাসিটামল তথা অ্যাসিটামিনোফেন। ২০২০ সালে ৫০ লক্ষের বেশি প্রেসক্রিপশন হয়েছে ওষুধটির। এখানে প্রশ্ন উঠবে, সম্প্রতি এই ওষুধের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে হঠাৎ করে ভারতে শোরগোল উঠল কেন? এর সরাসরি উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় কেন হঠাৎ করে এক-এক সময় 'মব লিঞ্চিং'-এর মতো গণ উন্মাদনা তৈরি হয়।

প্যারাসিটামল : বাস্তব, অতি কথা ও গণমানসিকতা

এটা খুব ভাসাভাসাভাবে বুঝতে গেলেও বায়োকেমিস্ট্রির সর্বজনবোধ্য সামান্য ধারণা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। নীচের ডায়াগ্রাম দুটো দেখা যাক।

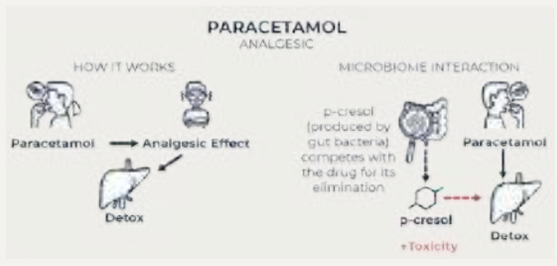

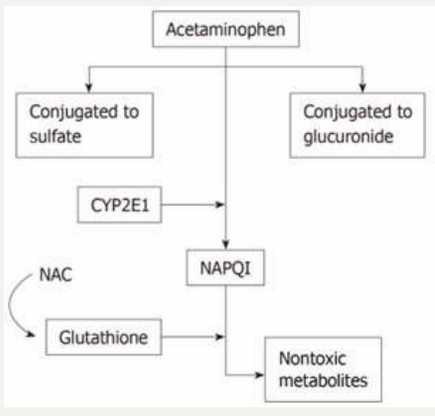

এই ডায়াগ্রাম দুটি থেকে সহজেই বোঝা যায়, শেষ অবধি ওষুধটি লিভারে গিয়ে 'নির্বিষ' হয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় দুটি পথে– (১) সরাসরি লিভারের হস্তক্ষেপে, (২) আমাদের অন্ত্রে যে বিভিন্ন ধরনের অণুজীব থাকে, তাদেরও এই 'নির্বিষ' হওয়ার প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রয়েছে। আমেরিকার মান্য সংস্থা এফডিএ (ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, অতি দুর্লভ (হয়তো ১ কোটিতে ১ জন) পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়– একধরনের ত্বকের রোগ (স্টিভেন-জনসন সিন্ড্রোম) হয় এবং টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস অর্থাৎ উপরি ত্বকের চামড়া খসে পড়ে।

ওয়ার্ল্ড জার্নাল অফ হেপাটোলজি (এপ্রিল, ২০২০)-তে প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, সুস্থ স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার অধিকারী যে কোনও মানুষ দিনে ৪ গ্রাম অবধি প্যারাসিটামল খেতে পারেন। যে ডোজে প্যারাসিটামল লিভারের চূড়ান্ত ক্ষতি করে সেই ডোজ হল ১৬ গ্রাম।

ফলে মাভৈ! প্যারাসিটামলকে অপরাধী করবেন না নিজের সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে অপরাধ আড়াল করার জন্য। তাহলে কী ক্ষতি হয় লিভারে? লিভারে অসংখ্য এনজাইম এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় যৌগ থাকে যেগুলো প্যারাসিটামলকে 'নির্বিষ' (ডিটক্সিফাই) করে। স্বাভাবিক অবস্থায় অক্ষতিকারক প্যারাসিটামলের উপজাত পদার্থ রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে ৯০ শতাংশ কিডনি দিয়ে দেহের বাইরে চলে যায়। কিন্তু তার আগের নির্বীষকরণ প্রক্রিয়া চলে লিভারে। যদি ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ একদিনে ১৬ গ্রামের আশপাশে প্যারাসিটামল খেয়ে ফেলেন তাহলে কী হতে পারে? আমরা নীচের দুটি ডায়াগ্রাম দেখব।

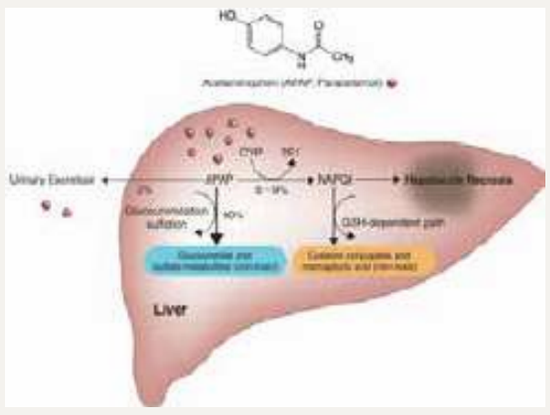

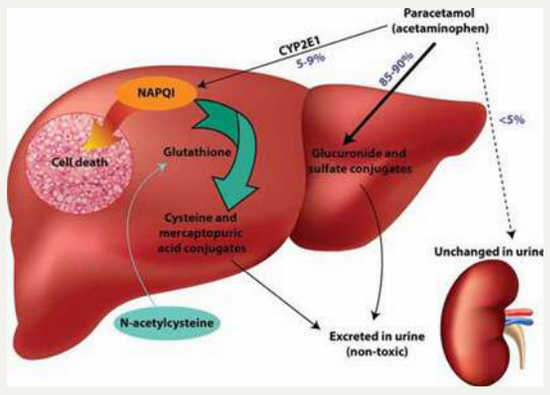

কিছু সতর্কবার্তা

কয়েক ধরনের ওষুধের সঙ্গে প্যারাসিটামলের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়। সে ব্যাপারে রোগীকে এবং তাঁর পরিজনকে সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে ডাক্তারবাবুকেও। এইসব ওষুধের মধ্যে রয়েছে- (১) মৃগীতে ব্যবহৃত কিছু ওষুধ, যেমন টেগ্রেটল, (২) যক্ষ্মায় ব্যবহৃত ওষুধ, যেমন রিফামপিসিন, (৩) হার্টের রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ওয়ারফেরিন, (৪) অ্যালকোহল, এবং (৫) মিল্ক থিসল যা বিভিন্ন লিভারের অসুখে ব্যবহার করা হয়।

পরিশেষে বলব, দিনে ২ গ্রাম মাত্রার মধ্যে (কখনও ৪ গ্রাম অবধি) প্যারাসিটামল নিশ্চিন্তে খেতে পারেন, যদি আপনার অন্য কোনও রোগ না থাকে। অন্য কোনও রোগ থাকলে অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

জেন-জি'র মানসিক সুস্থতায় করণীয়

প্রায় সব বয়সের মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এজন্য দায়ী পরিবর্তিত জীবনধারা। সমীক্ষা বলছে, এরমধ্যে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেন-জি। এখনকার তরুণ প্রজন্ম সাংঘাতিক চাপ, উদ্বেগ ও ডিপ্রেশনের সম্মুখীন, অনেকে বার্নআউটের অভিযোগও করে, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রমবর্ধমান শিক্ষাগত চাপ, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক মাধ্যমে বুঁদ হয়ে থাকা, কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক তুলনা ও বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা জেন-জি'র মানসিক চাপের মহামারিকে যেন নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় তরুণদের মধ্যে চাপ ও দুশ্চিন্তা যে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে, সে বিষয়ে সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষাতেও আলোকপাত করা হয়েছে।

এই অবস্থায় জেন-জি'রা দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের পাশাপাশি তাদের অনুভূতি, আবেগ ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করতে পারে। যেমন –

জার্নালিং

নিজের চিন্তা, আবেগ, অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সব থেকে সেরা উপায় জার্নালিং। সেইসঙ্গে আপনার ভাবনাকে আপনার মনের মতো করে কোনও ভয় ছাড়াই উপস্থাপন করার সহজ উপায় এই জার্নালিং বা লিখে রাখার প্রক্রিয়া। মানসিক সমস্যাজনিত উপসর্গকে নিয়ন্ত্রণ করে জার্নালিং, সেইসঙ্গে মেজাজও ভালো রাখে। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত জার্নালিং উপসর্গ ট্র্যাক করে, ট্রিগারগুলো চিনতে এবং সেগুলো ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এছাড়া নিজের সঙ্গে ইতিবাচক কথা বলতে, নেতিবাচক চিন্তাভাবনা শনাক্ত করতে এবং সেগুলো দূর করতে সাহায্য করে জার্নালিং।

বই পড়া

বিভিন্ন ভালো অভ্যাসের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস অন্যতম, যা মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি একটি ধ্যানমূলক কার্যকলাপ, যা একটি কাজে মনোনিবেশ রাখতে সাহায্য করে এবং স্ট্রেস কমায়। এছাড়া বই পড়া মনকে সৃজনশীল করে তোলে। ফলে আপনি যা পড়ছেন সেটা কল্পনাও করতে পারেন। এছাড়া ডিমেনশিয়া ও অ্যালজাইমার্সের মতো রোগের লক্ষণও কমাতে সাহায্য করে।

শরীরচর্চা

নিয়মিত ওয়ার্কআউট ও ব্যায়াম ডিপ্রেশন, উদ্বেগ, এমনকি এডিএইচডি'র উপসর্গেও গভীর এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মডারেট শারীরিক কার্যকলাপ স্ট্রেস কমাতে, স্মৃতিশক্তির উন্নতিতে এবং অনিদ্রা মোকাবিলায় সাহায্য করে। গবেষণা বলছে, শরীরচর্চা অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট মেডিকেশনের মতো কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই হালকা থেকে মধ্যম মানের ডিপ্রেশনের চিকিৎসায় কার্যকরী। সুতরাং, নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত শরীরচর্চা করুন।

স্বাস্থ্যকর ও ঘরে তৈরি খাবার খান

অন্যান্য অঙ্গের মতো আমাদের মস্তিষ্কও আমরা যা খাই তাতে সাড়া দেয়। মস্তিষ্কের সুস্থতায় বিভিন্ন ভিটামিন, মিনারেল ও অন্যান্য পুষ্টির প্রয়োজন হয়। যদি মস্তিষ্ক এইসব প্রয়োজনীয় পুষ্টি না পায় তাহলে সে যথাযথভাবে কাজ করতে পারবে না। ফলে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়বে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, জেন-জির বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত। তারা জাংক ফুড, মিষ্টি জাতীয় খাবার, সোডা বেশি খায়। এই সবই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। তাই সবথেকে ভালো ঘরে তৈরি এমন খাবার খাওয়া, যা ভিটামিন, ম্যাগনেসিয়াম, ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, কার্বোহাইড্রেটে সমৃদ্ধ থাকবে। এই ধরনের খাবারে স্ট্রেস ও ডিপ্রেশনের উপসর্গের অনেকটাই উপশম হয়।

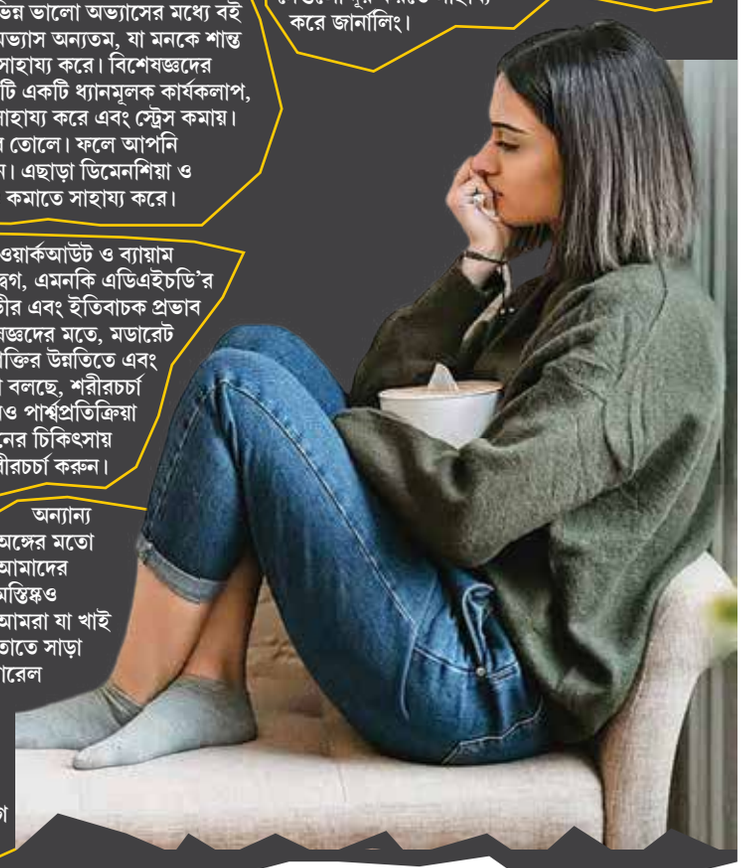

ভালোবেসে অতিরিক্ত তরমুজ নয়

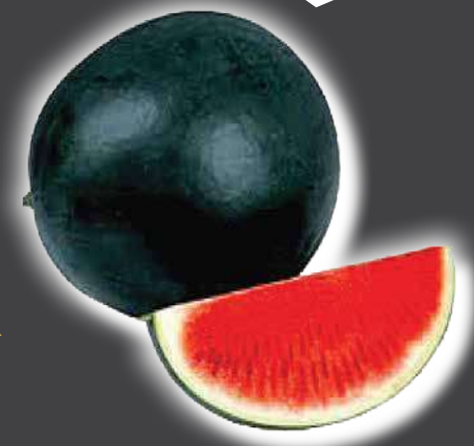

বাজার এখন তরমুজে ছেয়েছে। তরমুজ শুধু খেতে সুস্বাদুই নয়, শরীর-স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। এতে প্রচুর ভিটামিন এ, বি৬, সি, পটাশিয়াম, লাইকোপেন ও সিট্রুলিনের মতো উপাদান থাকে। যাঁরা ওজন কমাতে চান, তাঁদের জন্য তরমুজ আদর্শ খাবার হিসেবে বিবেচিত হয়। তরমুজের এত গুণ থাকা সত্ত্বেও খুব বেশি তরমুজ খাওয়া ঠিক নয়। কারণ -

শরীরে অতিরিক্ত জল

বেশি তরমুজ খেলে শরীরে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে শরীর থেকে সোডিয়ামের পরিমাণ কমে যায়। শরীর থেকে যদি এই জল বেরোতে না পারে, তখন নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে পা ফুলে যাওয়া, ক্লান্ত বোধ করা বা কিডনি দুর্বল হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে।

গ্লুকোজের স্তর বাড়ায়

যাঁদের ডায়াবিটিসের সমস্যা আছে, তাঁদের বেশি তরমুজ খাওয়া ঠিক নয়। তাঁদের রক্তে চিনির মাত্রা বাড়িয়ে দেয় তরমুজ। এটিকে স্বাস্থ্যকর ফল হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৭২। তাই ডায়াবিটিকরা নিয়মিত তরমুজ খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হৃদরোগ

তরমুজে প্রচুর পটাশিয়াম থাকে, যা শরীর ভালো রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তরমুজ খেলে হৃদযন্ত্র সুস্থ থাকে। এছাড়া হাড় ও মাংসপেশি শক্তিশালী হয়। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় পটাশিয়াম শরীরে গেলে হৃদযন্ত্রে নানা সমস্যা যেমন অনিয়মিত হৃদস্পন্দন দেখা দিতে পারে, নাড়ির গতি কমে যেতে পারে।

যকৃতে প্রদাহ

যাঁরা মদ্যপান করেন তাঁদের তরমুজ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বেশি পরিমাণে তরমুজ খেলে তাঁদের যকৃতে প্রদাহ হতে পারে। এতে প্রচুর লাইকোপেন থাকায় অ্যালকোহলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে প্রদাহ তৈরি করে। যকৃতে এ ধরনের প্রদাহ যথেষ্ট ক্ষতিকর।

হজমে গণ্ডগোল

তরমুজে প্রচুর জল ও ডায়েটারি ফাইবার থাকে। বেশি পরিমাণে তরমুজ খেলে হজমে গণ্ডগোল হতে পারে। বিশেষ করে ডায়ারিয়া, খাবার হজম না হওয়া, গ্যাসের মতো নানা সমস্যা দেখা দেয়। এতে চিনির যৌগ হিসেবে পরিচিত সরবিটল থাকে, যাতে গ্যাসের সমস্যা ও পাতলা পায়খানা হতে পারে।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

ছোট্ট তারা

জলপাইগুড়ির পাতকাটা কলোনির পাঁচ বছর বয়সি প্রত্যাশা দাস অল ইন্ডিয়া সার্চ ডান্স প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

আর রেফার নয়, কোল্ড বক্সে রক্ত এনে সমস্যার সমাধান

ধূপগুড়িতেই চিকিৎসা প্রসূতিদের

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৩ মার্চ : ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল হিসেবে চালু হতেই প্রয়োজনে রক্ত এনে রোগীদের দেওয়া হচ্ছে। পরিকাঠামো তৈরি না হলেও একপ্রকার হাসপাতালের চিকিৎসকদের কথামতো কাজ শুরু হয়েছে। ধূপগুড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএমওএইচ ডাঃ প্রণয় দাস বলেন, 'জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নির্দেশে ধাপে ধাপে উন্নতি করা হচ্ছে। রোগীদের প্রয়োজনে ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত এনে দেওয়া হচ্ছে। এতে রোগীরাই উপকৃত হচ্ছেন। চিকিৎসকরাও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।'

যখন ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ছিল তখন প্রসূতিদের রক্তের প্রয়োজন হলে তাঁদের জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল বা মাতৃমা-তে স্থানান্তর করে দেওয়া হত।

রোগীদের প্রয়োজনে ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত এনে দেওয়া হচ্ছে। এতে রোগীরাই উপকৃত হচ্ছেন। চিকিৎসকরাও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।
-ডাঃ প্রণয় দাস *বিএমওএইচ*

নয়া সাফল্য

- ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থাকাকালীন প্রসূতিদের রক্তের প্রয়োজন হলে স্থানান্তর করে দেওয়া হত
- কিন্তু মহকুমা হাসপাতাল হওয়ার পর রক্ত নিয়ে এসে চিকিৎসা করা হচ্ছে
- মাল ও জলপাইগুড়ির ব্লাড ব্যাংকে রক্ত পর্যাপ্ত থাকলে তার হিসেব নিয়ে সেই অনুযায়ী রক্ত আনানো হয়

কিন্তু মহকুমা হাসপাতাল হওয়ার পর একের পর এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাঠানো হয়েছে। অনেক রোগীকে রেফার না করে ধূপগুড়িতেই চিকিৎসা করানো হচ্ছে। এমনকি প্রয়োজনে রক্ত নিয়ে আসা হচ্ছে। এমন পরিষেবায় যথারীতি খুশি রোগীর পরিজন বলে দাবি করেছেন চিকিৎসকরা।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, মালবাজারে এবং জলপাইগুড়িতে ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। সেখানে রক্ত পর্যাপ্ত থাকলে তার হিসেব নিয়ে সেই অনুযায়ী রক্ত আনানো হয়। কোল্ড বক্সে রক্ত আনিয়ে রোগীদের প্রয়োজনমতো দেওয়া হচ্ছে। এক রোগীর আত্মীয় রূপা সরকার বলেন, 'আমার এক বোন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হাসাপাতালে এসেছিল। রক্তের প্রয়োজন হওয়ায় চিকিৎসকরাই রক্তের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। ফলে রোগীকে জলপাইগুড়ি না পাঠিয়ে ধূপগুড়িতেই চিকিৎসা হওয়ায় অনেকটাই সুবিধা হয়েছে।'

যদিও ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে এখনও একাধিক পরিষেবার অভাব রয়েছে। সেগুলি পূরণ হলেই মহকুমা হাসপাতালের নামটি যথার্থ হবে বলে মনে করছেন অনেকে। যদিও হাসপাতালে এক্স-রে, চিকিৎসা সংক্রান্ত উন্নীতকরণ সহ একাধিক কাজ এখনও বাকি। কিন্তু এরই মধ্যে চিকিৎসকদের চেষ্টায় রক্ত আনিয়ে রোগীদের দেওয়ার পদক্ষেপকে রোগীর আত্মীয়রা ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।

এক রোগীর আত্মীয়র কথায়, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রোগীকে আনা হয়েছিল। চিকিৎসক প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির পাশাপাশি রক্তের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান। কিন্তু রেফার না করে জলপাইগুড়ি থেকে রক্ত আনানোর বন্দোবস্ত করে দেন চিকিৎসক। প্রায় ৪০ মিনিটের মধ্যে রক্ত আনিয়ে রোগীকে দেওয়া হয়। ফলে উপকৃত হন রোগী।

মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে খবর, এভাবে এখনও পর্যন্ত ১০ জন রোগীকে জলপাইগুড়ি থেকে রক্ত আনিয়ে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। ধাপে ধাপে পরিষেবা সংক্রান্ত একাধিক কাজ শুরু করা হয়েছে। এতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং মেডিকেল অফিসারদের গুরুত্ব এবং ভূমিকা যথেষ্ট।

অসম্পূর্ণ কমপ্লেক্সের উদ্বোধন না হলেও দোকানদারি চলছে একাংশে। ধূপগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

স্টল বিলি হয়েছে চার বছর আগে

উদ্বোধন হয়নি ধূপগুড়ি মার্কেট কমপ্লেক্সের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৩ মার্চ : ২০১৭ সালের ১৪ এপ্রিল শিলান্যাসের সময় বলা হয়েছিল বছর দেড়েকের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে মার্কেট কমপ্লেক্স। শিলান্যাসের পর পুরোনো বাজার ভেঙে কাজ শুরু করতেই পেরিয়ে যায় এক বছর। এরপর দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকা সংস্থা কাজ করতে না চাওয়ায় অন্য ঠিকা সংস্থাকে এনে ২০১৮ সালের মার্চে কাজ শুরু হলেও বারবার ব্যাঘাত ঘটে নির্মাণে। এর জেরে নির্মাণকাজের মান নিয়েও ওঠে প্রশ্ন। ওপরতলার নির্মাণকাজ ঠিকমতো শুরু হওয়ার আগে ২০২১ সালের অক্টোবরে জেলা পরিষদ হলে সভা ডেকে ১০৩ ব্যবসায়ীর হাতে স্টলের চাবি তুলে দেওয়া হয়। সেই থেকে কেউ দোকান খুলে, আবার কেউ গোডাউন করে চুটিয়ে ব্যবসা করলেও আজও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সুরেশ দে মার্কেট কমপ্লেক্সের (কর্মতীর্থ) উদ্বোধন হয়নি।

ধূপগুড়ি শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই দ্বিতল বাজার নিয়ে এলাকার বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের মনে প্রশ্ন এবং ক্ষোভ অনেক। তবে তা নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের হেলদোল নেই বললেই চলে। কমপ্লেক্সে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্যে বরাদ্দ ১৯টি স্টল বিলির কাজও এগোয়নি। ক্ষোভের সুরে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বলেন, '১০ কোটি টাকায় নির্মিত কমপ্লেক্সে একটা শৌচালয় নেই। বেশিরভাগ স্টল গোডাউন হিসেবে বন্ধ পড়ে থাকে। বাজারটিকে সচল ও সফল করার ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের ভূমিকা নিন্দনীয়।'

এই মার্কেট কমপ্লেক্স নিয়ে আরও এক অন্ধকার দিক হল দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকা সংস্থার বিপুল বকেয়া ফেলে যাওয়া। জানা যায়, নির্মাণকাজের জন্য ধূপগুড়ির বিভিন্ন সরবরাহকারীর কাছ থেকে রড, সিমেন্ট, বালি, পাথর নিয়ে, বিদ্যুৎ ও গ্রিলের কাজ করিয়েও ওই সংস্থা ১ কোটি টাকার বেশি বকেয়া আজও মেটায়নি। শাসকদলের স্থানীয় নেতা থেকে জেলা পরিষদের কর্তাদের বিষয়টি জানানো হলেও এনিয়ে কোনও পদক্ষেপ না করায় ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে সুর চড়িয়েছে পদ্ম শিবিরও। বিজেপির বিধানসভা কমিটির আহ্বায়ক চন্দন দত্ত বলেন, 'আট বছরে দফায় দফায় কমপ্লেক্স নির্মাণের বরাদ্দ থেকে কাটমানি গিয়েছে শাসকদলের কিছু নেতা এবং একশ্রেণির আধিকারিকের পকেটে। জেলা পরিষদের এজেন্সি স্থানীয় সাপ্লায়ার ও ব্যবসায়ীদের টাকা বাকি রেখে পাততাড়ি গুটিয়েছে। এরপর ধূপগুড়ির মানুষ জেলা পরিষদের লোকেদের আটক করে সেই টাকা আদায় করবেন।'

এনিয়ে বিশেষ আশার কথা বলতে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মনের মন্তব্যে উঠে এল বিধানসভা ভোটের কথা। তিনি বলেন, 'ওই মার্কেট কমপ্লেক্স নিয়ে আমাদের নিয়মিত আলোচনা হয়। আশা করছি বিধানসভা ভোটের আগে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করা যাবে।'

ক্ষোভের কারণ

- ১০ কোটি টাকায় নির্মিত কমপ্লেক্সে একটা শৌচালয় নেই
- বেশিরভাগ স্টল গোডাউন হিসেবে বন্ধ পড়ে থাকে
- কমপ্লেক্সে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্যে বরাদ্দ ১৯টি স্টল বিলির কাজও এগোয়নি
- ভবন নির্মাণের বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহকারীদের ১ কোটি টাকারও বেশি পাওনা মেটানো হয়নি

মনের জোরে দৌড় প্রতিযোগিতায়

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : দুর্ঘটনা ভুলে এগিয়ে যাওয়াই জীবন। আর এই মনের জোরই দেখালেন পশ্চিমবঙ্গের প্যারা অ্যাথলিট রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত উদয় কুমার, শালকুমারের প্রাক্তন সেনাকর্মী গৌতম রায় সহ আরও বেশ কিছু মানুষ, যাঁরা রবিবার জলপাইগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গ অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ১০ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। বৃষ্টিভেজা রাজপথে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে এই দৌড় প্রতিযোগিতা একটা মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে জানান জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক ভোলা মণ্ডল।

এদিন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন প্রায় ৫০০ জন। ৩৫ বছর বয়সি ঊর্ধ্বদের মধ্যে প্রথম হন দুর্গা বাহাদুর বুধা, দ্বিতীয় হন প্রমোদকুমার এবং তৃতীয় হন দুলু সরকার। এছাড়া পুরুষ বিভাগে বিকাশ প্যাটেল, ইসলাম আলি এবং অভিষেক কুমার যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন। মহিলা বিভাগে অঞ্জলি কুমারী প্রথম, নেহা প্যাটেল দ্বিতীয় এবং শম্পা গাইন তৃতীয় হন। বিজয়ীদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারীকে ২৫ হাজার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ১৫ ও ৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় সংস্থার তরফে।

পশ্চিমবঙ্গ অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিবেক সহায় বলেন, 'আমার বাংলা আমার রান-এ যেভাবে উৎসাহ নিয়ে অ্যাথলিটরা অংশগ্রহণ করেছে তাতে আমরা খুশি। আগামীতে এদের মধ্যে থেকে কেউ দেশকে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করলে আমাদের আরও ভালো লাগবে।'

সার্ধশতবর্ষের প্রস্তুতি স্কুলে

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : আগামী বছর ১৫০ বছরে পা রাখতে চলেছে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল। সেই উপলক্ষ্যে রবিবার সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্রে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রাক্তনীদের যৌথ সভা আয়োজিত হয়। সভায় প্রাক্তনীরা ছাড়াও ছিলেন স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা। প্রাক্তনী অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ খান বলেন, আগামী সপ্তাহের মধ্যে সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের সূচি জানানো হবে। এদিন সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ১৫০ বছরের উদযাপনকে সফল করার শপথ নেন।

রক্তদান শিবির

মালবাজার, ২৩ মার্চ : মালবাজার অভিভাবক মঞ্চের তরফে এবং মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সহযোগিতায় রবিবার মাল আদর্শ বিদ্যা ভবনের সভাকক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই কর্মসূচিতে ৯৪ জন রক্তদাতা রক্ত দেন। অভিভাবক মঞ্চের সদস্য কৌশিক পাল, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, রক্তের সংকট মেটাতে আমাদের এমন উদ্যোগ। আগামীতেও এমন কর্মসূচি চলবে।

ভোকাট্টা হওয়ার আনন্দে। রবিবার জলপাইগুড়িতে। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

হঠাৎই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মহকুমা শাসক

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এক সপ্তাহ। আর এরই মধ্যে আকস্মিক পরিদর্শনে শহরের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পৌঁছাতেই চক্ষু চড়কগাছ মহকুমা শাসকের। কোথাও কম সংখ্যক পড়ুয়া তো কোথাও সময়মতো খোলা হয়নি কেন্দ্র। কোথাও বা রাঁধুনির দেরি দেখে হেল্পার বসিয়ে দিয়েছেন রান্না। এমনই ছবি দেখা গেল নিউটাউনপাড়া ও মুহুরিপাড়া সহ বেশকিছু শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।

এবিষয়ে মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'এমন অভিযান চলবেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সময় মেনে কেন্দ্র খোলা-বন্ধ করা হচ্ছে না। এ রকম হলে শিশুরা পড়াশোনা করবে কখন? খাবারের পাশাপাশি শিক্ষাটাও জরুরি। তাই সেক্ষেত্রে নো কম্প্রোমাইজ।'

১৭ মার্চ মহকুমা শাসক আইসিডিএস সুপারভাইজারদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কোনও বাচ্চা যদি লাগাতার সাতদিন সেন্টারে

আকস্মিক পরিদর্শনে মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী। -সংবাদচিত্র

না আসে তবে এর পেছনে কী কারণ রয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। শুধু তাই নয়, অনেক বাচ্চা অন্য স্কুলে যায় বলে অভিভাবক এসে খাবার নিয়ে যান। সেক্ষেত্রে দেখতে হবে প্রকৃত অর্থে সেই শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে, নাকি বাড়িতেই থাকছে? তিনি সুপারভাইজারদের এও বলেছিলেন, 'আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করুন যেভাবে কাজ করছেন তা কি সঠিক? দায়িত্ববোধ কী উত্তর দিচ্ছে? এই বাচ্চাগুলোর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টির সঙ্গে কোনওরকম আপস চলবে না।' তারপরই এদিন বিভিন্ন কেন্দ্রে হঠাৎই পরিদর্শনে এলেন মহকুমা শাসক। এ বিষয়ে অবশ্য কোনও সেন্টার কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

তিস্তাপারে ঘুড়ি উৎসবে প্রবীণরাও

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : জলপাইগুড়ি শহরের তিস্তাপারের আকাশে রবিবার উড়ল রংবেরংয়ের ঘুড়ি। দ্বিতীয় বছরের ঘুড়ি উৎসবে তরুণ প্রজন্মের তুলনায় বেশিরভাগ প্রবীণকে দেখা গেল লাটাই হাতে ভোকাট্টা হওয়ার আনন্দ নিতে। এদিন ছোট ঘুড়ির সঙ্গে প্লেন, চিলঘুড়ি উড়তেও দেখা যায়।

ঘুড়ি উৎসবের আয়োজকদের তরফে দীপাঞ্জন বক্সী বলেন, 'আমরা পরিবেশের কথা মাথায় রেখে প্লাস্টিকের ঘুড়ি কিংবা মাঞ্জা ব্যবহার করিনি। আশা করছি আগামী বছরও সকলের সহযোগিতায় এই ধরনের উৎসব করা সম্ভব হবে।'

এদিন ঘুড়ির উৎসব দেখতে এসেছিলেন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উত্তম বোস। বললেন, 'শুনেই ছুটে এসেছি। ঘুড়ির সঙ্গে আমাদের প্রজন্মের আবেগ জড়িয়ে আছে। এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে মোবাইল গেমই সব। ঘুড়ির মর্ম কিংবা ভালোবাসা ওরা কোনওদিন বুঝল না। তবে ভালো লেগেছে অনেকে ছোট সন্তান কিংবা নাতি-নাতনিকে নিয়ে ঘুড়ি ওড়ানো দেখাতে এসেছেন। এটাই অনেক।'

ঘুড়িশিল্পী নিখিল বিশ্বাসের কথায়, 'নিজের ১৯ বছর বয়সে ঘুড়ি বানিয়েছিলাম। তারপর এই ৩৬ বছর পর চিল, প্লেনঘুড়ি বানালাম। এত আনন্দ হচ্ছে যে বলে বোঝাতে পারব না।'

ব্রিগেড সফল করতে প্রচার

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : এপ্রিলে কলকাতায় শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর এবং বস্তি উন্নয়ন সমিতির তরফে ব্রিগেড সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। ওই সমাবেশকে সফল করতে রবিবার প্রচার ও অর্থ সংগ্রহে নামলেন সিআইটিইউ-এর কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা কৃষ্ণ সেন, শুভাশিস সরকার প্রমুখ। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, শ্রম কোড বাতিল, চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালু সহ একাধিক দাবিতে ওই সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় এনিয়ে দেওয়াল লিখনে নেমেছেন বাম কর্মী-সমর্থকরা।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	২
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	২

মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

পিআরবিসি

এ পজিটিভ	–	৬
বি পজিটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	১২
এবি পজিটিভ	–	২
এবি নেগেটিভ	–	০

পড়োয় পড়োয়

জলপাইগুড়ি

শিবাজি লেনের নর্দমায় আগাছা

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে হাকিমপাড়ার শিবাজি লেন এলাকায় ড্রেনে আগাছা জন্মেছে। ড্রেন ঘাস ও আগাছা দিয়ে ভর্তি। এজন্য ড্রেন দিয়ে জল পারাপার হতে পারে না। ওই রাস্তায় বেশ কিছু অফিস, একটি স্কুল রয়েছে। রাস্তার পাশে বাড়িগুলির জল নর্দমায় পড়লেও তা যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। এলাকার বাসিন্দা অসীম রায় বলেন, 'পুরসভার তরফে নিকাশিনালা ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয় না। আগাছায় ভরে গিয়েছে। মশার উপদ্রব বাড়ছে। অবস্থা খুব খারাপ।' সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার স্বরূপ মণ্ডল বলেন, 'ওই নিকাশিনালা কিছুদিন আগেই পরিষ্কার করা হয়েছে। আবারও আগাছা জন্মেছে। আমাদের ওয়ার্ড বড় হওয়ায় পালা করে কাজ করানো হচ্ছে। এই মুহূর্তে হাসপাতালপাড়া এলাকায় কাজ চলছে। দ্রুত ওই এলাকার নর্দমা পরিষ্কার করা হবে।'

মালবাজার

বাঁদরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ

মালবাজার, ২৩ মার্চ : মালবাজার শহরে বিভিন্ন জায়গায় বাঁদরের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। এতে সাধারণ মানুষের চলাফেরা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম সবেতেই অসুবিধা হচ্ছিল। মাঝে কিছুদিনের সমস্যা কমলেও বর্তমানে ফের বাঁদরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ ক্যালটেক্স সহ আরও বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকাবাসী সোমনাথ বসু জানালেন, বাঁদরের অত্যাচারে বাড়িতে থাকাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

ক্যালটেক্স, গুরদোয়ারা লাইন ও জাতীয় সড়কের পাশে বসবাসকারী বসিন্দাদের বাড়ির ছাদে দলবেঁধে গিয়ে বসে থাকছে। ছাদে উঠলেই তাড়া করছে। ভয়ে ছাদে উঠতে পারছেন না বাড়ির লোক। গুরদোয়ারার ভিতরের গাছগুলো নষ্ট করে দিচ্ছে বাঁদরগুলি। আবার কারও বাড়িতে রান্নাঘরে ঢুকে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করছে। ফলে বাসিন্দাদের বাড়ির জানলা বন্ধ রাখতে হচ্ছে। এবিষয়ে মালবাজার ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াড-২ রেঞ্জ তত্ত্বাবধায়ক অঙ্কন নন্দী বলেন, 'এব্যাপারে আমাদের কিছু জানা নেই। অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। তবে মানুষকেও সজাগ হতে হবে। বাঁদর দেখলে না তাড়িয়ে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত।'

তথ্য : অনীক চৌধুরী ও সুশান্ত ঘোষ।

মিষ্টি ফ্রেশ না বাসি, জানান না দোকানদার

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : মিষ্টির দোকানে কাচের শোকেসে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা লাড্ডু, চমচম, সন্দেশ, কাজু বরফি, কালোজাম সহ ভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন মিষ্টি। কিন্তু তাতে নেই মিষ্টি তৈরির কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের ট্যাগ। গ্রাহকের বোঝার উপায় নেই মিষ্টি কেমন, কবে তৈরি করা হয়েছে বা আদৌ ফ্রেশ কি না। বারবার বৈঠক, অভিযান, সচেতনতামূলক কর্মশালা, একাধিক নির্দেশের পরেও হাত দিয়ে, হেড ক্যাপ ছাড়াই মিষ্টি প্যাকেটে ভরে ক্রেতাদের দিতে দেখা যায়।

এ বিষয়ে জেলার কনজিউমার অ্যাফেয়ার্সের ডিরেক্টর দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'দ্রুত আমরা ফুড সেফটি দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান করব। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনের পর দিন ব্যবসায়ীরা মিষ্টি বিক্রি করছেন। তা অত্যন্ত দুঃখের।'

জলপাইগুড়ি শহরে ছোট-বড় মিলে প্রায় ২৫-৩০টা মিষ্টির দোকান রয়েছে। এরমধ্যে হাতেগোনা মাত্র ৩-৪টে মিষ্টির দোকান ছাড়া আর কোনও দোকানেই নেই ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মিষ্টি তৈরি ও কতদিন ব্যবহার করা যাবে তার ট্যাগ। শুধু আছে কোন মিষ্টির কত দাম। আবার কিছু দোকানে বোর্ডে মিষ্টির নাম দিয়ে কতদিন ব্যবহার করা যাবে বলে লেখা থাকলেও সেদিকে সচরাচর চোখ যায় না ক্রেতাদের।

শহরের বাসিন্দা বুবাই শিকদারের কথায়, 'একদিন শহরের একটি দোকান থেকে লাড্ডু কিনেছিলাম। ৫ বছরের মেয়েকে

শোকেসে মিষ্টি, নেই ট্যাগ। রবিবার জলপাইগুড়িতে।

ভেঙে খেতে দিতেই দেখি ভেতরে ফাঙ্গাস ভর্তি। যদি না ভাঙতাম তাহলে হয়তো মেয়ে না বুঝেই ওটা খেত। আর শরীর খারাপ করত। রীতিমতো ছেলেখেলা চলছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা নিরুপায়। শহরের অধিকাংশ কেন, সারা জেলা ঘুরলেও হাতেগোনা কয়েকটি মিষ্টির দোকান ছাড়া সবেরই একই হাল। তাহলে আমরা মিষ্টি কিনব কোথা থেকে?'

প্রায় ৩-৪ বছর আগে এফএসএসএআইয়ের তরফে একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, কবে মিষ্টি বানানো হয়েছে এবং তা কতদিন পর্যন্ত খাওয়া যাবে সেটা ক্রেতাদের জানাতে হবে। এজন্য ২০০৬ সালের কেন্দ্রীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। নির্দেশ-আইন কোনও কিছুকেই তোয়াক্কা না করে দিব্যি চলছে জলপাইগুড়ির একাধিক মিষ্টির দোকান। মিষ্টি ব্যবসায়ী বিজয় চৌধুরী তো বলেই ফেললেন, 'ওগুলোর প্রয়োজন হয় না। সব ফ্রেশ মিষ্টি। তবে ট্যাগ করে নেব।' বিষয়টি দেখছেন বলে জানিয়েছেন জেলা ফুড সেফটি ইনস্পেক্টিং অফিসার রাজেন রাই।

এখন প্রশ্ন হল, কবে অভিযান হবে? অভিযানের পর কি আদৌ দোকানে মিষ্টি তৈরি ও মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের ট্যাগ বসবে, নাকি বাসিন্দাদের কিছু না জেনেই মিষ্টি কিনতে হবে এবং লক্ষ্মীলাভ হবে ব্যবসায়ীদের।

পরিষেবায় বৈষম্য করতাম না

পেতাম যদি সিংহাসন

কৌশিক দাস

রঞ্জিত সরকার।

ক্রান্তি, ২৩ মার্চ : ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্রান্তি ব্লকেরে চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি ভালো ফল করেছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ১১টি, বিজেপি পাঁচটি, কংগ্রেস দুটি আসনে জয়লাভ করে। কয়েকটি আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। গেরুয়া শিবিরের রঞ্জিত সরকার বিরোধী দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত হন।

চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষদের একাধিক সমস্যা রয়েছে। রাস্তা, সেতু, নদীভাঙনের প্রবল আতঙ্ক থেকে পানীয় জলের হাহাকার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষকের অভাব রয়েছে। সুযোগ পেলে বিরোধী দলনেতা অনেক কিছু করে দেখানোর দাবি করেছেন। রঞ্জিতের কথায়, 'রাজনৈতিক রং দেখে মানুষকে চিহ্নিত করব না। সকলে যাতে সমান পরিষেবা পায় সেটা সবার আগে গুরুত্ব দেব।'

চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সবথেকে বড় সমস্যা তিস্তা নদীর ভাঙন। প্রশাসনের তরফে নদীবাঁধের টেন্ডার হলেও কাজ শুরু হয়নি। রঞ্জিতের বক্তব্য, প্রশাসন চূড়ান্ত অপদার্থ। এর সঙ্গে কয়েক হাজার মানুষের জীবন ও জীবিকা জড়িয়ে আছে। ভিটেমাটি হারিয়ে অসহায় মানুষগুলিকে নিঃস্ব হয়ে থাকতে হবে। এবিষয়ে শাসকদলের প্রতিনিধির কোনও ভূমিকা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এনিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি এক নাবালকের ভিনরাজ্যে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে। কর্মসংস্থান না থাকার কারণে এমন ঘটনা ঘটছে। ক্ষমতায় থাকলে এলাকার তরুণদের জন্য কী করতেন? রঞ্জিতের উত্তর, 'চ্যাংমারি কৃষিবলয় হিসেবে পরিচিত। কৃষিকাজের অগ্রগতির জন্য পঞ্চায়েত বোর্ডের কোনও ভাবনা চোখে পড়েনি। কী করে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা যায়, তরুণদের কৃষিকাজে আগ্রহী করা যায় সেসব নিয়ে কোনও পরিকল্পনা নেই। এককথায় দিশাহীনভাবে এই বোর্ড চলছে। প্রধানের চেয়ারে বসলে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরিকল্পনা করে সিদ্ধান্ত নিতাম।'

আবাস যোজনার ঘর বণ্টন নিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে তিনি দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলেছেন। পাশাপাশি জনগণের বিভিন্ন পরিষেবা না পাওয়া নিয়ে এলাকায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'অনেক ক্ষেত্রে সঠিক কাগজপত্র জমা দিলেও সাধারণ মানুষ সঠিক পরিষেবা পায় না। আমি প্রধান হলে মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতাম।' তাঁর সংযোজন, 'তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের কারণে জনপ্রতিনিধিদের কাছে গ্রামবাসীরা দরবার করলেও কোনও সুরাহা হয় না। তাছাড়া শাসকদলের নেতাদের ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা সাধারণ মানুষের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নেতারা নিজেদের রাজা-মহারাজা মনে করেন।'

শিক্ষার অন্যতম দুই প্রতিষ্ঠান চ্যাংমারি ডব্লিউএমই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং গোলাবাড়ি জুনিয়ার স্কুল কার্যত শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে। বিষয়টি নিয়ে রঞ্জিত আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই সরকার চায় না শিশুরা শিক্ষিত হোক। বর্তমান বোর্ড তাঁদেরই প্রতিনিধি। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে তাঁদের কোনও হেলদোল নেই। আমরা শাসক হলে শিক্ষা দপ্তরের কাছে বারবার দরবার করে শিক্ষকের ঘাটতি ও শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করতাম।'

মালে অস্থায়ী কর্মীর পর নিরাপত্তারক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

হাসপাতালে শ্লীলতাহানি

মালবাজার, ২৩ মার্চ : দু'সপ্তাহও কাটেনি। আবার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। চলতি মাসের ১০ তারিখে এক আদিবাসী মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল হাসপাতালের এক অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে। এবার মাল শহরেরই বাসিন্দা এক মহিলা অভিযোগ তুললেন মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীর বিরুদ্ধে। যদিও এমন কোনও অভিযোগের কথা তাদের জানা নেই, দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।

কী ঘটেছিল? সেই নিগৃহীতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মালবাজার পুরসভা এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক গর্ভবতী মহিলা মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। সেই মহিলার স্বামী এবং দিদি শনিবার রাতে হাসপাতালে প্রসূতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তবে সেসময় ভিজিটিং আওয়ার ছিল না। সেই প্রসূতির পরিবারের সদস্যের কাছে তখন আবার হাসপাতালের

ভিজিটিং কার্ডও ছিল না। তাই সেই প্রসূতির দিদি বোনের কাছে যেতে চাইলে বাধা দেয় কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মী। সেই কর্মীর কাছে জরুরি পরিস্থিতির কথা জানিয়ে নিগৃহীতা প্রসূতি বিভাগে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা আবেদন করেন। অভিযোগ, সেই আবেদনে কান দেয়নি সেই নিরাপত্তাকর্মী। সেই থেকে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। সেই মহিলার অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করার পাশাপাশি তাঁর শ্লীলতাহানিও করেছে সেই নিরাপত্তাকর্মী।

সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুধীর কুমার বলেন, 'শনিবার রাতের এমন কোনও ঘটনার অভিযোগ আমার কাছে আসেনি।' অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। আর মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক বলেন, 'হাসপাতালের কোনও নিরাপত্তাকর্মীর বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।' তবে শনিবার রাতে হাসপাতালে একটা গণ্ডগোল হয়েছে সেখানকার পুলিশ ক্যাম্প থেকে খবর এসেছিল, এটুকু মেনে নিয়েছেন।

যদিও সেই নিগৃহীতার দাবি অন্যরকম। তাঁর দাবি, রবিবার সকালে তাঁরা থানায় গিয়েছিলেন। সেখানে লিখিত অভিযোগও জানিয়েছেন। তবে তাঁদের কোনও 'রিসিভড কপি' দেওয়া হয়নি। তাই লিখিত অভিযোগের কথা মানছে না পুলিশ।

এদিকে, বারবার মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠায় চিন্তিত স্বাস্থ্য বিভাগ। সেইসঙ্গে কটাক্ষ করছে বিরোধীরাও। বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'মালবাজার হাসপাতালের পরিষেবা উন্নত করা প্রয়োজন। তা না করে সেখানে একের পর এক নিগ্রহের অভিযোগ উঠছে।' কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাস তো দাবি করেছেন, 'মাঝেমধ্যেই হাসপাতালের কর্মীদের বিরুদ্ধে অভদ্র আচরণের অভিযোগ ওঠে। অনেকে সেসব ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেন। তবুও কোনও তদন্ত হয় না।'

রঙ্গোলি বিহু উৎসব গুয়াহাটিতে। রবিবার। - পিটিআই

বৈষ্ণবনগরে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত ৩

মোথাবাড়ি ও বৈষ্ণবনগর, ২৩ মার্চ : সামনেই ইদ। তাই অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন এক তরুণ। ফরাক্কা স্টেশন থেকে তাঁকে নিয়ে বাইকে রওনা দেন দুই বন্ধু। সেখানেই ঘটে গেল অঘটন। বাড়ি ফেরা হল না কারও। রবিবার সকালে ১৮ মাইলের কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটা ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিন বন্ধু। ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। তাঁদের বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদের কারও মাথায় হেলমেট ছিল না।

মৃতরা হলেন, সাবির আলাম(২২), রমজান শেখ (২২) ও সাদিকুল ইসলাম(২৪)। প্রত্যেকের বাড়ি মোথাবাড়ির মেহারাপুর নতুন পাড়ায়। সাবির ছ'মাস আগে অন্ধ্রপ্রদেশে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন। রমজান এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। সাদিকুল ইসলামও পরিযায়ী শ্রমিক। কিছুদিন আগে বাড়ি এসেছেন।

ইদ উপলক্ষ্যে এদিন বাড়ি ফিরছিলেন সাবির। তাঁকে আনতেই সাদিকুল ও রমজান হেলমেটহীন অবস্থায় বাইক নিয়ে ফরাক্কা স্টেশনে যান। সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ এখনও প্রচারের শীর্ষে। তবু তাতে যে আদপে কর্ণপাতই করছে না কেউ, এই দুর্ঘটনা যেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বৈষ্ণবনগর থানার ওসি বিপ্লব হালদারের বক্তব্য, 'এত দুর্ঘটনা ঘটছে কিন্তু একশ্রেণির তরুণ কিছুতেই ট্রাফিক নিয়ম মানছে না। ফলে দুর্ঘটনা ও মৃত্যু দুটোই বাড়ছে। ওরা রং রুটে, হেলমেট না পরে বাইক চালাচ্ছিল।'

মৃত রামজানের বাবা সাদিকাতুল ইসলামের শোক, 'আজ ভোর ৪ টায় উঠে রান্নাবান্না করেছি। তারপর খেয়েদেয়ে রোজা রাখি। ছেলেটা হঠাৎ বাইক নিয়ে বেরিয়ে যায়। বলল, কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধুকে নিয়ে ফিরে আসছি। কিন্তু এক ঘন্টা পর ও নয়, মর্মান্তিক খবরটা এলো।'

তাঁর আফসোস, 'এত করে বলতাম হেলমেট পড়ে বাইক চালা। কিন্তু কখনও সেটা শোনেনি। হেলমেট পরলে হয়তো ছেলেগুলো বেঁচে যেত।'

আইএনটিটিইউসির কালিয়াচক-২ ব্লক সভাপতি মহম্মদ ফারুক আবদুল্লার আশ্বাস, মৃতদের মধ্যে যে ভিনরাজ্য থেকে আসছিল, তার নাম নথিভুক্ত আছে। তার পরিবার সবরকম সুযোগসুবিধা পাবে। বাকি দুজনের পরিবারকে সাহায্য করবে শ্রমিক সংগঠন। স্থানীয় প্রধান মহম্মদ কিবরিয়া শেখ বলেন, 'ঘটনাটি খুব দুঃখজনক।'

বর্তমান যুবসমাজ হেলমেট ছাড়া ড্রাইভিং করছে। সচেতনতার অভাবে বারবার এই ঘটনা ঘটছে।

জোরালো হবে আন্দোলন

নাগরাকাটা, ২৩ মার্চ : চা বাগানের পতিত জমির ৩০ শতাংশ টি ট্যুরিজম ও অন্য সহযোগী বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের সরকারি নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন আরও জোরদার হবে। রবিবার অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতারা তা জানিয়েছেন। এদিন নাগরাকাটার আদিবাসী সংস্কৃতিচর্চাকেন্দ্রে বিকাশ পরিষদের ব্লক কমিটির একটি সভা হয়। সেখানে দ্রুত চা বাগান অধ্যুষিত আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং জেলা প্রশাসনকে সংগঠনের তরফে স্মারকলিপি দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিকাশ পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বাবলু মাঝি বলেন, 'টি ট্যুরিজমের জমি নিয়ে সরকারি নির্দেশিকা প্রত্যাহার করতে হবে। নয়তো চা বাগানের শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না।'

এদিন বিকাশ পরিষদের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির তরফে সংগঠনের মহিলা ও যুব শাখা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শ্রমিকদের বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি, মেরামত না হওয়ায় জীর্ণ শ্রমিক আবাসে শ্রমিকদের থাকতে বাধ্য হওয়া, বস্তি এলাকায় আদিবাসীদের জমি বেহাত হয়ে যাওয়ার মতো বিষয়গুলি উঠে আসে। এসব নিয়েও আগামী আন্দোলনের নীল নকশা তৈরি হয়। সংগঠনের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সম্পাদক বিকাশ বারলা জানান, জমি ইস্যুতে শ্রমিকদের মাঝে গণসচেতনতা তৈরি করা হবে। এদিনের সভায় অন্যদের মধ্যে সংগঠনের ব্লক কমিটির সঞ্জয় চিকবড়াইক, মেঘনাথ ওরাওঁ, নারায়ণ টোপ্পো ও হেরিওয়ার্ড মিঞ্জের মতো নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

উড়তা উত্তরবঙ্গ

প্রথম পাতার পর

তৎপরতায় প্রায় কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে একটি লরিও আটক করা হয়েছে। এসটিএফের জালে গ্রেপ্তার হয়েছে তিন মাদক পাচারকারী। তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, 'তল্লাশি চালিয়ে ২ কেজি ৭০০ গ্রাম ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য কোটি টাকার কাছাকাছি। খাইরুল ইসলাম, রাহিনুল হক এবং আবু আজাদ নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা তিনজনেই কোচবিহারের বাসিন্দা।'

ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরেই মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত। অসমের শিলচর থেকে আনা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ মাদক। পরিকল্পনা ছিল, সেই ইয়াবা ছড়িয়ে দেওয়া হবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। তবে গোপন সূত্র মারফত এই খবর পৌঁছে যায় এসটিএফের কাছে। চালকের বসার আসনের নীচে গোপন কুঠুরি নজরে আসে তদন্তকারীদের। সেখান থেকে গোলাপি, কমলা ও সবুজ রংয়ের চার প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে মিলেছে তিনটি মোবাইল ফোন এবং নগদ ২,৬৯০ টাকা।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের ছক বানচাল করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার পুলিশ। শনিবার রাতে হিলিতে একটি বাসে অভিযান চালিয়ে ৩০ প্যাকেট ইয়াবা সহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল মিঠুন সরকার ও রঞ্জিত দাস। দুজনেই হিলি থানার পূর্ব রায়নগর গ্রামের বাসিন্দা। হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস জানিয়েছেন, বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে মাদক আসছে এমন খবরের ভিত্তিতে রাতে বক্সিগঞ্জ এলাকায় হানা দেওয়া হয়। বাসে বাসে তল্লাশি চালানোর সময় একটা বাসে দুজনকে ধরা হয়। তাদের কাছে ৭০০ গ্রাম ইয়াবা মিলেছে। ৩০টি প্যাকেটে থাইল্যান্ডে তৈরি প্রায় সাড়ে ছয় হাজার পিস ট্যাবলেট ছিল। ধৃত দুজনের কাছে আরও বেশ কিছু ইয়াবা ছিল, যেগুলো হিলি আসার পথে জায়গায় জায়গায় হস্তান্তর হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় এই মাদক বিক্রির টাকা দেশবিরোধী কোনও কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মতবিরোধ

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছাত্র নেতাদের স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে রবিবারই আপাতত প্রধান দল বিএনপি ইউনূস সরকারকে সংবিধানের প্রস্তাবনা পরিবর্তনের চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাছে রবিবার সেই আপত্তি জানিয়ে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, সংবিধানের প্রস্তাবনার খসড়ায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানকে একই বন্ধনীতে রাখা হয়েছে। এটা ঠিক হয়নি। সংবিধানের আগের প্রস্তাবনাই থাকা দরকার। ওই অভ্যুত্থানকে সংবিধানের অন্যত্র বা তফশিল অংশে রাখা যেতে পারে।

সাফারি পার্কে আসছে সিংহী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ : শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে আসছে নয়া অতিথি। আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে নর্থবেঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যানিমাল পার্কে একটি সিংহী আনা হচ্ছে বলে খবর। ২১ মার্চ রাজ্য জু অথরিটির পক্ষ থেকে বিষয়টি চিঠি দিয়ে অরণ্য ভবনে জানিয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি হাওড়ার ডিয়ার পার্ক থেকে দুটি ফিশিং ক্যাট (মেছো বিড়াল) পাঠানো হচ্ছে কোচবিহারের রসিকবিল মিনি চিড়িয়াখানায়। দুটির ক্ষেত্রেই রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপালের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। অরণ্য ভবন থেকে সবুজ সংকেত পেলেই সিংহী শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হবে। তবে বিষয়টি নিয়ে পার্ক কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী ফোন ধরেননি, এসএমএসেরও জবাব দেননি। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরার সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা থেকে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে একজোড়া সিংহ নিয়ে আসা হয়েছিল। ওই সিংহ এবং সিংহীর নাম নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়। এমনকি সিংহীর নাম পরিবর্তন নিয়ে মামলাও দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে। যার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করা হয়েছে নাম। এরপর সিংহীর ফলস প্রেগন্যান্সিও হয়।

সাফারি পার্ক সূত্রে খবর, জোড়া সিংহকে জনসমক্ষে আনার প্রক্রিয়া চলছে ঠিকই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা পরিবেশের সঙ্গে সেভাবে খাপ খাওয়াতে পারেনি। পাশাপাশি এনক্লোজারের কাজও চলছিল। সেকারণে এতদিন সিংহ জুটিকে প্রকাশ্যে আনা যায়নি। এদিকে, সিংহীর হরমোনাল ট্রিটমেন্ট চলায় প্রজনন হচ্ছে না। যে কারণে রাজ্য জু অথরিটি আরও একটি সিংহীকে বেঙ্গল সাফারি পার্কে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বাঘের মতো সাফারি পার্কে সিংহের সফল প্রজননের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ।

বেঙ্গল সাফারি পার্কে প্রবেশের অপেক্ষায় দর্শনার্থীরা। রবিবার। -সূত্রধর

দিনাজপুর ও মালদা

প্রথম পাতার পর

দক্ষিণ দিনাজপুরের কথাই ধরা যাক। এক বাণগড় ছাড়া এই জেলার বাইরের কোনও ব্যক্তি আর অন্য কোনও ভ্রমণ স্থানের নাম বলতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই দক্ষিণ দিনাজপুরে রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক স্থান যা আমাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। কিন্তু তার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। অনেকেই আক্ষেপ করে বলেন প্রান্তিক জেলা বলেই এই অবস্থা। সেটা ভুল নয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরের ঐতিহাসিক বিশেষত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সর্বাধিক অংশ রয়েছে গঙ্গারামপুরে। তারপরেও এখনও অবধি বাণগড়কে কেন্দ্র করে তৈরি হল না কোনও সংগ্রহশালা। সেটা হলে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত মূর্তি সহ প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা যেত আরও ভালোভাবে। একটি সংগ্রহশালা পর্যটনের জন্য অনেক সম্ভাবনা তৈরি করে। বহু পর্যটনস্থলে আমরা শুধুমাত্র সংগ্রহশালা দেখতেই ভিড় করি। এছাড়াও রয়েছে পঞ্চরথ মন্দির, বিরূপাক্ষ বাণেশ্বর মন্দির, আতাশাহের দরগা, কালদিঘি ও ধলদিঘি প্রভৃতি। এগুলো সব গুরুত্বের বিচারে এক একটি পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারত। মালদা জেলাতেও এরূপ প্রচুর ঐতিহাসিক স্থাপত্য রয়েছে যেগুলো অল্প হলেও পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে প্রচারিত হয়েছে এবং পর্যটক যাচ্ছেন। কিন্তু সেদিক থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর একেবারেই পিছিয়ে রয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় একটি ঐতিহাসিক মূর্তি বা ইট পাওয়া গেলেও সেখানে গড়ে ওঠে পর্যটনকেন্দ্র। নেতা, মন্ত্রীরা কে কার আগে সেখানে পৌঁছোবেন তার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অথচ আজও বাণগড় অসংরক্ষিত (দেখভালের দায়িত্বে কেউ নেই) স্থান হবার কারণে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর পেছনে বড় কারণ হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ঠেলাঠেলি। একে অপরকে শুধু দোষারোপ করে দায় সারছে আর ভোটের মুখে নির্বাচনি ললিপপ হিসেবে বাণগড়কে ব্যবহার করছে। বারবার শুনছি বরাদ্দ হচ্ছে। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে কাজ হচ্ছে না এবং খননকার্য শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পরিদর্শনের পরেও বাণগড়ের ভাগ্যের শিকে ছেঁড়েনি।

সবমিলিয়ে পর্যটনের প্রসারে ব্রাত্য উত্তরবঙ্গের মধ্যেই কার্যত দুয়োরানির দশা দুই দিনাজপুর এবং মালদা জেলার। সুধীজনেরা এবার এগিয়ে এসে একটু আওয়াজ করুন, যাতে নেতা ও প্রশাসনের বাবুদের কানে সেই শব্দ পৌঁছায়।

নালা দখল করে বেআইনি নির্মাণ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৩ মার্চ : বালাতোর্ষা নদীর ওপর মাটি ফেলে বুজিয়ে দিয়ে দখল করার অভিযোগ তো আগেই উঠেছিল। এবার অভিযোগ উঠল একটি নালা দখলের। ধূপগুড়ি মোড় থেকে ফালাকাটা কলেজ যাওয়ার মূল রাস্তার পাশে, কলেজপাড়ায় রয়েছে সেই বিশাল নালা। স্থানীয়রা একে বলেন দোলা। সেই দোলার ওপর নজর পড়েছে জমি হাঙরদের। তা বুজিয়ে সেখানে কংক্রিটের নির্মাণ বানানো হচ্ছে দিব্যি।

মরা মুজনাই নদী থেকেই দোলাটির উৎপত্তি। এরপর ফালাকাটার কলেজপাড়া দিয়ে তা বয়ে গিয়েছে। এই দোলাটির মূল অংশ পশ্চিম ফালাকাটার পেছন দিক দিয়ে গিয়ে মুজনাই নদীতে পড়েছে। পশ্চিম ফালাকাটার বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টির জল নিকাশের এটিই মূল ভরসা। বর্ষার সময় এই দোলাই জলে পরিপূর্ণ থাকে। অন্য সময় অবশ্য শুখা। এই শুখা সময়ের সুযোগ নিয়ে কলেজপাড়া ও পশ্চিম ফালাকাটাজুড়ে দোলার ওপর বানানো হয়েছে কংক্রিটের নির্মাণ। পুরসভা আগে এই অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে নোটিশও করেছিল। তাতে কেউ পাত্তাও দেয়নি।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'পশ্চিম ফালাকাটা ও কলেজপাড়ার দোলা দখল করে বেশ কিছু অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ আমরা পাই। তারপরেই নির্মাণকারীদের নোটিশ ধরানো হয়। কিছু কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে কেউ ফের নির্মাণ করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয়রা বলছেন, পুরসভা নোটিশ দেওয়ার পরেও অবৈধ নির্মাণকারীরা দিব্যি সক্রিয় ছিল। এখন কার্গিল মোড় থেকে ফালাকাটা কলেজে যাওয়ার পথে দ্বিতীয় সেতু থেকে দু'দিকে তাকালেই অবৈধ নির্মাণগুলি চোখে পড়বে। পশ্চিম ফালাকাটায় দোলা দখল করে বড় বড় গোডাউন বানানো হয়েছে। কেউ গাড়ির গ্যারাজ তো কেউ আবার বসতবাড়িও বানিয়েছেন। এইসব অবৈধ নির্মাণকারীরা এলাকায় বেশ প্রভাবশালী বলেই পরিচিত। প্রত্যেকেই আবার শাসকদলের সঙ্গে লতায়পাতায় জড়িয়ে। কলেজডাঙ্গা যাওয়ার রাস্তায় দোলার ওপর সেতু আছে। ওই ব্রিজের বাম পাশে কয়েকজন রীতিমতো ট্র্যাক্টর-ট্রলি দিয়ে মাটি এনে ভরাট করেছেন। দোলা। সেখানে এখন বহুতল বানানোর কাজ শুরু হয়েছে।

এলাকার বাসিন্দা প্রতাপ সরকার বলেন, 'বর্ষার সময় গোটা কলেজপাড়া, কলেজডাঙ্গার জল এই দোলা দিয়েই বয়ে যায়। ফলে এলাকায় জল জমার হাত থেকে বাঁচি আমরা। কিন্তু গত এক বছর ধরে চোখের সামনে দোলার বিভিন্ন জায়গা দখল হয়ে গেল। সেখানে পাকা বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। এবার বর্ষার জল কোনদিক দিয়ে বের হবে?' স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অনেকেই এই দোলা থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। অনেকে দোলার জল দিয়ে চাষাবাদও করেন।

কিন্তু পুরসভা গঠিত হওয়ার পর এলাকায় জমির দাম বেড়েছে। আর তারপরেই এই দোলার ওপর নজর পড়েছে জমি মাফিয়াদের। দোলার বিভিন্ন অংশে দখল করে বিক্রি হচ্ছে। আপাতত সেই দোলাজুড়ে পঞ্চাশটির বেশি অবৈধ নির্মাণ রয়েছে। এলাকার এক গৃহবধূ বলেন, 'যখন দোলা দখল করে গোডাউন, টাওয়ার বসানোর কাজ চলছিল, আমরা বাধা দিই। কিন্তু ওরা প্রভাবশালী। আমাদের এক প্রকার ভয় দেখিয়ে নির্মাণগুলি করেছে। প্রশাসনও বিষয়টি জানে। পরে আমরা আর কিছু বলার সাহস পাইনি।' বাসিন্দারা দাবি জানিয়েছেন, এবার বর্ষার আগেই নির্মাণগুলি ভেঙে দিক পুরসভা। তাঁদের আশঙ্কা, পুরসভা ও প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে পশ্চিম ফালাকাটা ও কলেজপাড়া এই বর্ষায় একটু ভারী বৃষ্টি হলেই জলে ভাসবে।

উত্তরের আলু

প্রথম পাতার পর

হাহাকার হওয়ার সম্ভাবনাও ওড়ানো যাচ্ছে না। হিমঘর ব্যবসায়ীদের দাবি, বর্তমান আলু ঢোকার গতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই জেলার সমস্ত স্টোর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে।

এর মাঝে কিছুটা হলেও দাম পাচ্ছেন যাঁরা লাল হল্যান্ড আলু চাষ করেছেন। বর্তমানে লাল হল্যান্ড আলু ১০ থেকে ১১ টাকায় বিক্রি করছেন কৃষকরা। তবে সেই চাষ মোট উৎপাদনের তুলনায় এতটাই কম, যার নিরিখে লোকসান সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। সবটা মিলে তলানিতে ঠেকা চাহিদা ও পড়তি দরে উত্তরের আলু চাষে লোকসানের ছায়া ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে।

বাবাকে পিটিয়ে খুন, ধৃত ছেলে

কিশনগঞ্জ, ২৩ মার্চ : বাবাকে পিটিয়ে মারল ছেলে। কোচাধামন থানা এলাকার হাটটোলা গ্রামে রবিবার সকালে এমনই এক মর্মান্তিক ঘটনার ঘটনার সাক্ষী থাকলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। 'মাদকাসক্ত' তরুণ মহম্মদ নুর আলম তার বাবা মহম্মদ শোয়েব আলমকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত ছেলেকে এদিনই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মৃতের মেয়ে নুরজাহা বেগম জানিয়েছেন, তাঁর ভাই প্রথমে জোর করে টাকা নেওয়ার জন্য মাকে মারধর করছিল। সেই সময় বাবা মাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। তখনই বাবাকে নির্মমভাবে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারে ভাই। ঘটনার পর গ্রামবাসীরা কোচাধামন থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়।

প্রাতর্ভ্রমণের সময় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২৩ মার্চ : সাতসকালে বেপরোয়া গতির তাণ্ডব তুফানগঞ্জে। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে সেই গতির বলি হলেন এক প্রৌঢ়। রবিবার ভোরে কামারপট্টি রোডে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। তারাই গুরুতর জখম ওই ব্যক্তিকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটি কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। সাতসকালে এমন মর্মান্তিক ঘটনার খবর চাউর হতেই এলাকায় শোকের ছায়া নামে। তুফানগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নিধারা মনোজ কুমার জানান, দুর্ঘটনায় এক প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে। সিসিটিভির ক্যামেরার সূত্র ধরে গাড়িটি চিহ্নিত করার কাজ চলছে। একইসঙ্গে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ পথে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিতে চলেছে।

দুর্ঘটনার পর কামারপট্টি রোডে পুলিশের ব্যারিয়ার। রবিবার। -সংবাদচিত্র

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রাজেশ্বর শর্মা (৫৭)। বাড়ি তুফানগঞ্জ শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কামারপট্টিতে। অন্যদিনের মতো এদিনও তিনি প্রাতর্ভ্রমণের জন্য রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়ে ছিলেন। সে সময় পাশ দিয়ে আসা একটি ভারী গাড়ি তাঁকে পিষে দিয়ে চলে যায়। তিনি ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে সেখানে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃতের ভাইপো সন্তোষ শর্মা জানান, রাস্তায় হইচই শুনে বেরিয়ে এসে দেখি কাকার নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে। দেহ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার আগেই সব শেষ। মৃতের প্রতিবেশী রবি শর্মা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'রাত ১১টা বাজতে না বাজতেই রাস্তাটি দিয়ে বেপরোয়াভাবে ট্রাক, লরি, ডাম্পার চলাচল করে। সকাল ছ'টা পর্যন্ত এই দৌরাত্ম্য চলে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি দিয়ে দৈনিক অগণিত মানুষ যাতায়াত করেন। গাড়িগুলির গতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশি নজরদারি ও টহল জরুরি।'

এদিন দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় মানুষজন রাস্তায় নেমে আসেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁরা ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন। এর জেরে ওই সড়কে বেশ কিছুক্ষণের জন্য যানজট সৃষ্টি হয়। এ পথে দুর্ঘটনা রোধে স্থানীয় বাসিন্দারা স্পিডব্রেকার বসানোর দাবি তোলেন। তাঁদের দাবি মেনে কিছুক্ষণ পর তুফানগঞ্জ থানার ট্রাফিক ওসি ওই পথে ব্যারিয়ার বসানোর ব্যবস্থা করেন। এরপরই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

সাতসকালে এমন ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রানিরহাট বাজার মোড়ে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের খবর মেলে। ঘটনায় দুই বাইকের চালক বা আরোহী কেউ তেমন গুরুতর জখম না হলেও অল্পের জন্য বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান তাঁরা। সব মিলিয়ে শহরের রাস্তায় বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রী তথা প্রবীণ নাগরিকরা।

এ ব্যাপারে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় স্কুল শিক্ষক দিলীপ দে বলেন, 'ডাক্তারের পরামর্শে সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখন শহরের রাস্তায় হাঁটার উপায় নেই। হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, এই বুঝি বেপরোয়া কোনও গাড়ি পিষে দিয়ে চলে যাবে। পথ নিরাপত্তা বাড়াতে পুলিশের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া জরুরি।' সূত্রের খবর, পুলিশ এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ করতে চলেছে।

জয়ের শপথ নিয়ে নাইটরা গুয়াহাটিতে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ মার্চ : রাতটা হতেই পারত তাঁদের। শেষবারের চ্যাম্পিয়নদের দুর্গে শুরুটা খারাপ হয়েছিল, এমন নয়। কিন্তু তারপরই আচমকা ছন্দপতন।

ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাওয়ার শুরু। যার শেষটা প্রায় মধ্যরাতের ইডেন গার্ডেন্সে যখন হল, কয়েক সেকেন্ডের জন্য হসপিটালিটি বক্সের বারান্দায় দেখা গেল গোমড়া মুখের শাহরুখ খানকে। সাধারণত ম্যাচ শেষের পর তিনি মাঠে নামেন। গতরাতের ইডেনে বাজিগর আর মাঠে ঢোকেননি। বরং হসপিটালিটি বক্স থেকেই হোটেলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কিং খান দেখিয়েছিলেন তাঁর ক্যারিশমা। বাইশ গজের যুদ্ধে তাঁর দল তেমনটা করে দেখাতে পারল না। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে অষ্টাদশ আইপিএলের প্রথম ম্যাচ হেরে আজ দুপুরের বিমানে গুয়াহাটি পৌঁছে গেলেন আজিঙ্কা রাহানেরা। বুধবার সেখানে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ।

সেই ম্যাচের আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্দরমহলে এখন নানা অঙ্ক, সমীকরণ ও জল্পনা। দলের প্রথম একাদশে পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা, তা নিয়েও বিস্তর আলোচনাও চলছে। ঘরের মাঠে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে ব্যর্থতা ভুলে আগামীর লক্ষ্যে নয়া শপথগ্রহণের কাজটা গতরাতে কেকেআর সাজঘরেই হয়ে গিয়েছে। সেখানে কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত পজিটিভ ভাবনা নিয়ে সামনে তাকানোর ডাক দিয়েছেন। দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোও একইভাবে রাহানেদের চাঙ্গা করেছেন। বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচের হার ভুলে সামনে তাকাতে হবে পজিটিভ মানসিকতা নিয়ে। আইপিএলের দীর্ঘ মরশুমে এমন ওঠাপড়ার মুহূর্ত অনেক আসবে। তোমাদের সবকিছুর জন্য তৈরি থাকতে হবে।' কোচ চান্দু স্যর অধিনায়ক রাহানে ও সুনীল নারায়ণের ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেছেন। নাইটদের সামনে তাকানোর লক্ষ্যে বলেছেন, 'হতে পারে ভালো শুরুর পরও প্রথম ম্যাচের ফল আমাদের পক্ষে যায়নি। কিন্তু তার জন্য হাল ছাড়লে চলবে না। এখনও অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে।'

ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজ নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে নাইট শিবিরে। গতরাতের সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক রাহানে স্পিন সহায়ক পিচের প্রতি তাঁর পছন্দের কথা জানিয়েছিলেন। যার পালটা হিসেবে ইডেনের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'ইডেনের পিচ অন্তত ২০০ রানের। কেকেআর ব্যাটিংয়ের শুরুটা ভালো করার পরও বড় রান করতে পারেনি। আরসিবি-র ক্রুণাল পান্ডিয়া, সুযশ শর্মাদের কাছে আটকে গিয়েছে। তাই কেকেআরের স্পিন সহায়ক পিচের অভিযোগ ভিত্তিহীন। আর হ্যাঁ, ইডেনে যেমন পিচ হয়, আগামীদিনেও তেমনই থাকবে।' ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ হারের পরই কেন কেকেআর অধিনায়ক রাহানে পিচ নিয়ে অজুহাতের পথে হাঁটলেন, তা নিয়েও বিস্ময় তৈরি হয়েছে। সাধারণত, রাহানে এমন মন্তব্য করেন না। কেন করলেন, সেটাই অবাক করেছে ক্রিকেটমহলকে।

আজ বিকেলে গুয়াহাটি পৌঁছোনোর পর থেকেই কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের নজর ছিল টিভির দিকে। আরও স্পষ্ট করে বললে, রাজস্থান বনাম হায়দরাবাদ ম্যাচের দিকে। কারণ, বুধবার গুয়াহাটিতে সঞ্জু স্যামসন, ধ্রুব জুরেল, যশস্বী জয়সওয়ালদের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বিপক্ষ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে রাজস্থান হেরে গেলেও ২৮৭ রানের লক্ষ্যে সঞ্জু, ধ্রুব, সিমরন হেটমেয়ারদের বিস্ফোরক ব্যাটিং নিশ্চিতভাবেই চিন্তা বাড়াবে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের।

কলকাতা বিমানবন্দরে আজিঙ্কা রাহানে ও ভেঙ্কটেশ আইয়ার। রবিবার।

> ইডেনের পিচ অন্তত ২০০ রানের। কেকেআর ব্যাটিংয়ের শুরুটা ভালো করার পরও বড় রান করতে পারেনি। আরসিবির ক্রুণাল পান্ডিয়া, সুযশ শর্মাদের কাছে আটকে গিয়েছে। তাই কেকেআরের স্পিন সহায়ক পিচের অভিযোগ ভিত্তিহীন।
>
> **–সুজন মুখোপাধ্যায়**
> *ইডেন গার্ডেন্সের পিচ কিউরেটার*

ঈশান বিস্ফোরণে সূর্যোদয়

> দারুণ অনুভূতি। জানতাম আইপিএলে সেঞ্চুরি অপেক্ষা করছে। অবশেষে পেলাম। দলের পরিবেশ দুর্দান্ত। অধিনায়ক আমাকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছে। কামিন্স বলে দেয়, রান পাবে কি পাবে না এই নিয়ে ভাবতে যেও না।
>
> **–ঈশান কিষান**

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-২৮৬/৬
রাজস্থান রয়্যালস-২৪২/৬

হায়দরাবাদ, ২৩ মার্চ : জোফ্রা আর্চারিকে ছক্কা হাঁকিয়ে হাফ সেঞ্চুরি।

দলের সাজঘরে দিকে তাকিয়ে ফ্লাইং কিস ছুড়ে দিলেন। শতরানের পর একেবারে 'ভিকট্রি ল্যাপ'। এক হাতে ব্যাট, অপর হাতে হেলমেট নিয়ে ৩০ গজ বৃত্তে কার্যত একপাক দৌড়। ঈশান কিষানের সেঞ্চুরি সেলিব্রেশনের পরতে পরতে আগ্রাসী মেজাজের প্রতিফলন!

স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন, জবাবি ম্যাচে এক ঢিলে একঝাঁক পাখি মারার আস্ফালন। সেটাই ঝরে পড়ল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের নায়ক ঈশানের শরীরী ভাষাতে।

জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকেও ছাঁটাই। এবার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও। বাড়তে থাকা চাপটা এক ঝটকায় অনেকটা ঝেড়ে ফেললেন হায়দরাবাদের জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই মেগা লিগে নিজের পয়লা নম্বর সেঞ্চুরিতে।

৪৫ বলে শতরান। ৪৭ বলে অপরাজিত ১০৬। পকেটসাইজ ডিনামাইট ঈশানের ১১টি চার ও হাফডজন ছক্কায় সাজানো আতশি ইনিংস ভাগ্য গড়ে দেয় ম্যাচের। জোফ্রা আর্চারি (৭৬/০), মহেশ থিকশানা (৫২/২), সন্দীপ শর্মারা (৫১/১) কোথায় বল রাখবেন কার্যত বুঝতেই পারছিলেন না। কখনও কভারের ওপর দিয়ে, কখনও পয়েন্ট কিংবা অনসাইডে হেলায় বল ছিটকে দিলেন বাউন্ডারিতে। কখনও সোজা গ্যালারির ঠিকানায়।

অভিষেক শর্মা (১১ বলে ২৪), ট্রাভিস হেডদের (৩১ বলে ৬৭) ঝোড়ো শুরুর পর ঈশানের পাওয়ার-প্যাক ব্যাটিং ব্যবধান গড়ে দেয়। মাত্র ১ রানের জন্য বাঁচে গতবছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে করা নিজেদের সর্বাধিক ২৮৭/৩ স্কোরের নজির।

নীতীশকুমার রেড্ডি (১৫ বলে ৩০), হেনরিচ ক্লাসেনরাও (১৪ বলে ৩৪) ছন্দে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন। তবে ২৮৬/৬ স্কোরে পৌঁছে দিয়ে ম্যাচের মাঝপথেই জয় নিশ্চিত করে দেয় ঈশান-স্পেশাল। সঞ্জু স্যামসন (৬৬), ধ্রুব জুরেল (৭০), শিমরন হেটমেয়াররা (৪২) মরিয়া চেষ্টা চালালেও প্রায় অসম্ভব ২৮৭-র নাগাল পাননি। ২৪২/৬ স্কোরে আটকে যায় রাজস্থান রয়্যালস।

বেচারা রিয়ান পরাগ। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচেই (সঞ্জু ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলেন) ঈশান-সুনামির মুখে পড়ে যান। বারবার বোলার বদলেও আটকাতে পারেননি যা। রাজস্থান ফিল্ডারদের দর্শক করে একের পর এক বল উড়ে যাচ্ছিল গ্যালারিতে।

ব্যাট হাতেও ব্যর্থ রিয়ান (৪)। একই হাল যশস্বী জয়সওয়ালেরও (১)। দ্বিতীয় ওভারে রিয়ান-যশস্বীকে তিন বলের মধ্যে ফিরিয়ে গোলাপি ব্রিগেডের অবিশ্বাস্য কিছু করে দেখানোর পথে ইতি টেনে দেন সিমরজিৎ সিং। সঞ্জু-জুরেলদের চেষ্টাতেও ছবিটা বদলায়নি।

ম্যাচ জেতানো ইনিংস শেষে ঈশান বলেছেন, 'দারুণ অনুভূতি। জানতাম আইপিএলে সেঞ্চুরি অপেক্ষা করছে। অবশেষে পেলাম। দলের পরিবেশ দুর্দান্ত। অধিনায়ক আমাকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছে। প্যাট কামিন্স বলে দেয়, রান পাবে কী পাবে না এ নিয়ে ভাবতে যেও না। নিজের খেলাটা খেলো। আশা করি, এই রকম আরও কয়েকটা ইনিংস খেলতে পারব। অভিষেক-হেডের ভালো শুরুটাও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। ওদেরও কৃতিত্ব দিতে হবে।'

আইপিএলে সর্বাধিক দলগত স্কোর

রান	দল	প্রতিপক্ষ	সাল
২৮৭/৩	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	২০২৪
২৮৬/৬	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	রাজস্থান রয়্যালস	২০২৫
২৭৭/৩	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	২০২৪
২৭২/৭	কলকাতা নাইট রাইডার্স	দিল্লি ক্যাপিটালস	২০২৪
২৬৬/৭	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	দিল্লি ক্যাপিটালস	২০২৪

আইপিএলে পাওয়ার প্লে-তে সর্বাধিক স্কোর

রান	দল	প্রতিপক্ষ	সাল
১২৫/০	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	দিল্লি ক্যাপিটালস	২০২৪
১০৭/০	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	লখনউ সুপার জায়েন্টস	২০২৪
১০৫/০	কলকাতা নাইট রাইডার্স	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	২০১৭
১০০/২	চেন্নাই সুপার কিংস	পাঞ্জাব কিংস	২০১৪
৯৪/১	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	রাজস্থান রয়্যালস	২০২৫

হকি লিগ ফাইনালে গুরবক্স সিংয়ের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।- ডি মণ্ডল

ইডেনের গ্যালারিতে কুকুরের কামড় ৭ জনকে

লেংথ বোলিংয়েই বাজিমাত জোশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ : স্বপ্নের উড়ানের রাত। আগামীর লক্ষ্যে এগিয়ে চলার রাত।

আর কলকাতা নাইট রাইডার্সকে তাদের ঘরের মাঠে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে হারিয়ে যাত্রাপথের শুরুটা দুর্দান্ত করল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। বিরাট কোহলির রান করার পাশে ফিল সল্টের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটি জমে যাওয়া, জোশ হ্যাজেলউডের পাওয়ার প্লে-তে দুরন্ত বোলিং, মাঝের ওভারে বল হাতে বাঁহাতি স্পিনার ক্রুণাল পান্ডিয়ার চমক দেওয়া- আরসিবি শিবিরে প্রথম ম্যাচ থেকে প্রাপ্তির অভাব নেই।

একলাফে অনেকটা বেড়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাসের পাশে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে আজ সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে চেন্নাই পৌঁছে গেলেন বিরাটরা। মহেন্দ্র সিং ধোনির দলের বিরুদ্ধে ২৮ মার্চ রয়েছে ম্যাচ। তার আগে রবিবার দুপুরে কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে কোহলি, রজত পাতিদাররা হাজির হয়েছিলেন স্পনসরের অনুষ্ঠানে। সেখানে কোহলিদের দারুণ মেজাজে দেখা গিয়েছে। নাইটদের উড়িয়ে দেওয়ার পর গতরাতের ইডেন গার্ডেন্সে আরসিবি-র ব্যাটিং কোচ দীনেশ কার্তিক পুরো দলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'শুরুটা দুর্দান্ত হল। এবার এগিয়ে চলার চ্যালেঞ্জটা সবাইকে নিতে হবে। পথ চলার এখনও অনেক বাকি।'

কোহলি ও আরসিবি-র আইপিএল ভাগ্য শেষপর্যন্ত কোন পথে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে গতরাতের ইডেনে ম্যাচ সেরার পুরস্কার পাওয়ার পর ক্রুণাল তাঁর সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন। বলেছেন, 'আমার মধ্যে এখনও যে ক্রিকেট রয়েছে, আশা করি সেটা প্রমাণ করতে পেরেছি। যাঁরা আমায় নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন, তাঁরাও হয়তো এবার বাস্তবটা স্বীকার করবেন।' ক্রুণালের সমালোচকরা আগামীদিনে কী বলবেন, সময় তার জবাব দেবে। তিনি কুইন্টন ডি কক, সুনীল নারায়ণদের আটকে দিয়েছিলেন। নিজের বোলিং প্রসঙ্গে হ্যাজেলউড বলছেন, 'ইডেনের পিচে দারুণ বাউন্স ছিল। নির্দিষ্ট লাইনে বোলিং করে সেটাকেই কাজে লাগিয়েছি। ইডেনে বোলিং করতে বরাবরই পছন্দ করি আমি।'

ইডেনের মতো বাইশ গজ ফের কোন ম্যাচে আবার পাবেন, জানেন না হ্যাজেলউড। তাই অজি পেসার বলছেন, 'আমি পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বোলিং করতে পছন্দ করি। ইডেনেও সেটাই করেছি। উইকেটে এমন বাউন্স থাকলে অনেক পরিকল্পনাই সহজ হয়ে যায়।' এদিকে, গতরাতের কেকেআর বনাম আরসিবি ম্যাচে ইডেনের গ্যালারিতে মোট ৭ জন দর্শককে কুকুরে কামড় দিয়েছে। আজ সিএবি-র তরফে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

রবিবার কলকাতায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর একটি অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলি, রজত পাতিদার ও দেবদত্ত পাডিক্কাল। ছবি : ডি মণ্ডল

তার আগে ক্রুণালের দলের অজি পেসার হ্যাজেলউড গতরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে তাঁর সতীর্থদের স্পিন বোলিংকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'ক্রুণাল মাঝের ওভারের সময়ে দারুণ বোলিং করল। কেকেআরের রান আটকে রাখার কাজটা দারুণভাবে করেছে ও।' ক্রুণালের মতো বল হাতে রাতের ইডেনে নজর কেড়েছেন হ্যাজেলউড নিজেও। ইনিংসের শুরু থেকে লেংথ বোলিংয়ের মাধ্যমে

কলকাতা-লখনউ ম্যাচ ইডেনেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ : ছবিটা বদলাচ্ছে। আর সেই বদলের সঙ্গেই কলকাতা নাইট রাইডার্স সমর্থকদের মুখের হাসি চওড়া হচ্ছে।

সব ঠিকমতো চললে ৬ এপ্রিল ইডেন গার্ডেন্সে নির্ধারিত থাকা কেকেআর বনাম লখনউ সুপার জায়েন্ট ম্যাচ গুয়াহাটিতে সরছে না। ইডেনেই হতে চলেছে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দিন কয়েক আগে ড্যামেজ কন্ট্রোলের লক্ষ্যে আসরে নেমেছিলেন। চেষ্টা শুরু করেছিলেন, রামনবমী থাকা সত্ত্বেও কেকেআরের ম্যাচ যেন কলকাতার বাইরে না যায়। কলকাতা পুলিশকেও তিনি নিরাপত্তার ব্যাপারে রাজি করিয়ে ফেলেছেন বলে খবর। বড় অঘটন না হলে মহারাজের চেষ্টা সফল হচ্ছে। গতরাতে ইডেনে কেকেআর বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ শেষের পর মধ্যরাতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন সৌরভ নিজেই। তাঁর কথায়, 'একটু অপেক্ষা করুন, দেখুন না কী হয়। আমার মনে হয় না কলকাতা থেকে আইপিএলের ম্যাচ দেশের অন্য কোনও শহরে সরবে বলে।'

সৌরভের হস্তক্ষেপে

কীভাবে এমন পালাবদল সম্ভব হল? জানা গিয়েছে, এর পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক কারণ। যা নিয়ে সিএবি বা কেকেআরের তরফে কেউই মুখ খুলতে চাইছেন না। বাস্তব ছবি যাই হোক না কেন, আপাতত নাইট সমর্থকদের জন্য সুখবর হল, কেকেআর বনাম লখনউ ম্যাচ ইডেনেই হতে চলেছে।

লোকেশ, ঋষভের আজ 'অন্য' যুদ্ধ

ভাইজাগ, ২৩ মার্চ : শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে শুরু দামামা বেজে গিয়েছে।

রবিবার একেবারে জোড়া ম্যাচ শুরুতেই রিংটোন সেট অষ্টাদশ আইপিএলে। সোমবার লিগের তৃতীয় দিনে যা বজায় থাকছে লখনউ সুপার জায়েন্টস-দিল্লি ক্যাপিটালস দ্বৈরথ ঘিরে। সৌজন্যে দুই দলের দুই প্রাক্তন লোকেশ রাহুল ও ঋষভ পন্থ।

ঋষভ গতবার দিল্লির অধিনায়ক ছিলেন। এবার টিম লখনউয়ের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। লখনউ জার্সিতে অধিনায়ক ঋষভের অভিষেক ঘটতে চলেছে নিজের পুরোনো দলের বিরুদ্ধেই। ছবিটা প্রায় এক ঋষভ অপরদিকে প্রথমবার দিল্লির জার্সি (২০১৬ সালের পর ১১১টি ম্যাচই খেলেন দিল্লির হয়ে) ছেড়ে অন্য দলের হয়ে খেলবেন। আইপিএল ইতিহাসের সর্বাধিক ২৭ কোটি দরের মর্যাদা রাখার চ্যালেঞ্জ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির হতাশা (পুরো টুর্নামেন্ট রিজার্ভ বেঞ্চে কাটাতে হয়। উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে খেলেন লোকেশ) ঝেড়ে ফেলতে চাইবেন।

অক্ষর প্যাটেল আবার প্রথমবার আইপিএলে নেতৃত্ব দেবেন। ব্যক্তিগত একঝাঁক চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরে বন্দরনগরী ভাইজ্যাগে (দিল্লির দ্বিতীয় হোম) আকর্ষণীয় দ্বৈরথের হাতছানি।

চোট-আঘাতের কারণে টিম লখনউয়ে পরিবর্তন। চোট পেয়ে লিগ থেকে 'আউট' মহসিন খান। বদলি শার্দূল ঠাকুর। নিলামে দল না পেলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বইয়ের হয়ে ফর্মে ছিলেন। গত কয়েকদিন ধরেই লখনউ দলের সঙ্গে অনুশীলন করছিলেন। শেষপর্যন্ত মহসিনের জায়গায় মেগা লিগের দরজা খুলল শার্দূলের।

দিল্লি ক্যাপিটালসের মূল অস্ত্র বোলিং। মিচেল স্টার্ক, মুকেশ কুমার, মোহিত শর্মা, থঙ্গরাসু নটরাজনরা রয়েছেন পেস বিভাগে। অক্ষর-কুলদীপ যাদবের স্পিন জুটি তুরুপের তাস হওয়ার ক্ষমতা রাখে। ঋষভ, নিকোলাস পুরান, ডেভিড মিলার, মিচেল মার্শ সমৃদ্ধ লখনউয়ের ব্যাটিং স্টার্কদের কীভাবে সামলায়, চোখ থাকবে। ঋষভ-লোকেশদের দ্বৈরথে হাজির বাংলার একাধিক তারকা। দিল্লিতে মুকেশের সঙ্গী অভিষেক পোড়েল। জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, ফাফ ডুপ্লেসি, লোকেশ, ট্রিস্টান স্টাবসের সঙ্গে অভিষেকের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং গুরুত্ব পাচ্ছে। লখনউ টিমে সেখানে আকাশ দীপ, শাহবাজ আহমেদ।

ম্যাচের মূল আকর্ষণ লোকেশ বনাম ঋষভ। আগামীকাল শেষ হাসি কে হাসে, সেটাই দেখার।

পুরোনো দল দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের প্রস্তুতিতে লখনউয়ের ঋষভ পন্থ।

> **INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ**
>
> **দিল্লি ক্যাপিটালস**
> বনাম
> **লখনউ সুপার জায়েন্টস**
>
> **সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট**
> **স্থান : ভাইজাগ**
>
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

লোকেশের ক্ষেত্রে। গতবারের লখনউয়ের অধিনায়ক এবার দিল্লি শিবিরে। নেতৃত্বের প্রস্তাব থাকলেও রাজি হননি।

আগামীকাল দল ছাপিয়ে স্পটলাইট লোকেশ, ঋষভে। বিশেষত, লোকেশ রাহুলের জন্য নিশ্চিতভাবে জবাব দেওয়ার ম্যাচ। ২০২৪ সালের লিগে মাঠের মধ্যেই লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার তীব্র রোষের মুখে পড়েন। যা নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়।

লোকেশ দিল্লিতে যোগ দেওয়ার পর বলেও দেন, দলের থেকে তিনি সম্মান ও ভালোবাসা চান। আগামীকাল প্রথম সুযোগেই জবাব দেওয়ার বাড়তি তাগিদ থাকবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফর্মে থাকা লোকেশের।

মোহিতের সৌজন্যে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ : কলকাতা হকি প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। রবিবার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে হারিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলকে। বলা ভালো, গোলরক্ষক মোহিত এইচএসের দুরন্ত পারফরমেন্স সবুজ-মেরুনকে ট্রফি এনে দিল।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকে ইস্টবেঙ্গল তুলনায় কিছুটা বেশি আক্রমণাত্মক ছিল। কিন্তু লাল-হলুদের সামনে কার্যত চিনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান মোহনবাগানের গোলরক্ষক মোহিত। চারটি কোয়ার্টার মিলিয়ে অন্তত গোটা আটটি নিশ্চিত গোল বাঁচান। ম্যাচে মোহনবাগানের হয়ে গোল করেন অর্জুন শর্মা, কার্তিক ও রাহিল মহসিন। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন জাহির।

হকি লিগ

দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে পেরে উচ্ছ্বসিত গোলরক্ষক মোহিত। তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগানের হয়ে খেলা আমার স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।' মাত্র ৫ বছর বয়সে হকি খেলা শুরু করেন কর্ণাটকের এই ছেলেটি। বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তারপরেও মোহিতকে হকি খেলায় ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। বাবাকে হতাশ করেননি এই গোলরক্ষক। দেশের হয়ে জুনিয়ার বিশ্বকাপ খেলেছেন। বর্তমানে জাতীয় শিবিরে রয়েছেন মোহিত। কিংবদন্তি পিআর শ্রীজেশকে নিজের আদর্শ মনে করেন তিনি। মোহিত বলেছেন, 'শ্রীজেশভাই আমার আদর্শ। ওর কাছ থেকে অনেক পরামর্শ পেয়েছি। এবার দেশের হয়ে খেলতে চাই।'

এবারের লিগ পর্বে মোহনবাগান প্রথম ও ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় স্থানে ছিল। প্রতিযোগিতার নয়া ফর্ম্যাট অনুযায়ী লিগের প্রথম দুই স্থানাধিকারী দলকে নিয়ে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অলিম্পিয়ান গুরবক্স সিংয়ের মতো ব্যক্তিত্ব।

রিহ্যাবে মনবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ : স্বস্তি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে। রিহ্যাবে নেমে পড়লেন মনবীর সিং। দলের আশা, ২-৩ দিনের মধ্যেই তিনি অনুশীলনে নেমে পড়তে পারবেন। ফলে তাঁকে ৩ এপ্রিল পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। সাহাল আব্দুল সামাদও ফিট। তবে এখনও পুরোপুরি ফিট নন জেমি ম্যাকলারেন। যদিও তাঁকেও ওই ম্যাচে পাওয়া যাবে বলে আশা সবুজ-মেরুন শিবিরের।

ভারত-পাক ক্রিকেট চাই : জাহির

মুম্বই, ২৩ মার্চ : এশিয়ার ব্র্যাডম্যান বলা হত তাঁকে।

ভারতকে সামনে পেলে ব্যাট বরাবর চওড়া। সেই জাহির আব্বাস এবার ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট শুরুর জন্য জোরালো সওয়াল করলেন। মুম্বইয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে হাজির পাক কিংবদন্তির দাবি, 'এশিয়ার দেশগুলি যখন সাফল্য পায়, ভালো লাগে। খুশি হই। ভারত এবং পাকিস্তানের উচিত নিজেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলা।'

বিশেষ বন্ধু, উর্দু কবি ভিকে ত্রিপাঠীর আমন্ত্রণে স্ত্রীকে নিয়ে বলিউড নগরীতে এসেছিলেন জাহির আব্বাস। ঐতিহ্যবাহী 'ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়া'-য় হওয়া যে অনুষ্ঠানে জাহিরের আরও দাবি, 'নিরপেক্ষ দেশে নয়, ভারত-পাকিস্তান নিজেদের দেশেই খেলুক। অতীতে পাকিস্তানে প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় খেলা দেখতে এসেছে দলের সঙ্গে। আবার সেই দিন ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সম্ভব দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট শুরু করাও। কেন হচ্ছে না আমার বোধগম্য নয়। আমরা প্রতিবেশী। দুই দেশই ক্রিকেট পাগল। আমার মতে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট অবিলম্বে শুরু হওয়া উচিত।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের সঙ্গে ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান সফরে যাওয়া প্রাক্তন পেসার কারসন ঘাউড়িও। যে সফরে ভারতীয় স্পিন স্বর্ণযুগের কার্যত ছুটি করে দিয়েছিলেন জাহির। তবে আম্পায়ারিং নিয়েও প্রচুর সমালোচনা, বিতর্ক হয়। ভারতীয় সমর্থকদের টার্গেট ছিলেন পাক আম্পায়ার শকুর রানা।

> হয়তো বলা উচিত নয়, তবে পাকিস্তানে যখন খেলতে গিয়েছিলাম, তখন আসিফ ইকবাল, ইমরান খানদের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন আম্পায়ার শকুর রানা! তৃতীয় টেস্টে যেমন মুস্তাক মহম্মদ নিশ্চিত লেগবিফোর। মিডল স্টাম্পের সামনে পায়ে বল লেগেছে। শকুর রানা আঙুল তুলতে যাচ্ছে, তখন মুস্তাকের চিৎকার, খবরদার। সঙ্গে সঙ্গে আঙুল নেমে যায়। মাঠ থেকে ফিরে সন্ধের পর মুস্তাকভাইয়ের সঙ্গে যা নিয়ে প্রচুর মজা করেছিলাম আমরা। **–কারসন ঘাউড়ি**

ঘাউরি মজার সুরে বলেছেন, 'হয়তো বলা উচিত নয়, তবে পাকিস্তানে যখন খেলতে গিয়েছিলাম, তখন আসিফ ইকবাল, ইমরান খানদের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন আম্পায়ার শকুর রানা! তৃতীয় টেস্টে যেমন মুস্তাক মহম্মদ নিশ্চিত লেগবিফোর। মিডল স্টাম্পের সামনে পায়ে বল লেগেছে। শকুর রানা আঙুল তুলতে যাচ্ছে, তখন মুস্তাকের চিৎকার, খবরদার। সঙ্গে সঙ্গে আঙুল নেমে যায়। মাঠ থেকে ফিরে সন্ধের পর মুস্তাকভাইয়ের সঙ্গে যা নিয়ে প্রচুর মজা করেছিলাম আমরা।'

জাহিরের দাবি, ভারত, পাকিস্তান, দুই দেশের আম্পায়াররাই একটু বেশি দেশপ্রেমিক ছিলেন সেইসময়। এই নিয়ে বেঙ্গালুরু টেস্টেরও উদাহরণ তুলে ধরেন কারসন ঘাউড়ির দাবির পালটা হিসেবে। জাহির আব্বাসের স্ত্রী সামিনা আবার মজার কথা ভাগ করে নেন শ্রোতাদের সঙ্গে। বলেছেন, 'ট্রাফিক রুল ভাঙায় সার্জেন্ট গাড়ি আটকেছে। আমার কাছে কোনও কাগজ ছিল না। বলি, আমি জাহির আব্বাসের স্ত্রী। তিনি মানতে নারাজ। জানিয়েছেন, অনেকেই দাবি করে, সে জাহিরের স্ত্রী!'

বোর্ড ঠিকমতো কথা বলেনি : সাকিব

লন্ডন, ২৩ মার্চ : সম্প্রতি সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশন থেকে মুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশনের জন্য তাঁকে রাখা হয়নি বাংলাদেশ দলে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বলা হয়েছিল 'শুধুমাত্র ব্যাটার সাকিবের জায়গা নেই দলে'। এবার বোলিংয়ের ছাড়পত্র পেয়ে মুখ খুললেন ৩৭ বছরের অলরাউন্ডার। তিনি বলেছেন, 'আমার কোনও অভিযোগ নেই। এক্ষেত্রে বোর্ডের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিকমতো হলে আমি খুশি হতাম।' বোলিং অ্যাকশন ঠিক করতে সাকিব ছোটবেলার মেন্টর মহম্মদ সালাহউদ্দিন এবং প্রাক্তন বাংলাদেশী অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটার সিরাজুল্লাহ খাদিমের পরামর্শ নিয়েছিলেন। সেই খাদিমের মন্তব্য, 'ওই ম্যাচে অতিরিক্ত বোলিংয়ের কারণে অ্যাকশনে হয়তো পরিবর্তন হয়েছিল।'

চিপক-ধাঁধায় পথ হারাল মুম্বই

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স- ১৫৫/৯
চেন্নাই সুপার কিংস- ১৫৮/৬
(১৯.১ ওভারে)

অর্ধশতরানের পর চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

চেন্নাই, ২৩ মার্চ : অষ্টাদশ আইপিএলের বোধনে শাহরুখ খান, শ্রেয়া ঘোষাল, দিশা পাটানিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শনিবার ইডেন গার্ডেন্স মেতে উঠেছিল। আকারে ছোট হলেও রবিবার ম্যাচ শুরুর আগে চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামেও একপ্রস্থ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল। ২০ মিনিটের পারফরমেন্সে চিপকের গ্যালারিকে সুরের মূর্ছনায় ভাসালেন দক্ষিণের মিউজিক কম্পোজার অনিরুদ্ধ রবিচন্দ্রর। যার রেশ বজায় রেখে ৫ বল থাকতে চেন্নাই সুপার কিংস ৪ উইকেটে জয় তুলে নেয়। চিপকের মন্থর পিচের ভুলভুলাইয়ার সঙ্গে স্পিনারদের দাপটে ১৫৫/৯ স্কোরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে আটকে রেখে কাজ অনেকটাই এগিয়ে রেখেছিল চেন্নাই। যার ওপর দাঁড়িয়ে রাচিন রবীন্দ্র (৪৫ বলে অপরাজিত ৬৫) ও রুতুরাজ গায়কোয়াড় (২৬ বলে ৫৩) দলের জয় আনেন।

আইপিএলের এল ক্লাসিকো। যে ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকে গোটা ক্রিকেট সমাজ। ম্যাচের চতুর্থ বলে রোহিত শর্মাকে (০) তুলে নিয়ে রিংটোন সেট করে দেন খলিল আহমেদ (২৯/৩)। মাঠে নামার আগেই রেকর্ড গড়েছিলেন হিটম্যান। দীনেশ কার্তিককে টপকে আইপিএলে দ্বিতীয় সর্বাধিক ম্যাচ খেলার নজির গড়েন রোহিত (২৫৮ ম্যাচ)। খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফিরে লজ্জার রেকর্ডেও ভাগ বসালেন তিনি। কার্তিক, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে আইপিএলে যুগ্মভাবে সবাধিক ১৮টি শূন্য হয়ে গেল রোহিতের।

খলিল প্রথম স্পেলে রোহিতের নয়া ওপেনিং পার্টনার রায়ান রিকেলটনকে (১৩) তুলে নেওয়ার পর খেল দেখালেন চেন্নাইয়ের আফগান চায়নাম্যান বোলার নুর আহমদ (১৮/৪)। সঙ্গে তাল ঠুকলেন সিএসকে-র আরও দুই তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন (৩১/১) ও রবীন্দ্র জাদেজা (২১/০)। স্পিন জালে হাসফাঁস অবস্থার মধ্যেও সূর্যকুমার যাদব (২৯) ও তিলক ভার্মা (৩১) দলকে টানার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সূর্যকে ০.১২ সেকেন্ডে স্টাম্পিং করে ৫১ রানের জুটি ভাঙেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ৪৩ বছরের ধোনির ক্ষিপ্রতা দেখে চমকে যান সূর্যও। রুতুরাজ গায়কোয়াড় অধিনায়ক হলেও মাঠে যথারীতি দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন মাহি। শেষদিকে দীপক চাহার (১৫ বলে অপরাজিত ২৮) প্রতিরোধ গড়লেও তাই লাভ হয়নি।

৪ উইকেট নিয়ে নুর আহমদ।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতে ধাক্কা খায় চেন্নাইও। ফিরে যান রাহুল ত্রিপাঠী (২)। তবে দ্রুত খেলা ধরে নেন রুতুরাজ। তাঁর অধিনায়কোচিত ইনিংসে চেন্নাইয়ের জয় যখন নিশ্চিত দেখাচ্ছিল তখনই বল হাতে চমক মুম্বইয়ের চায়নাম্যান স্পিনার ভিগনেশ পুথুরের (৩২/৩)। রুতুরাজ সহ ৩ উইকেট তুলে নিয়ে তিনি চাপ বাড়ান। ব্যর্থ হয়েছেন দীপক হুডা (৩) ও শিবম দুবে (৯) তবে রাচিন একটা দিক আগলে রাখায় সমস্যা হয়নি চেন্নাইয়ের। ১৯.১ ওভারে তারা ৬ উইকেটে ১৫৮ রান তুলে নেয়।

অবসর নিয়ে অবাক দাবি ধোনির

হুইলচেয়ারে বসলেও ছাড়বে না সিএসকে

চেন্নাই, ২৩ মার্চ : তেতাল্লিশ পেরিয়ে চুয়াল্লিশে পা রাখার পথে।

আর কতদিন বাইশ গজে মাহি-মৌতাত? গত কয়েক বছর ধরেই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে আইপিএল সংসারে, ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে রবিবার নয়া আইপিএল অভিযান শুরুর আগে যার জবাবে চাঞ্চল্যকর দাবি স্বয়ং মহেন্দ্র সিং ধোনির। জানিয়ে দিলেন, হুইলচেয়ারে করে হলেও চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে চান!

প্রাথমিকভাবে চলতি আইপিএলের পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চলেছেন বলে খবর শোনা গিয়েছিল। 'ওয়ান লাস্ট টাইম' লেখা টি-শার্ট পরেও অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। যদিও অবসর প্রশ্নে বারবার হেয়ালি বাড়িয়েছেন মাহি।

মেগা লিগের সম্প্রচার সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমএসের অবাক দাবি, 'যতদিন পারব চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে চাই। এটাই আমার ফ্র্যাঞ্চাইজি, আমার দল। যদি হুইলচেয়ারেও থাকি, তাহলেও এরা আমায় ছাড়বে না।'

ধোনির এই বক্তব্য অবসর নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে। তাহলে কী এটাই শেষ নয়, আরও কয়েকটা আইপিএলে দেখা যাবে মাহি-ম্যানিয়া। চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও চান আরও ৩-৪ বছর তাদের সঙ্গে থাকুক 'থালা'।

রুতুরাজ বলেছেন, 'মাহিভাই সবসময় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। শচীন তেন্ডুলকারের ৫০ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও দুর্দান্ত ব্যাটিং করছেন। সবাই তা দেখছি। আমার বিশ্বাস, ধোনিও আরও কয়েক বছর খেলা চালিয়ে যেতে পারবে। আগামী আইপিএলেও খেলার সম্ভাবনা থাকছে।'

বিদ্যুৎগতিতে সূর্যকুমার যাদবকে স্টাম্প করলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। রবিবার।

> যতদিন পারব চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে চাই। এটাই আমার ফ্র্যাঞ্চাইজি, আমার দল। যদি হুইলচেয়ারেও থাকি, তাহলেও এরা আমায় ছাড়বে না।
>
> -মহেন্দ্র সিং ধোনি

চেন্নাই দলপতির যুক্তি, কত রান করল, এগুলি সব নয়। ধোনির উপস্থিতিই দলের জন্য বড় প্রাপ্তি। পুরো দলের কাছে অনুপ্রেরণা। অধিনায়ক না হলেও দলের পরিকল্পনা তৈরিতে মূল ভূমিকা থাকে ধোনির। কঠিন সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যাঁর বিকল্প নেই। রুতুরাজের বিশ্বাস, গত মরশুমগুলির মতো নিজের সেরাটাই দেবে। ঠিক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস আসবে মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাট থেকে।

পর্তুগালের বিরুদ্ধে গোল করে সিউ সেলিব্রেশনে রাসমাস হোজলুন্ড।

হোজলুন্ডের সেলিব্রেশনে সম্মানিত রোনাল্ডো

লিসবন, ২৩ মার্চ : ডেনমার্কের রাসমাস হোজলুন্ড। আদর্শ মানেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। সম্প্রতি পর্তুগালের বিরুদ্ধে দেশের হয়ে গোল করে দলকে জিতিয়েছেন। আর গোলের পর সিআর সেভেনের কায়দায় তাঁর 'সিউ' সেলিব্রেশন রীতিমতো প্রচারের আলোয়। যদিও তাতে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট নন রোনাল্ডো। রোনাল্ডোর ট্রেডমার্ক সেলিব্রেশন করেন অনেকেই। কিন্তু তাঁর সামনে? হোজলুন্ডই বোধহয় প্রথম। যদিও পর্তুগিজ মহাতারকা এতে নিজেকে সম্মানিত মনে করছেন। ক্রিশ্চিয়ানো বলেছেন, 'আমি জানি, এটা অসম্মান প্রদর্শনের জন্য নয়। গোটা বিশ্বে অনেকেই আমার মতো করে সেলিব্রেশন করে। আমার এইটুকু বোঝার ক্ষমতা আছে। আমার কাছে এটা সম্মানের ব্যাপার।' একইসঙ্গে ফিরতি ম্যাচে হজলুন্ডের সামনে নিজের 'সিউ' সেলিব্রেশন করতে চান বলে জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, 'আশা করছি আমিও ওর সামনে এটা করতে পারব। সেটাই এখন আমার কাছে চ্যালেঞ্জ।'

মলডোভাকে পাঁচ গোল হাল্যান্ডদের

কিশিনাউ, ২৩ মার্চ : ২৮ বছর পর ফিফা বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে অভিযান শুরু করল নরওয়ে। আর বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচেই মলডোভাকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিলেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরা।

ভারতীয় সময় শনিবার রাতের ম্যাচে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো সময়টুকুও দেয়নি নরওয়ে। পঞ্চম মিনিটেই হুলিয়ান রিয়ারসন গোলের খাতা খোলেন। ২৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোল হাল্যান্ডের। তার আগেই অবশ্য একটি সুযোগ নষ্ট করেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তারকা। ৩৮ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন থিও অসগার্ড। ম্যাচে চতুর্থ গোলটিও চলে আসে প্রথমার্ধেই। ৪৩ মিনিটে গোল করেন আলেকজান্ডার সোরলোথ। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর মিনিট পনেরোর মধ্যেই কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন অ্যারন ডোনাম।

নরওয়ে শেষবার বিশ্বকাপ খেলেছিল ১৯৯৮ সালে। তখনও পৃথিবীর আলো দেখেননি হাল্যান্ড। কয়েকমাস পর তিনি পা দেবেন পঁচিশে। ক্লাব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সহ প্রায় সমস্ত বড় খেতাবই ছোঁয়া হয়ে গিয়েছে। এবার দেশকে বিশ্বকাপে ফিরিয়ে আনাই তাঁর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

হোঁচট খেল লাল-হলুদ

মুম্বই, ২৩ মার্চ : ডেভেলপমেন্ট লিগ জাতীয় পর্যায়ে গ্রুপের প্রথম ম্যাচেই হোঁচট খেল ইস্টবেঙ্গল। জামশেদপুর এফসি-র কাছে ৩-০ গোলে হার লাল-হলুদের। দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষণাত্মক খেলতে গিয়েই বিপদে পড়ল বিনো জর্জের ছেলেরা। শেষ ৩০ মিনিটে তিন গোল হজম। জামশেদপুরের হয়ে গোল করলেন রেমসন সিং, মার্জিত সিং ও লমসাংজুয়ালা। অন্য ম্যাচে এফসি গোয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি।

হোটেল থেকে ট্রেনিং, অভিযোগ বাংলাদেশের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ মার্চ : দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক এখন ঠিক কোন জায়গায় সেই বিষয় খুব পরিষ্কার নয়।

তবে বাংলাদেশ ফুটবল দল শিলংয়ে খেলতে এসে অবশ্য একেবারেই সৌহার্দ্য দেখাচ্ছে না। এদেশে

হোটেলের ঘরেই স্ট্রেচিংয়ে হামজা চৌধুরীরা।

> মালদ্বীপকে হারিয়ে খুশি কারণ এতে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল, এশিয়ান কাপে যোগ্যতার্জন করা। তাই এখন বাংলাদেশ, হংকং ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাকি ৬টা ম্যাচই আমাদের কাছে ফাইনালের মতো। যেখানে সব ম্যাচ জিতে মূলপর্বে পৌঁছোতে হবে।
>
> - মানোলো মার্কুয়েজ

পৌঁছোনোর পর থেকে ক্রমাগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ করেই চলেছে বাংলাদেশ দল। বিশেষ করে ট্রেনিং গ্রাউন্ড, মাঠে নৈশালোকের ব্যবস্থা, এই সব নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই তাদের। প্রথমদিন পৌঁছোনোর পরই তাদের হোটেল নিয়েও নাকি সমস্যায় পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ। যতগুলো ঘর চাওয়া হয়েছিল, সব নাকি হোটেল কর্তৃপক্ষ শুরুতে দিতে রাজি হয়নি। পরে অবশ্য সেই সমস্যা মেটে। সকলেই আলাদা আলাদা ঘর পেয়ে যায়। এমনকি তাদের সময় অনুযায়ী অনুশীলনের ব্যবস্থা করাও হয়নি বলে ওদেশের সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। এমনকি দলের ম্যানেজার এটাও বলেছেন যে, সব দেশই হোম গ্রাউন্ডে খেলার সুবিধা নেওয়ার জন্য অনেককিছুই করে। যা ভারত করছে। তাদের সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে এও বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ যখন হোম ম্যাচ খেলবে অর্থাৎ ভারতের অ্যাওয়ে ম্যাচের সময়ে তারাও নিজেদের মতো করে সব কিছু করবে। অর্থাৎ এখন থেকেই ভারতের জন্য যে সমস্যা তৈরি করা হবে, সেই কথা বলে দেওয়া হচ্ছে। মজার কথা হল, নানা অভিযোগ তোলা হলেও ওদেশের সংবাদমাধ্যমকে আবার দলের পক্ষে একথাও বলা হয়েছে যে, বাফুফের (বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন) তরফ থেকে আগে শিলংয়ে কাউকে পাঠানো হয়নি ওখানকার হোটেল, অনুশীলন বা মাঠ দেখার ব্যবস্থা করার জন্য। যা সাধারণত বিভিন্ন দেশ করে থাকে। তাছাড়া নৈশালোক সঠিক সময়ে আলো না জ্বলা নিয়ে অভিযোগ থাকলেও পরে স্বীকার করা হয়েছে যে বিভিন্ন স্তম্ভ জ্বলতে সময় লাগার জন্য আলো কম বলে শুরুতে মনে হয়েছে। ম্যাচ শুরুর আগেই নানা সমস্যার কথা বলে চাপ সৃষ্টির খেলা খেলতে চাইছে বাংলাদেশ।

শুধু তাই নয়, তাদের দলের হামজা চৌধুরীকে দেখে ভারত ভয় পেয়েছে, এমন কথা বলেও আত্মতৃপ্তিতে ভুগছে বাংলাদেশ। বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের শক্তি দেখে ভয় পেয়েই সুনীল ছেত্রীকে ফেরানো হয়েছে। ভারতীয় দল অবশ্য প্রতিপক্ষের এই চাপ সৃষ্টির খেলায় চিন্তিত যেমন নয় তেমনি ওই ফাঁদে পা-ও দিচ্ছে না। বরং মালদ্বীপ ম্যাচ জিতে এখন আত্মবিশ্বাস ফেরালেও আত্মতুষ্টিতে যাতে দল না ভোগে সেদিকেই কড়া নজর এখন মানোলো মার্কুয়েজের। অধিনায়ক সুনীলও বোঝাচ্ছেন তরুণ প্রজন্মকে। মানোলোতে বলেই দিয়েছেন, 'মালদ্বীপকে হারিয়ে খুশি কারণ এতে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল, এশিয়ান কাপে যোগ্যতার্জন করা। তাই এখন বাংলাদেশ, হংকং ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাকি ৬টা ম্যাচই আমাদের কাছে ফাইনালের মতো। যেখানে সব ম্যাচ জিতে মূলপর্বে পৌঁছোতে হবে।' শেষপর্যন্ত সেটা তাঁর দল করে দেখাতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার।

অতনু ভট্টাচার্যকে শান-ই মহমেডান সম্মান তুলে দিচ্ছেন মহমেডান কর্তারা।

মহমেডান-শ্রাচী সম্পর্ক তলানিতে

শান-ই মহমেডান পেলেন অতনু, খালেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ : সম্পর্ক তলানিতে। সোমবার উত্তপ্ত হতে পারে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-শ্রাচীর বৈঠক।

ফুটবলারদের পাঁচ মাসের বেতন এখনও বাকি। এবার আর ফুটবলাররা নয়, অভিযোগে সরব স্বয়ং মহমেডান কর্তারাই। এতদিন যাঁরা বেতন সমস্যার কথা চেপে রাখতে চেয়েছেন এখন তাঁরাই প্রকাশ্যে বিনিয়োগকারীদের কাঠগড়ায় তুলছেন। রবিবার ক্লাবের এক অনুষ্ঠানের পর শ্রাচীর প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি বলেছেন, 'সবমিলিয়ে ওরা এখনও ১৬ কোটি টাকা দিয়েছে। ফুটবলারদের পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া। সেটা কবে মেটানো হবে আমরা তার উত্তর চাই। আর ক্ষমতাই যদি না থাকে তাহলে প্রতিশ্রুতি কেন দেওয়া হয়েছিল তারও জবাব দিতে হবে।' সম্পর্ক কি ভাঙতে পারে? সাদা-কালো কর্তাদের ইঙ্গিত অন্তত সেদিকেই। ক্লাব সভাপতি স্পষ্টই জানিয়েই দিলেন, আগামী মরশুম তো দূর, বকেয়া না মেটানো পর্যন্ত অন্য কোনও বিষয় আলোচনা করতে রাজি নন তাঁরা।

এদিকে, এদিনই ক্লাবের এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে শান-ই মহমেডান সম্মান তুলে দেওয়া হল প্রাক্তন ফুটবলার অতনু ভট্টাচার্য ও আব্দুল খালেকের হাতে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বাবুল সুপ্রিয় সহ অন্য বিশিষ্টজনেরা। সাদা-কালো শিবির থেকে এমন সম্মান পেয়ে আপ্লুত অতনু। বলেছেন, 'এতদিন পরও মহমেডান যে আমাকে মনে রেখেছে তার জন্য ক্লাবের কাছে কৃতজ্ঞ।'

১১৫ রানে লজ্জার হার পাকিস্তানের

ওয়েলিংটন, ২৩ মার্চ : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে লজ্জার হার পাকিস্তানের। সেই সঙ্গে সিরিজও হাতছাড়া করেছে সলমন আলি আঘার দল। রবিবার তারা কিউয়িদের কাছে ১১৫ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। এটা টি২০ ইতিহাসে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার।

আগের ম্যাচে দুশোর ওপর রান তাড়া করে ম্যাচ জিতেছিল পাকিস্তান। কিন্তু এদিন একরাশ লজ্জা উপহার দিলেন সলমনরা। টসে জিতে নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠায় পাকিস্তান। কিউয়িরা ৬ উইকেটে ২২০ রান সংগ্রহ করে। দুই ওপেনার ফিন অ্যালেন (৫০) ও টিম সেইফার্ট (৪৪) ঝোড়ো ব্যাটিং করে রানের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। পরের দিকে অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল (৪৬) দলের স্কোর দুশো পার করেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে পাক দল। প্রথম তিনটি উইকেট পড়ে মাত্র ৯ রানের মাথায়। ইরফান খান (২৬) কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেন। তারপরও মাত্র ৫৬ রানেই ৮ উইকেট চলে যায় পাকিস্তানের। তবে আব্দুল সামাদের

সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড

(৪৪) লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত একশোর গণ্ডি পার করে তারা। ১৬.২ ওভারে পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১১৫ রানে।

এই জয়ের সুবাদে এক ম্যাচ বাকি থাকতে সিরিজ ৩-১ ফলে জিতে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। এদিন ম্যাচ সেরা হয়েছেন ফিন অ্যালেন।

ট্রফি নিচ্ছে টিকে ওয়ারিয়র্স। ছবি : সুশান্ত ঘোষ

চ্যাম্পিয়ন ওয়ারিয়র্স

মালবাজার ও তেশিমলা, ২৩ মার্চ : মালবাজার ব্লক স্তরের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল টিকে ওয়ারিয়র্স। রবিবার ফাইনালে তারা ২০ রানে মাল টাইটান্স ইলেভেনকে হারিয়েছে। প্রথমে ওয়ারিয়র্স ১৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৭ রান তোলে। জবাবে টাইটান্স ৬ উইকেটে ১২৭ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা মাসুদ করিম ৩ উইকেট পেয়েছেন।

ট্রফি নিয়ে স্যাটিসফাইড রাইডার্স। ছবি : রহিদুল ইসলাম

খেতাব রাইডার্সের

চালসা, ২৩ মার্চ : বাতাবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল স্যাটিসফাইড রাইডার্স। রবিবার ফাইনালে তারা ৩৬ রানে রোলিং লায়ন্সকে হারিয়েছে। মিলন সংঘ মাঠে স্যাটিসফাইড রাইডার্স প্রথমে ১২ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮৫ রান তোলে।

জবাবে লায়ন্স ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৯ রানে আটকে যায়। ফাইনালের সেরা খেলোয়ার জামশেদ আলি। প্রতিযোগিতার সেরা রোহিত আনসারি। সেরা বোলার বিশ্বপ্রতীম শা। সেরা ইমার্জিং প্লেয়ার পার্থ রায়। সর্বাধিক গোলস্কোরার ও সেরা ফিল্ডার আদিত্য মাহালি।

শুভমের দাপট

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট সুপার সিক্সে রবিবার নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগার ৪৮ রানে দাদাভাই ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে নেতাজি ৩২ ওভারে ১৩৯ রানে অল আউট হয়। শুভম সরকার ৩৭ রান করেন। সম্রাট দে সরকার ১৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে দাদাভাই ২৮ ওভারে ৯১ রানে গুটিয়ে যায়। আকাশ রায় ৩১ রান করেন। নিবিড় কর্মকার যাদব ১৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ম্যাচের সেরা শুভম সরকার (৯/৩)।

রেফারি কমিটি

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : জেলা রেফারি সংস্থার সদর ইউনিটের বার্ষিক সাধারণ সভা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মিটিং হলে রবিবার অনুষ্ঠিত হল। দুই বছরের নতুন কমিটিতে সংস্থার নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন সন্তু চট্টোপাধ্যায়, কার্যনির্বাহী সভাপতি হয়েছেন দিলীপ রায়। সচিব অনীত মুন্সি। কোষাধ্যক্ষ সুমন বণিক।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সিকিম আর্মড পুলিশ ভেটেরান্স। -জিষ্ণু চক্রবর্তী

সেরা সিকিম পুলিশ

গয়েরকাটা, ২৩ মার্চ : গ্রিনল্যান্ড ডুয়ার্স ভেটেরান্স ক্লাবের মেরিকো এগ্রো গোল্ড কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল সিকিম আর্মড পুলিশ ভেটেরান্স। রবিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে কলকাতার বিদ্যবাটি দলকে হারিয়েছে। গয়েরকাটা ফুটবল মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। প্রথম সেমিফাইনালে সিকিম ১-০ গোলে আয়োজকদের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিদ্যবাটি ৩-১ গোলে ইউনাইটেড ব্রাদার্স গুয়াহাটিকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা বিদ্যাবাটির সুখেন দাস। প্রতিযোগিতার সেরা একই দলের সুভাষ লাহা। সর্বাধিক গোলস্কোরার সিকিম পুলিশের জেড্রুপ ভুটিয়া।

চ্যাম্পিয়ন শোভাবাড়ি

জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ : জলপাইগুড়ি জেলা আচারি সংস্থা ও তোড়লপাড়া পল্লি সংঘের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প তিরন্দাজিতে রবিবার জেলা চ্যাম্পিয়ন হল পল্লি সংঘ শোভাবাড়ি আচারি কোচিং সেন্টার।

নেতাজি বিদ্যাপীঠের মাঠে ছেলেদের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে দেব বণিক, দ্বিতীয় রাহুল রায়, হেমরঞ্জন রায় (সিনিয়ার), আকাশ পাল, আকাশ রায়, কর্ণ দেব রায় (জুনিয়ার), পাপ্পু রায়, বাবাই রায়, তিতাস রায় (সাব-জুনিয়ার), আবির সাহা, শুভজিৎ রায়, কৃষ্ণ রায় (মিনি সাব-জুনিয়ার)। মেয়েদের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে রিম্পি রায়, বৃষ্টি রায়, চন্দনা রায় (জুনিয়ার), বুল্টি রায়, জয়শ্রী সেন, তৃষ্ণা অধিকারী (সাব-জুনিয়ার), সৌরভী ওরাওঁ, পপি রায়, স্নেহা রায় (মিনি সাব-জুনিয়ার)।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
নাসিক-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, নাসিক - এর একজন বাসিন্দা নিভৃতি নাথু ধারবলে - কে 29.12.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 53C 60642 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রথমত, আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাকে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং ভবিষ্যতের আর্থিক স্থিতি উন্নতিতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।